সরোজিনী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্য্যসিদ্ধিও হইবে, অপযশও ঘটিবে না। আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে, কদাচ কথার অবাধ্য হইবে না, শপথ করিয়া বল। কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ স্ত্রীস্বভাবসুলভ গুরুতর শপথ করিলেন, এবং মন্থরার কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন।

তখন মন্থরা কহিল, তুমি কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাক। রাজা নানারূপ সাধ্য সাধনা করিবেন, কিছুতেই উত্তর করিও না। পরে আমি তোমার কর্ণে যেরূপ শিক্ষা দিব, তদনুসারে রাজাকে বলিবে, "মহারাজ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথিবীর এক মাত্র অধীশ্বর; মনে করিয়া দেখুন, অসুরযুদ্ধে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, আমি অনেক কাল আপনার সেবা-শুশ্রূষা করি। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দুইটী বর দিয়াছিলেন।" ইহা শুনিলে মহারাজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত-স্মরণ হইবে। তখন তুমি বর প্রার্থনা করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিবে। এই বলিয়া মন্থরা কৈকেয়ীর কর্ণে বরণীয় বিষয় বলিয়া দিল।

মন্থরা কৈকেয়ীর অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া বলিল, "যাহার বুদ্ধিবলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, চতুর্দ্দশ বৎসর পরেও তাহারই ক্ষমতায় সকল আপদ্ হইতে সুরক্ষিত হইবে।" কৈকেয়ী, কুব্জার পরামর্শ শুনিয়া আহ্লাদে পুলকিতা হইলেন, ও সমীহিত সিদ্ধপ্রায় জ্ঞান করিলেন; অনন্তর বলিলেন, তোমার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি সমধিক প্রশংসনীয়। বিধাতা অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি রক্ষিত করিবার জন্যই যেন, তোমার পৃষ্ঠদেশে ঘটাকার কুব্জ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভরত

সরোজিনী নাটক।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

"অসাধুযোগা হি জয়ান্তরায়াঃ
প্রমাথিনীনাং বিপদাং পদানি।"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন [illegible]।

উৎসর্গ।

উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে

আমার সরোজিনীকে

সাদরে অর্পিত

গ্রন্থকার।

নাটকীয় পাত্রগণ।

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ	মেওয়ারের রাজা। (Lukumsi
বিজয় সিংহ	বাঙ্গলাধিপতি—লক্ষ্মণ সিংহের ভাবী জামাতা।
রণধীর সিংহ	গাড়াধিপতি লক্ষ্মণ সিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ।
রামদাস	লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ।
সুরদাস	লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর
মহম্মদ আলি (কল্পিত নাম ভৈরবাচার্য্য)	ছদ্মবেশী মুসলমান চতুর্ভুজা-দেবীর মন্দিরের পুরোহিত।
ফতে উল্লা	মহম্মদ আলির চেলা।
রাজপুত সেনানায়ক, সৈন্য ও প্রহরিগণ।	
আল্লা উদ্দিন	দিল্লির বাদসা।
উজির, ওমরাও, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ।	
সরোজিনী	লক্ষ্মণ সিংহের দুহিতা—বিজয় সিংহের ভাবী পত্নী।
রোসেনারা	বিজয় সিংহের বন্দী।
রাজমহিষী	লক্ষ্মণ সিংহের মহিষী।
মোনিয়া	রোসেনারার সখী।
অমলা	রাজমহিষীর সহচরী।
নর্ত্তকীগণ।	

সংযোগ স্থল—দেবগ্রাম ও চিতোর।

সরোজিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেবগ্রাম।

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-সম্মুখীন শ্মশান।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসিংহ। (স্বগত) একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে আবার অমানিশা—কি ঘোর অন্ধকার! জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই, কেবলমাত্র শিবাগণের অশিব চিৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্চে, সমস্ত প্রকৃতিই নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময়ে বিকট স্বরে "ময়্ ভুখা হোঁ" এই কথাটী ব'লে রজনীর গম্ভীর নিস্তব্দতাকে ভঙ্গ করে? ওঃ! সে কি ভয়ানক

স্বর!—এখনও আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে—আমার যেন বোধ হয়, সেই শব্দটী এই দিক থেকেই এসেছে। শুনেছি, দ্বিপ্রহর রাত্রে যোগিনীগণ এখানে বিচরণ করে, হয় তো তাদেরই কথা হবে। কিন্তু কৈ—কাকেও তো এখানে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। (বজ্রধ্বনি) এ কি?—অকস্মাৎ এরূপ বজ্রনিনাদ কেন? এ কি! এ যে থামে না,—মুহুর্মুহু ধ্বনি হ'চ্চে—কর্ণ যে বধির হ'য়ে গেল—আকাশ তো বেশ নির্ম্মল, তবে এইরূপ শব্দ কোথা হ'তে আস্‌চে?—এ আবার কি?—হঠাৎ ওদিক্‌টা আলো হ'য়ে উঠ্‌লো কেন?

(চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার
আবির্ভাব।)

(চকিত ভাবে) এ কি!—এ কি!—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মূর্ত্তি যে! (অগ্রসর হইয়া যোড়করে প্রকাশ্যে।)

"বিপক্ষপক্ষনাশিনীং মহেশহৃদ্বিলাসিনীং।
নৃমুণ্ডজালমালিকাং নমামি ভদ্রকালিকাং॥"

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত উত্থান) মাতঃ! যবনদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভার্থে তোমার পূজা দিবার জন্য সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আমি এখানে এসেছিলেম। মাতঃ! তুমি কৃপা ক'রে স্বয়ং এসে এ অধমকে যে দর্শন দিলে, এ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মানবের আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে? মা! যাতে যবনদের উপর জয় লাভ হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

আকাশবাণী।

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর। বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! "ময় ভূখা হোঁ" এটী কি তবে তোমারি উক্তি—গত যবন-যুদ্ধে আমার যে অষ্টসহস্র আত্মীয় কুটুম্বের বলিদান হয়, তাতেও কি তোমার রক্তপিপাসার শান্তি হয়নি?

আকাশবাণী।

পুনর্ব্বার বলি তোরে শোন্ মূঢ় নর।
ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,

রাজবংশ প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস্ পিতে মোরে—তবেই মঙ্গল।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! আমি বুঝলেম, আমার দ্বাদশ পুত্র একে একে রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়ে যবনযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, এই তোমার ইচ্ছা,—কিন্তু আমার পরিবারস্থ কোন্ ললনার উত্তপ্ত শোণিত তুমি পান করবার জন্য লালায়িত হয়েছ, তা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে——এইটী মাতঃ কৃপা ক'রে আমার নিকট ব্যক্ত কর।

(চতুর্ভুজা দেবীর অন্তর্দ্ধান।)

(স্বগত) একি? দেবী কোথায় চলে গেলেন? হা! আমি যে এখন ঘোর সন্দেহের মধ্যে পড়্‌লেম। "রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে সরোজ-কুসুম সম" এ কথা কাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হ'য়েছে? "সরোজ কুসুম সম" এ কথার অর্থ কি?—অবশ্যই এর কোন নিগূঢ় অর্থ থাক্‌বে। আমাদের মহিলাগণের মধ্যে পদ্মপুষ্পের নামে যার নাম, তাকে উদ্দেশ ক'রে তো এই দৈববাণী হয়নি? আমার খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নীর নাম তো পদ্মিনী। আর তিনি প্রসিদ্ধ রূপসীও বটেন। তবে কি তাঁকেই মনে ক'রে এ কথা বলা হয়েছে? হ'তেও পারে, কেন না, তিনিই তো আমাদের সকল বিপদের মূল কারণ, তাঁর রূপে মোহিত হ'য়েই তো পাঠানরাজ আল্লাউদ্দীন বারংবার চিতোর আক্রমণ কচ্চেন, না হ'লে আর কে হ'তে

পারে? কিন্তু সরোজিনীও তো পদ্মের আর এক নাম। না—সরোজিনীকে উদ্দেশ ক'রে কখনই বলা হয়নি। না, তা কখনই সম্ভব নয়। আর—বাপ্পাবংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একে একে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলে তবে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাক্‌বে, এও বা কি ভয়ানক কথা? যাই হোক্—আমার দ্বাদশ পুত্র যবনযুদ্ধে যদি প্রাণ দেয়, তাতেও আমার উদ্বেগের কারণ নাই—কেন না রণে প্রাণত্যাগ করাইতো রাজপুত পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু দৈববাণীর প্রথম অংশটীর অর্থ তো আমি কিছুই মীমাংসা করতে পাচ্চিনে—আমার পরিবারের মধ্যে কোন্ ললনার শোণিত পান কর্‌বার জন্য না জানি দেবী এত উৎসুক হয়েছেন। মাতঃ চতুর্ভুজে! আমায় ঘোর সংশয়-অন্ধকার মধ্যে ফেলে তুমি কোথায় পলালে, আর একবার আবির্ভূত হ'য়ে আমার সংশয় দূর কর। কই আর তো কেউ কোথাও নাই।—আমি কি তবে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম?—না সে কখনই স্বপ্ন নয়। যাই শিবিরে গিয়ে রণধীর সিংহকে এই সমস্ত ঘটনার বিষয় বলি, সে খুব বুদ্ধিমান, দেখি, এ বিষয়ে সে কি পরামর্শ দেয়।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ভৈরবাচার্য্য
ও ফতেউল্লার প্রবেশ।

ভৈরব। আল্লাউদ্দীন আর কি বল্লেন বল্ দেখি?

ফতে। মোল্লাজি! বোধ করি, এইবার তোমার নসিব ফেরেছে, আর বেশি রোজ নৈবিদ্যি খাতি হবে না। এহান হ'তে বার্ হ'তি পাল্লিই মুই বাঁচি। ক্যান্ মত্তি এহানে তোমার সঙ্গে আয়েছেলাম। চাল কলা খাতি খাতি মোর জান্‌টা গেল। ও আল্লা! সে দিন কবে হবে আল্লা।

মহম্মদ। তুই ব্যাটা আমাকে বিপদে ফেল্‌বি না কি? অমন ক'রে আল্লাজি মোল্লাজি ব'লে চ্যাচাবি তো দেখ্‌তে পাবি। দেখ্, খবরদার আমাকে মোল্লাজি বলিস্‌নে, আমাকে ভৈরবাচার্য্য ব'লে ডাকিস্।

ফতে। কি বল্‌ব?—"চাচাজি"?—

মহম্মদ। আরে মর্ ব্যাটা চাচাজি কি রে, বল্ ভৈরবাচার্য্য, এতো ভাল আপদেই পড়্‌লেম দেখ্‌ছি।

ফতে। অত বড় কথাডা মোর মুদিয়ে বারোয় না, মুই করব কি?

মহম্মদ। বেরোয় না বটে? দেখি এইবার বেরোয় কি না, ঘা কতো না দিলে তো তুই সোজা হবিনে। বল্ ব্যাটা ভৈরবাচার্য্য, না হ'লে মেরে এখনি হাড় গুঁড়ো করে ফেল্‌ব। (মারিতে উদ্যত)

ফতে। দোহাই মোল্লাজি বল্‌চি, বল্‌চি, বল্‌চি,—মলাম, মলাম,—এইবার বল্‌চি,—ভরু চাচাজি—ও আল্লা! মোল্লাজি মারি ফেল্লে গো আল্লা!

ভৈরব। চুপ্ কর্, চুপ্ কর্, অত চেঁচাস্‌নে।

ফতে। ও আল্লা! মলাম আল্লা!

ভৈরব। (স্বগত) এ ব্যাটা আমায় মজালে দেখ্‌চি, (প্রকাশ্যে) চুপ্ কর্ বল্‌চি। ফের যদি চাঁচাবি তো—

ফতে। মুই তো বলি চুপ্ করি, তোমার গুতার চোটে চুপ্ করি থাকৃতি পারি না যে চাচাজি!

মহম্মদ। (স্বগত) একে নিয়ে তো দেখ্‌ছি আমার অসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোকে একটা আমি কথা বলি,—যখন আমি একলা থাক্‌ব, তখন তুই যা ইচ্ছে বলিস্, কিন্তু অন্য কোন লোক থাক্‌লে খবরদার কথা ক'স্‌নে, যদি কেউ কখন তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তো তুই চুপ্ করে থাকিস্ বুঝ্‌লি তো?

ফতে। আমি সম্‌জেছি মোল্লাজি, সব সম্‌জেছি।

মহম্মদ। আচ্ছা সে যা হোক, আল্লাউদ্দিন কি বল্লে বল্ দেকি?

ফতে। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) উহুঁ—উহুঁ—উহুঁ—উহুঁ—

মহম্মদ। ও কি ও?

ফতে। মোরে যে কথা ক'তি মানা কল্লে?

মহম্মদ। আরে মোলো, এখন কেউ কোথাও নেই, এখন কথা ক-না। অন্য লোক জন থাক্‌লে কথা ক'স্‌নে। তবে তো তুই আমার কথা বেশ সম্‌জেছিলি দেখ্‌ছি?

ফতে। এইবার সম্‌জিছি চাঁচাজি,—আর ক'তি হবে না।

মহম্মদ। আচ্ছা, সে যা হ'ক বাদ্‌সা আর কি বল্লেন, বল্ দেখি?

ফতে। আবার কি বল্‌বেন? তিনি বা বা কয়েছেন, দিল্লি হ'তি আসেই তো মুই তোমায় সব কয়েছি। বাদসার ভাইঝিরে নিয়ে

তুমি যে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দ্দান লেবার হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বচ্ছর ধরি পেলিয়ে বেড়ালে, শ্যাষে হাঁদুদের মন ভোলায়ে, এই হাঁদু মস্‌জিদের মোল্লা হয়ে ব'স্‌লে, তুমি তো চাচাজি স্বচ্ছন্দে চাল কলা নৈবিদ্যি খায়ে রয়েছ, মুই তো আর পারি না। আর তোমায় বল্‌ব কি, এই শ্মশানির মধ্যি ভূতির ভয়ে তো মোর রাত্তির ব্যালায় নিদ্‌ হয় না।

মহম্মদ। আরে মোলো, আসল কথাটা বল্‌ না। অত আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম বক্‌চিস্‌ কেন?

ফতে। এই যে বল্‌চি শোন না; তিনি এই কথা কলেন যে, যদি হাঁদুদের মধ্যি তুমি ঝগড়া বাদিয়ে দিতি পার, তা হলি তোমার সব কসুর রেয়াৎ করবেন, আরও বক্‌সিস্‌ দিবেন।

মহম্মদ। ও কথা তো তুই আমাকে পূর্ব্বেই বলেচিস্‌; আর কিছু বলেছিলেন কি না, তাই তোকে আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি।

ফতে। আবার কি কবেন?

মহম্মদ। (স্বগত) আমি বক্‌সিস্‌ চাইনে, আল্লাউদ্দিন যদি আমার দোষ মাপ করেন, তা হ'লে আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখে এখন বাঁচি। আর ছদ্মবেশে থাক্‌তে পারা যায় না। আর, আমার সেই কন্যাটীর না জানি কি হ'ল!—সে যুদ্ধ—(প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) এই দেখ্‌, ঐ শ্মশান থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে আয় তো।

ফতে। ও বাবা! এই আঁদারবাত্তি ওহানে কি আহন্‌ যাওয়া যায়?

মহম্মদ। ফের ব্যাটা গোল কচ্চিস্! একবার কথা তোকে বল্লে বুঝি হয় না? বাঙ্গালা দেশের এই চাষাটাকে নিয়ে তো দেখ্‌ছি ভারি বিপদেই পড়েছি।

ফতে। এই যাচ্চি বাবা! এমনেও ম'র্‌ব—অম্‌নেও ম'র্‌ব; এই যাই—মোল্লাজি, থোড়া দেঁড়িয়ে যেও বাবা!

(মহম্মদ আলির মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও অভ্যন্তর হইতে দ্বার রুদ্ধ করন।)

ফতে। ও মোল্লাজি! মোরে এহানে একা ফেলি কোয়ানে গেলে? মোল্লাজি! মেহেরবাণী ক'রে একুবার দরজাটা খোল বাবা! আমার যে বুকটা গুর্ গুর্ কচ্চে। ও মোল্লাজি! ও মোল্লাজি! ও চাচাজি!

ভৈরব। (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) ব্যাটা যেন কচি খোকা আর কি। গাধার মত চিৎকার কচ্চে দেখ না, ফের যদি চেঁচাবি তো দেখ্‌তে পাবি।

ফতে। (স্বগত) ও বাবা! কি মুস্কিলেই পড়্‌লাম গা—(কম্পমান) নসিবে যে আজ কি আছে বল্‌তি পারি না। (চমকিত হইয়া) ও বাবা রে! পায়ে কি ঠ্যাক্‌লো। এই আঁদারে অ্যাহন কোয়ানে যাই? মড়ার খুলি না খুঁজি আন্‌তি পাল্লিও তো চাচাজি ছাড়্‌বে না,—অ্যাহন উপই কি?

(ফতেউল্লার প্রস্থান)

(লক্ষ্মণসিংহ ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। এই খানে দেবী আমার নিকট আবির্ভূত হ'য়েছিলেন।

রণধীর! সে আমার চক্ষের ভ্রম নয়, সে সময় আমার বুদ্ধিরও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এখন তোমাকে আমি যেমন স্পষ্ট দেখ্‌ছি, তেমনি স্পষ্ট আমি দেবীমূর্ত্তি দর্শন ক'রেছিলেম, আর আকাশবাণীচ্ছলে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন, তা এখনও যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে।

রণধীর। মহারাজ! কিছুই বিচিত্র নয়। কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধি কর্‌বার জন্য দেবতারা সাধকের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত ক'রে থাকেন। আপনার বিলক্ষণ সৌভাগ্য যে আপনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করে'ছেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে পূজনীয় বাপ্পারাও ও সমরসিংহও এইরূপ দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ। রণধীর! বোধ করি তুমিও এখনি দেখ্‌তে পাবে। দেখ,—ঠিক্‌ এই স্থানে তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, (চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব) ঐ যে,—ঐ যে,—ঐ যে,—দেখ রণধীর! এখনি নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনা দেবী চতুর্ভুজা, ছায়ার ন্যায় ঐ দিক্‌ দিয়ে চলে গেলেন, এবার এখানে আর দাঁড়ালেন না।

রণধীর। কৈ মহারাজ! আমি তো কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ করি, তিনি যে সে লোককে দর্শন দেন না। তাঁর অনুগ্রহে আপনি নিশ্চয় দিব্য চক্ষু লাভ ক'রেছেন।

(চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব)

লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, ঐ দেখ আবার———

রণধীর। তাই তো, মহারাজ!—এইবার আমি দেখ্‌তে পেয়েচি।

(উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) আমার ভাগ্যে এমন তো কখন হয় নাই—কি আশ্চর্য্য! আমাকেও দেবী দর্শন দিলেন! আ! আজ আমার কি সৌভাগ্য—আমার নয়ন সার্থক হ'ল—জীবন চরিতার্থ হ'ল। মহারাজ! চিতোর রক্ষার জন্য, দেবী আপনার নিকট যে দৈববাণী করেছেন, তা শীঘ্র পালন করুন—দেবীর অনুগ্রহ থাকলে কার সাধ্য চিতোরপুরী আক্রমণ করে?

লক্ষ্মণ। দেবী তো এবার চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়েই চ'লে গেলেন—এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়ালেন না। এখন কে আমাকে সেই দৈববাণীর অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে দেয় বল দেখি? আমি তো মহা সন্দেহের মধ্যে পড়েছি; এখন বল দেখি, রণধীর! এই সন্দেহ ভঞ্জনের উপায় কি?

রণধীর। চলুন মহারাজ! এক কাজ করা যাক্, সম্মুখেই ত ঐ চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির, ঐ মন্দিরের সুবিজ্ঞ পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল উত্তমরূপে গণনা কর্ত্তে পারেন। চলুন, তাঁর নিকটে গিয়ে দৈববাণীর ব্যাখ্যা ক'রে লওয়া যাক্।

লক্ষ্মণ। এ বেশ কথা। চল, তাই যাওয়া যাক্।

রণধীর। মহারাজ! দেখেছেন কি ভয়ানক অন্ধকার! এখন পথ চিনে যাওয়া সুকঠিন।

(উভয়ে মন্দিরের দ্বারে আঘাত।)

(মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করত ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ } ভগবন্! প্রণাম হই।
রণধীর }

ভৈরব। মহারাজের জয় হৌক্। এত রাত্রে যে এখানে পদার্পণ হ'ল—রাজ্যের সমস্ত কুশল তো?

লক্ষ্মণ। কুশল কি অকুশল তাই জান্‌বার জন্যই মহাশয়ের নিকট আসা হয়েছে।

ভৈরব। আমার পরম সৌভাগ্য। (ফতের প্রতি) এই খানে তিন থান কুশাসন নিয়ে আয় তো।

(আসন লইয়া ফতের প্রবেশ।)

(লক্ষ্মণের প্রতি) মহারাজ! বস্‌তে আজ্ঞা হোক্। মন্দিরের মধ্যে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এই জন্য এই খানেই বস্‌বার আয়োজন করা গেল।

লক্ষ্মণ। তা বেশ তো, এই স্থানটী মন্দ নয়।

ভৈরব। এখন মহারাজের কি আদেশ, বল্‌তে আজ্ঞা হোক্।

লক্ষ্মণ। এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি ঐ শ্মশানে একাকী বিচরণ কচ্ছিলেম, এমন সময়ে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে একটী দৈববাণী ক'ল্লেন; তার প্রকৃত অর্থ কি, তাই জান্‌বার জন্য আপনার নিকট আমাদের আসা হয়েছে।

ভৈরব। কি বলুন দেখি, আমি তার এখনি অর্থ ক'রে দিচ্চি।

লক্ষ্মণ। সে দৈববাণীটী এই;—

"মূঢ়! বৃথা যুদ্ধসজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,

সরোজ-কুসুম-সম ; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর ! বাপ্পা বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজচ্ছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর।"

এই দৈববাণীর শেষ অংশটী এক রকম বোঝা গেছে, কিন্তু এর প্রথমাংশটী আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, এইটী অনুগ্রহ ক'রে আমার নিকট ব্যাখ্যা ক'রে দিন।

ভৈরব। (চিন্তা করিতে করিতে) হঁ—(স্বগত) যা আমি মনে করেছিলেম, তাই ঘটেছে। "রূপসী ললনা" রাজা লক্ষ্মণসিংহের প্রিয় কন্যা সরোজিনীকেই যে বোঝাচ্চে, এইটি ব্যক্ত করবার বেশ সুযোগ হয়েছে। বিজয়সিংহ সরোজিনীর প্রতি অনুরক্ত, সে কখনই তার বলিদানে সম্মত হবে না। কিন্তু অন্যান্য রাজপুত-সেনাপতিগণের যদি একবার এই বিশ্বাস হয় যে, বলিদান ব্যতীত মুসলমানদিগকে কখনই পরাজয় করা যাবে না, তা হ'লে সরোজিনীর রক্তের জন্য নিশ্চয়ই তারা উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। আর যদি সমস্ত সৈন্য এই বিষয়ে একমত হয়, তা হ'লে কাজে কাজেই রাজাকেও তাতে মত দিতে

হবে। এই সূত্রে বিজয়সিংহের সঙ্গে বিবাদ ঘট্‌বার খুব সম্ভাবনা আছে। আল্লাউদ্দিনের পূর্ব্ব-আক্রমণে, বিজয়সিংহ ও রণধীরসিংহের বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল। এবার যদি এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘ'টে ওঠে, তা হ'লে চিতোরের নিশ্চয় পতন, আর আমারও তা হ'লে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। (প্রকাশ্যে ফতেউল্লার প্রতি) খড়ি, ফুল ও মড়ার মাথা নিয়ে আয়।

(ফতের প্রস্থান ও খড়ি আদি লইয়া প্রবেশ
ও তাহা রাখিয়া পুনঃপ্রস্থান।)

ভৈরব। "নমো আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যোনমঃ" (পরে মড়ার মাথায় হাত দিয়া) মহারাজ! একটী ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষ্মণ। সেফালিকা।

ভৈরব। আচ্ছা।—

"তনু ধনু সহোদর,
লগ্ন মগ্ন পরস্পর,
সিংহ কন্যা বিছা তুলা,
বিনা বাতে উড়ে ধূলা,
মেষ বৃষে ডাকে মেঘ,
সর্প্প সোম ছাড়ে বেগ,

বন্ধু পুত্র রিপু জায়া,
সপ্তমের মাতা ছায়া,
এক তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে সর্ব্ব জয়,
চারাক্ষরে প্রশ্ন হয়,
এটা বড় শুভ নয়।"

ভৈরব। মহারাজ! ক্রমে আমি সব বল্‌চি। আর একটা ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষ্মণ। বকুল।

ভৈরব। আচ্ছা।

"বকুল বকুল বকুল,
বৃন্দাবন গোকুল,
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র,
কাশী আর কুরুক্ষেত্র,
চেরে আর তিনে সাত,
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ,
তারা তিথি রাশি বার,
জ্বালামুখী হরিদ্বার,

এ সব তীর্থে নাহি বার,
কোথা তবে আছে আর,
যে লগ্নে প্রশ্ন করা,
চিরজীবি হয় মরা,
রন্ধ্রগত আছে শনি,
সরোজিনীর প্রমাদ গণি।"

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন?—সরোজিনীর?—

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। বিজ্ঞ লোকে শুভ ঘটনাতে অতিমাত্র উল্লসিত হন না—অশুভ ঘটনাতেও অতিমাত্র ম্রিয়মাণ হন না। সংসার-চক্রে সুখ দুঃখ নিয়তই পরিভ্রমণ করে। গ্রহ-বৈগুণ্যে সকলি ঘটে, যা ভবিতব্য তা কেহই খণ্ডন কত্তে পারে না।

লক্ষ্মণ। মহাশয় স্পষ্ট ক'রে বলুন—কোন্ সরোজিনীর কথা আপনি বল্‌ছেন? শীঘ্র আমার সন্দেহ দূর করুন।

ভৈরব। মহারাজ! অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুন্‌তে হবে। অগ্রে আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন, মনকে দৃঢ় করুন, আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে সে কথা শুনে আপনি জ্ঞানশূন্য হন।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! বলুন আমি প্রস্তুত আছি। শীঘ্র বলুন, আমাকে সংশয়-সঙ্কটে আর রাখ্‌বেন না।

ভৈরব। তবে শ্রবণ করুন।—রাজকুমারী সরোজিনীর রক্ত পান ব্যতীত দেবী চতুর্ভুজা আর কিছুতেই পরিতুষ্ট হবেন না।

লক্ষ্মণ। কি বল্লেন? —সরোজিনীর?—রাজকুমারী সরোজিনীর?—আমার প্রাণের দুহিতা সরোজিনীর? (স্তম্ভিত থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে) কি বল্লেন মহাশয়! রাজকুমারী সরোজিনীর?—নিশ্চয় আপনার গণনায় ভুল হয়েছে। আর একবার গণে দেখুন। "সরোজ কুসুম-সম" এর যথার্থ গণনায় সরোজিনী না হ'য়ে পদ্মিনীও তো হ'তে পারে। হয় তো আমার পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবী-কেই উদ্দেশ ক'রে ঐরূপ দৈববাণী হয়েছে। আর তাই খুব সম্ভব ব'লে আমার বোধ হয়। কেন না, আল্লা উদ্দিন, পদ্মিনী দেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে লাভ করবার জন্যই চিতোরপুরী বারং বার আক্রমণ কচ্চেন। পদ্মিনী দেবী জীবিত থাকতে কখনই চিতোর-পুরী নিরাপদ হবে না, এই মনে ক'রেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা বোধ হয় এইরূপ দৈববাণী করেছেন।

ভৈরব। মহারাজ! যদি আমার গণনায় কিছুমাত্র ভ্রম থাকত, তা হ'লে আমিও আহ্লাদিত হতেম। কিন্তু মহারাজ! আমি যেরূপ সতর্ক হ'য়ে গণনা করেছি, তাতে কিছু মাত্র ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা নাই।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! সেই নির্দ্দোষী বালিকা কি অপরাধ ক'রেছে যে, দেবী চতুর্ভুজা এই তরুণ বয়সেই তাকে পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগ হ'তে বঞ্চিত ক'ত্তে ইচ্ছা কচ্চেন? তার পরিবর্ত্তে যদি তিনি আমার জীবন চান, তা হ'লে অনায়াসে এখনি আমি তাঁর চরণে উৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত আছি। মহাশয়! বলুন, আর কিসে দেবীর তুষ্টিসাধন হ'তে

পারে? যাতে আমি এই ভয়ানক বিপদ হ'তে রক্ষা পাই, তার একটা উপায় স্থির করুন। তা হ'লে আপনি যা পুরস্কার চাবেন, তাই দেব।

ভৈরব। মহারাজ! যদি এর কোন প্রতিবিধান থাকতো তা হ'লে আমি অগ্রেই আপনাকে বল্‌তেম। পুরস্কারের কথা বলা বাহুল্য, ভগবানের নিকট মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করাই তো আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

রণধীর। মহাশয়! তবে কি আর কোন উপায় নাই?

ভৈরব। না,—আর কোন উপায়ই নাই।

রণধীর। মহারাজ! কি করবেন,—যখন অন্য কোন উপায় নাই, তখন কাজেই স্বদেশ রক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্য্যেও অনুমোদন কর্ত্তে হয়।

লক্ষ্মণ। কি বল্‌চ রণধীর?—নিষ্ঠুর কার্য্য!—শুধু নিষ্ঠুর নয়, এ অস্বাভাবিক। দেখ, এমন যে নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রজাতি তারাও আপন শাবকদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, তবে কি রাণা লক্ষ্মণসিংহ ব্যাঘ্রজাতি অপেক্ষাও অধম?

রণধীর। মহারাজ! পশুগণ প্রবৃত্তিরই অধীন। কিন্তু মনুষ্য প্রবৃত্তিকে বশীভূত কর্ত্তে পারে ব'লেই পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্মণ। আমি জন্ম-জন্মান্তরে পশু হ'য়ে থাকি, সেও ভাল, তথাপি এরূপ শ্রেষ্ঠতা চাইনে।

রণধীর। মহারাজ! প্রবৃত্তিস্রোতে একেবারে ভাসমান হবেন

না। একটু স্থির ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখুন ; কর্ত্তব্য অতিশয় কঠোর হ'লেও, তথাপি তা কর্ত্তব্য। যদি অন্য কোন উপায় থাক্‌তো তা হ'লে মহারাজ আমি কখনই এই নিষ্ঠুর কার্য্যে অনুমোদন কত্তেম না।

ভৈরব। মহারাজ! যদি চিতোর রক্ষা কত্তে চান,—যবনের উপর জয় লাভের আশা থাকে, তা হ'লে দেবীবাক্য কদাচ অবহেলা করবেন না।

লক্ষ্মণ। মহাশয়। আমার তো এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন মন্দ গ্রহ উপস্থিত হ'লে, স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তাহার শান্তি করা যায়।—আমার এ কুগ্রহ কি কিছুতেই শান্তি হবার নয়?

ভৈরব। মহারাজ! আপনার অদৃষ্টে কাল-শনি প'ড়েছে, এ হাতে উদ্ধার করা মনুষ্যের সাধ্য নয়।

লক্ষ্মণ। আপনার দ্বারা যখন কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, তখন আর কেন আমরা এখানে বৃথা সময় নষ্ট কচ্চি। চল রণধীর, এখান থেকে যাওয়া যাক্। (উত্থান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, এরূপ সুবিজ্ঞ, সুবিখ্যাত, অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও একটা সামান্য বিষয়ের প্রতিবিধান কত্তে পাল্লেন না। আমরা চল্লেম—প্রণাম।

ভৈরব। মহারাজ! মনুষ্য যতই কেন বুদ্ধিমান্ হোক না, কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ কত্তে পারে না। এখন আশীর্ব্বাদ করি——

লক্ষ্মণ। ওরূপ শূন্য আশীর্ব্বাদে কোন ফল নাই।

(মন্দিরের মধ্যে ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।)

রণধীর। মহারাজ! এখন কর্ত্তব্য কি স্থির কল্লেন?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, তুমি যে কর্ত্তব্যের কথা ব'লচ, বল দেখি,—তুমিই বল দেখি, সন্তানের প্রতি পিতার কি কর্ত্তব্য? সন্তানের জীবন রক্ষা করা কি পিতার কর্ত্তব্য নয়?

রণধীর। মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তরটা যদি কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়, তো আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আচ্ছা, আমি মান্‌লেম যে, সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্ত্তব্য? শত্রুর আক্রমণ হ'তে প্রজাগণ যাতে রক্ষা পায়, তার উপায় বিধান করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয়?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা,—তা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি তা স্বীকার কল্লেম; কিন্তু যখন উভয়ই কর্ত্তব্য হ'ল, তখন এরূপ সঙ্কট-স্থলে তো কিছুই স্থির করা যেতে পারে না। এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় প্রবৃত্তি অনুসারে চলাই কর্ত্তব্য।

রণধীর। না মহারাজ! যখন দুই কর্ত্তব্য পরস্পর-বিরোধী হয়, তখন এই দেখ্‌তে হবে, কোন্ কর্ত্তব্যটী গুরুতর। এরূপ বিরোধ-স্থলে গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে লঘুতর কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন দেওয়াই যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত।

লক্ষ্মণ। কিন্তু রণধীর! কর্ত্তব্যের গুরুলঘুতা স্থির করা বড় সহজ নয়।

রণধীর। কেন মহারাজ! কর্ত্তব্যের গুরু লঘুতা তো অতি সহ-

সেই স্থির হ'তে পারে। দুইটী কর্ত্তব্যের মধ্যে যেটী পালন না কল্লে অধিক লোকের অনিষ্ট হয়, সেইটীই গুরুতর কর্ত্তব্য! আপনার কন্যার বিনাশে শুধু আপনার ও আপনার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনেরই ক্লেশ হ'তে পারে, কিন্তু দেখুন, যদি যবনগণ চিতোরপুরী জয় কত্তে পারে, তা হ'লে সমস্ত রাজ্যের লোক বংশ-পরম্পরাক্রমে চিরদাসত্ব-দুঃখ ভোগ কর্‌বে।

লক্ষ্মণ। হো!——রণধীর! তোমার নৃশংস যুক্তি সঙ্গত হ'লেও——হ'লেও—কিন্তু—কিন্তু—

রণধীর। মহারাজ! আবার কিন্তু কি? যুক্তিতে যা ঠিক ব'লে বোধ হচ্চে, এখনি তা কার্য্যে পরিণত করুন। মনে ক'রে দেখুন, মহারাজ! বিধাতা কি গুরুতর ভার আপনার স্কন্ধে অর্পণ ক'রেছেন, লক্ষ লক্ষ রাজপুত-কন্যার জীবন ধর্ম্ম সুখ স্বাধীনতা, আপনার উপর নির্ভর কচ্চে। প্রজাপুঞ্জের জন্য রাজার সকল ত্যাগ, সকল ক্লেশ স্বীকার করা উচিত। দেখুন, আপনার পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষ, সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র প্রজাগণের জন্য আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পর্য্যন্ত বনে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন। আপনি সেই উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে, তা কি এখন কলঙ্কিত কত্তে ইচ্ছা করেন?

লক্ষ্মণ। রণধীর! যথেষ্ট হয়েছে, আর না। তুমি যা আমাকে বল্‌বে, তাই আমি কত্তে প্রস্তুত আছি। (চতুর্ভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান) দেখ, রণধীর!—দেখ,—দেখ,—ঐ—ঐ—ঐ—আবার—কি ভয়ানক ভ্রূকুটী! ঐ চলে গেলেন!!

রণধীর। তাই তো।

লক্ষ্মণ। তুমি যে শুধু ভর্ৎসনা ক'চ্চ তা নয়—দেবী চতুর্ভুজাও ভর্ৎসনা-ছলে পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন—রণধীর! বল এখন কি করতে হ'বে—কি ছল ক'রে এখন সরোজিনীকে চিতোর হ'তে আনাই? বল, আমি সকলেতেই প্রস্তুত আছি।

রণধীর। মহারাজ! এক কাজ করুন— রাজমহিষীকে এই ভাবে এক খানি পত্র লিখুন, যে "যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে কুমার বিজয়সিংহ সরোজিনীকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছেন—অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র তাকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে আস্‌বে।"

লক্ষ্মণ। এখনি শিবিরে গিয়ে ঐরূপ একখানি পত্র লিখে, আমার বিশ্বস্ত অনুচর সুরদাসের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমার অদৃষ্টে যা হ'বার তাই হ'বে। (স্বগত) কে সরোজিনী, আমি তা জানি না। এ সংসারে সকলি মায়াময়, সকলি ভ্রান্তি, সকলি স্বপ্ন। হে মহাকালরূপিণি প্রলয়ঙ্করি মাতঃ চতুর্ভুজে! তোমার সর্ব্বসংহার-কার্য্যে সহায়তা কত্তে এখনি আমি চল্লেম। যাক্—সৃষ্টি লোপ হ'য়ে যা'ক, পৃথিবী রসাতলে যা'ক্, মহাপ্রলয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন হ'য়ে যা'ক, আমার তাতে কি ক্ষতি?—আমার সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ নাই।

(লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান;

পরে রণধীরসিংহের প্রস্থান।)

(মন্দিরের মধ্য হইতে ভৈরবাচার্য্যের

ও ফতের প্রবেশ।)

ভৈরব। (স্বগত) আমার যা মৎলব, তা সিদ্ধ হ'বার উপক্রম হ'য়েছে। আমি এই ব্যালা আল্লা উদ্দিনের কাছে এই পত্র খানি পাঠিয়ে দি। এখানকার সমস্ত অবস্থা পূর্ব্ব হ'তে তাঁকে জানিয়ে রাখা ভাল, তা হ'লে তিনি ঠিক্ অবসর বুঝে আক্রমণ কর্‌তে পার্‌বেন। (ফতের প্রতি) ওরে! এই পত্র খানি বাদ্‌সা আল্লা উদ্দিনের কাছে দিয়ে আয় দিকি।

ফতে। আবার কোয়ানে যাতি বল? একে তো মড়ার মাথার লাগি সমস্ত রাত্তির মোরে শ্মশানি শ্মশানি গুরায়ে মারেছ।

ভৈরব। আরে! এ সে সব কিছু না,—এই পত্রখানি বাদ্‌সার কাছে নিয়ে গেলে, আমাদের এখান থেকে চ'লে যাবার পন্থা হ'বে, বুঝ্‌লি?—তা হ'লে তুইও বাঁচিস্ আমিও বাঁচি।

ফতে। (আহ্লাদিত হইয়া) এহান হতি তা হ'লি মোরা যাতি পাব?—আ! দেও চাচাজি, চিট্‌খান দেও, এহনি মুই লয়ে যাচ্চি। আ' তা হ'লি তো মুই প্যাট ভরি খায়ে বস্তাই। তা হ'লি এ গেরোর ভোগ আর ভুগ্‌তি হয় না। মোর বাঙ্গালা মুলুকে মুই যহন ছ্যালাম, তহন বেশ ছ্যালাম, চাস বাস কত্তাম—দুটা প্যাট ভরি খাতিও পাতাম। তোমার কথা শুনি, মুই কেন মত্তি এহানে আয়েছেলাম, বাদ্‌সার ঘরে চাক্‌রিও পালাম না, প্যাটও ভর্‌ল না। আর, দেহ

দিছি চাচাজি, তুমি মোর কি হাল করেছ?—মোর খোবসুরৎ চেহারাটাই অ্যাকেবারে মাটি ক'রি দ্যাছ?—এহানে ছ্যাল মুসলমানের সুর, তুমি তা কাটি মাতায় হাঁতুর চৈতন বসায়ে দ্যালে—আর বাকি রাহেলে কি? এহন, এহান হ'তি যাতি পাল্লিই মুই বাঁচি।

ভৈরব। আরে ব্যাটা, বাঙ্গালা দেশে তুই কেবল লাঙ্গল টেনে টেনেই মস্তিস্ বৈ তো নয়; এখন, এই চিঠিটা বাদ্সার হাতে দিতে পাল্লেই, তোর একটা মস্ত কর্ম্ম হবে, তা জানিস্?

ফতে। (মহা খুসি হইয়া) মস্ত একটা কাম পাব? কি কাম চাচাজি?

ভৈরব। সে পরে টের পাবি—এখন এই চিটটা নিয়ে শিগ্‌গির যা দিকি। (পত্র প্রদান)

ফতে। মুই এহনি চল্লাম চাচাজি—স্যালাম।

(ফতের প্রস্থান।

ভৈরব। (স্বগত) এখন তবে যাওয়া যাক্।

(ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবিরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ।

লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হায় হায়! কি কাজ ক'ল্লেম, সুরদাসকে দিয়ে কেন পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেম? চিত্তোর তো এখান থেকে বেশি দূর নয়, এতক্ষণে বোধ করি, সুরদাস সেখানে পৌঁচেচে; বোধ হয়, এতক্ষণে তারা সেখান থেকে ছেড়েছে। কেন আমি রণধীর সিংহের কথায় ভুলে গেলেম? রণধীর সিংহ যে কি কুহক জানে, তার কথায় আমি একেবারে বশীভূত হ'য়ে পড়ি। আহা! আমার সরোজিনীর এখন বিবাহের উপযুক্ত বয়স হ'য়েছে, কুমার বিজয়সিংহকে সে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তার সহিত শীঘ্র এখানে বিবাহ হ'বে, এ সংবাদে তার মন কতই না আনন্দে নৃত্য ক'রবে। কিন্তু সে যখন এখানে এসে দেখবে যে বিবাহ-সজ্জার পরিবর্তে, তার জন্য হাড়কাঠ প্রস্তুত,—কুমার বিজয়সিংহের পরিবর্তে, তার পাষণ্ড, পিতা যমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির ক'রেছে, তখন না জানি তার মনে কি হবে? ওঃ!—আর মহিষীই বা কি ব'লবেন? কি ক'রেই বা আমি তাঁর নিকট মুখ দেখাব?—ওঃ!———অসহ্য!———এখন আবার, যদি রামদাসকে দিয়ে এই পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে তাদের এখানে আসা বন্ধ হ'তে পারে। এখানে সে একবার

পৌঁছিলে আর রক্ষা থাকবে না। রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য তাকে কিছুতেই ছাড়্‌বে না; কিন্তু এখন রামদাসকেও পাঠান বৃথা; এতক্ষণ তারা সে পত্র পেয়ে চিতোর হ'তে যাত্রা ক'রেছে; রামদাস এখন গেলে কি আর তাদের সঙ্গে দেখা হ'বে?—এখন কি করা যায়?—রামদাসকে তো ডাকি, সে আমার অতি বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ, দেখি, সে কি বলে। রামদাস!—রামদাস!—শোন রামদাস।

রামদাসের প্রবেশ।

রাম। মহারাজ কি ডাক্‌চেন? রাত্রি প্রভাত না হ'তে হ'তেই যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে? যবনগণের কোলাহল কি শুন্‌তে পাওয়া গেছে? সৈন্যগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহারাজের আদেশ হ'লে তাদের এখনি সতর্ক ক'রে দেওয়া যায়।

লক্ষ্মণ। না রামদাস তা নয়।—হা! সেই সুখী যে রাজ-পদের মহান্ ভার হ'তে মুক্ত, যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কালযাপন করে।

রাম। মহারাজ! আপনার মুখ থেকে আজ এরূপ কথা শুন্‌তে পাচ্চি কেন? দেবতারা প্রসন্ন হ'য়ে আপনাকে যে এই অতুল রাজসম্পদের অধিকারী ক'রেছেন, তা কি এইরূপে তুচ্ছ ক'র্ত্তে হয়? আপনার কিসের অভাব? সর্ব্বলোক পূজ্য সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশে জন্ম—সমস্ত মেওয়ার দেশের অধীশ্বর—তেজস্বী সামন্ত সম্প্রতি দ্বারা পরিবেষ্টিত—আপনার মধ্যে সমস্ত ভারতভূমি

পরিপূর্ণ—আবার বীরশ্রেষ্ঠ বাদলের অধিপতি, রাজকুমার বিজয়সিংহ আপনার কন্যা রাজকুমারী সরোজিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী—মহারাজ! এ অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে? তবে কেন মহারাজকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখ্‌ছি? চক্ষু হ'তে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হ'চ্চে, এর অর্থ কি? আমি রাজসংসারের পুরাতন ভৃত্য—হাতে ক'রে আপনাকে মানুষ করেছি বল্লেও হয়—আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। মহারাজের হস্তে একখানি পত্র রয়েছে দেখ্‌ছি,—চিতোরের রাজপ্রসাদ হ'তে তো কোন কুসংবাদ আসে নি? রাজমহিষী ও রাজকুমারগণ ভাল আছেন তো? রাজকুমারী সরোজিনীর তো কোন বিপদ হয় নি? বলুন মহারাজ! আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না।

লক্ষ্মণ। (অন্যমনস্ক ভাবে) না—আমি তাতে কখনই অনুমোদন করব না।

রাম। মহারাজ! ও কি কথা! ওরূপ প্রলাপ-বাক্য ব'লচেন কেন?

লক্ষ্মণ। না রামদাস! প্রলাপ নয়। যে সময় আমরা চিতোর হ'তে সসৈন্যে চতুর্ভুজা দেবীর পূজা দিতে এখানে এসেছিলেম, যখন সমস্ত সৈন্য পথের ক্লেশে ক্লান্ত হ'য়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছে, আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠ্‌লেম, আর নিকটস্থ শ্মশানের দিক্ থেকে "ময় ভুখা হোঁ" সহসা এই কথাটী আমার কর্ণগোচর হ'ল। সে যে কি বিকট

শ্বর তা তোমাকে আমি কথায় ব'ল্‌তে পারিনে। এখনও তা মনে ক'ল্লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই শুনে অবধি নানা প্রকার কাল্পনিক আশঙ্কা আমার মনে উদয় হ'তে লাগলো, আর কিছুতেই নিদ্রা হ'ল না। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, সকলি নিঃশব্দ, সমস্ত বসুধা নিদ্রায় মগ্ন, সামান্য পথের ভিখারী যে, সেও সে সময় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ কচ্চে; তখন যাকে তুমি পরম সুখী, পরম ভাগ্যবান্ ব'ল্‌চ, যাকে সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব, সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বর বল্‌চ, সেই হতভাগা মনুষ্যই একমাত্র জাগ্রত।

রাম। মহারাজ! ও কিরূপ কথা? সমস্ত খুলে ব'লে, শীঘ্র আমার উদ্বেগ দূর করুন। আমি যে এখনও কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

লক্ষ্মণ। শোন রামদাস! আমি তার পর সেই বিকটশব্দ লক্ষ্য ক'রে, শ্মশানে উপস্থিত হ'লেম,—খানিক পরেই বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে, অলৌকিক গম্ভীর স্বরে একটী দৈববাণী ক'ল্লেন।—ওঃ!—এখনও তা মনে প'ড়্‌লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—আর সেই কথাগুলি যেন রক্তাক্ষরে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

রাম। রক্তাক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে?—বলেন কি মহারাজ?

লক্ষ্মণ। হাঁ রামদাস! রক্তাক্ষরেই মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। সেই দৈববাণীর তাৎপর্য্য জান্‌বার জন্য, আমি আর রণধীর সিংহ, ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়েছিলেম। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা ক'ল্লেন, তা অতি ভয়ানক তোমার কাছে ব'ল্‌তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে

যাচ্চে. তিনি ব'ল্লেন যে, দৈববাণীর অর্থ এই যে, সরোজিনীকে দেবী চতুর্ভুজার নিকট বলিদান না দিলে চিতোর কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আর বাপ্পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে যবন-সংগ্রামে প্রাণ না দিলে, আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাক্‌বে না। দেখ রামদাস— পুত্রেরা যুদ্ধে প্রাণ দিক্!—কিন্তু বল দেখি, আমার স্নেহের পুত্তলী সরোজিনীকে আমি কোন্ প্রাণে বলিদান দি!

রামদাস। ওঃ একি ভয়ানক কথা!—মহারাজ! আপনি এখনও তাতে সম্মতি দেন নি তো?

লক্ষণ। সম্মতি?—ওঃ—সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না। আমার ন্যায় মূঢ়, দুর্বলচিত্ত লোক, আর ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নি। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হই নি, কিন্তু সেই রণধীর সিংহ—বজ্রবৎ কঠিনহৃদয় রণধীর সিংহ—এই বলিদানের পক্ষে এরূপ অকাট্য যুক্তি সকল দেখাতে লাগ্‌লো যে, আমি তার কোন উত্তর দিতে পাল্লেম না,—কাজে কাজেই আমাকে সম্মত হ'তে হ'ল। তার পর যখন আবার, দেবী চতুর্ভুজা ভর্ৎসনা-চ্ছলে ভীষণ ভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে আমার নিকট আবির্ভূত হ'লেন, তখন আমার আর কোন উপায় রইল না।

রামদাস। মহারাজ! দেবী আপনার প্রতি এত নির্দ্দয় কেন হয়েছেন বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—এ কি ভয়ানক আদেশ! প্রাণ থাক্‌তে আপনার দুহিতাকে কি কেউ কখন বলিদান দিতে পারে? মহারাজ! আপনি তো বলিদানে সম্মত হয়েছেন, এখন উপায় কি বলুন দিকি?

লক্ষ্মণ। রামদাস, শুধু সম্মত হওয়া নয়, আমি রণধীরের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে তদ্দণ্ডেই সরোজিনীকে এখানে নিয়ে আস্‌বার জন্য মহিষীকে পত্র লিখিছি, তাঁকে এইরূপ ভাবে কৌশলে লেখা হ'য়েছে যে, "কুমার বিজয়সিংহ যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেই এখানে সরোজিনীর পাণি-গ্রহণে ইচ্ছুক হ'য়েছেন, অতএব তাকে শীঘ্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বে।"

রামদাস। কিন্তু মহারাজ! রাজকুমার বিজয়সিংহকে কি আপনি ভয় কচ্চেন না? যখন তিনি জান্‌তে পারবেন যে, এইরূপ মিথ্যা বিবাহের ছল ক'রে এই দারুণ হত্যা-কাণ্ডের সংকল্প করা হয়েছে, তখন আপনি কি মনে করেন তিনি নিশ্চেষ্ট থাক্‌বেন?

লক্ষ্মণ। রামদাস! আমি বিজয়সিংহের অবর্ত্তমানেই ঐ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেম। তিনি যে এত শীঘ্র এখানে এসে পড়্‌বেন, তা আমি জান্‌তেম না। রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী কোন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি মনে ক'রেছিলেম, ঐ যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাগমন করতে তাঁর অনেক বিলম্ব হ'বে, কিন্তু ঐ বীর পুরুষের অপ্রতিহত-গতি কার সাধ্য রোধ করে? বিজয়-সিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বামাত্রই বিজয় লক্ষ্মী তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জয়বার্ত্তা এখানে না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

রামদাস। মহারাজ! তিনি যদি এসে থাকেন, তা হ'লে আর কোন চিন্তা নাই! আপনিও যদি বলিদানে সম্মত হন, তা হ'লে বিজয়সিংহ আপনার পথের প্রতিবন্ধক হবেন।

লক্ষ্মণ। তুমি বল কি রামদাস? বিজয়-সিংহের ন্যায় সহস্র বীর পুরুষ একত্র হ'লেও, রাণা লক্ষ্মণসিংহের পথের প্রতিবন্ধক হ'তে পারে না। আমার প্রতিবন্ধক আর কেহই নয়, স্বভাবই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক। স্বভাবের দৃঢ়তর বন্ধনই আমার হস্তকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। দেখ, রামদাস! যার মুখভাব একটু বিমর্ষ, একটু মলিন হ'লে আমার হৃদয় যেন শত শত শেল বিদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তমা দুহিতা, কোথায় আমার সস্নেহ আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হ'বার আশায়, মহা হৃষ্টচিত্তে, দ্রুতগতি এখানে আস্‌চে—না কোথায় সে এসে দেখ্‌বে যে, তার জন্য ভীষণ হাড়কাট প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। এই কল্পনাটী কি ভয়ানক!

রামদাস। ও! কি ভয়ানক! মহারাজ! এরূপ তো আমি স্বপ্নেও মনে করি নি!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! এই নিষ্ঠুর বলি যে তোমার অভিপ্রেত, এ আমি কখনই প্রত্যয় করতে পারি নে, বোধ হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যই এইরূপ আদেশ ক'রেছ। (প্রকাশ্যে) রামদাস! তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র, এই জন্য তোমাকে সমস্ত কথা খুলে ব'ল্লেম। দেখো যেন প্রকাশ না হয়।

রামদাস। আমার দ্বারা মহারাজ কিছুই প্রকাশ হ'বে না, কিন্তু যাতে রাজকুমারীর জীবন রক্ষা হয়, তার শীঘ্র একটা উপায় করুন।

লক্ষ্মণ। দেখ, রামদাস! আমি ইতিপূর্ব্বে সুরদাসকে দিয়ে যে

পত্র খানি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেম, সে পত্র খানি যদি তিনি পেঁয়ে থাকেন, তা হ'লে তো সরোজিনীকে নিয়ে এতক্ষণে চিতোর হ'তে যাত্রা ক'রেছেন,—আর, তারা এখানে একবার পৌঁছিলে রক্ষার আর কোন উপায় থাক্‌বে না। তবে যদি, তারা এখানে না আস্‌তে আস্‌তেই তুমি গিয়ে পথিমধ্যে রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই পত্র খানি তাঁর হস্তে দিতে পার, তা হ'লে তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হ'লেও হ'তে পারে।

রামদাস। মহারাজ! পত্র খানি দিন, এখনি আমি নিয়ে যাচ্চি।

লক্ষ্মণ। এই লও,—(পত্র প্রদান) তুমি শীঘ্র যাও, পথে যেন কোথাও বিশ্রাম ক'র না।

রামদাস। এই আমি চ'ল্লেম মহারাজ!

লক্ষ্মণ। আর শোন রামদাস! দেখো যেন পথভ্রম না হয়, বরং এক জন নিপুণ পথ-প্রদর্শক সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও, কারণ, যদি মহিষীর সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, আর সরোজিনী যদি একবার এখানে এসে পড়ে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'বে। তখন ভৈরবাচার্য্য সৈন্য-মণ্ডলীর নিকট সেই দৈববাণীর অর্থ শুনিয়ে দেবে, সরোজিনীর বলিদানের জন্য সমস্ত সৈন্যই উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌বে; যারা আমার শত্রু পক্ষ তারা সেই সময় অবসর পেয়ে একটা বিরোধ ঘটিয়ে দেবে; আমার প্রভুত্ব আমার রাজত্ব, তখন রক্ষা করা বড়ই কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে। অন্তরের কথা তোমাকে আমি ব'লে দিলেম, এখন যাও রামদাস—আর বিলম্ব ক'র না।

রামদাস। মহারাজ! পত্রের মর্ম্মটা আমার জানা থাকলে ভাল হয় না? কেন না, যদি আমার কথার সঙ্গে পত্রের কোন অনৈক্য হয়——

লক্ষ্মণ। ঠিক্ ব'লেছ। পত্রের মর্ম্মটা তোমার শোনা আবশ্যক বটে। আমি রাজমহিষীকে এইরূপ লিখিছি যে, "কুমার বিজয়সিংহের মত-পরিবর্ত্তন হয়েছে, সরোজিনীকে বিবাহ কর্‌বার তাঁর আর আগ্রহ নাই, অতএব এখানে সরোজিনীকে নিয়ে আস্‌বার আবশ্যক করে না।" আরও তুমি এই কথা তাঁকে মুখে বল্‌তে পার যে, চিতোরের প্রথম আক্রমণ কালে, যবন শিবির হ'তে তিনি যে যুবতী মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন—লোকে বলে,—তারি প্রতি তাঁর এখন অধিক অনুরাগ হয়েছে। আর সেই জন্য তিনি এখন সরোজিনীর প্রতি উপেক্ষা কচ্চেন। এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চেনা?————এ কি! বিজয়সিংহ যে এদিকে আস্‌ছেন, যাও যাও রামদাস এই ব্যালা যাও—আর বিলম্ব কোরো না। বিজয়সিংহের সঙ্গে রণধীর সিংহও দেখ্‌ছি আসছেন।

(রামদাসের প্রস্থান।)

বিজয়সিংহের ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। এই যে বিজয়সিংহ! এর মধ্যেই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে প্রত্যাগত হয়েছ? ধন্য তোমার বিক্রম——যা অন্যের পক্ষে

দুঃসাধ্য, তা দেখ্‌ছি, তোমার পক্ষে অলস বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অতি সামান্য ও সহজ!

বিজয়। মহারাজ! এই সামান্য জয়-লাভে বিশেষ কোন গৌরব নাই। ভগবান করুন, যেন আরও প্রশস্ততর গৌরব ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ কত্তে পারি—চিতোরপুরী রক্ষা কত্তে পারি—আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপমানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি—যদি সেই লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন কত্তে পারি—তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে) মহারাজ! একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি,—শুত্তে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আমাকে চিরসুখী ক'র্‌বেন?

লক্ষ্মণ। (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা—সরোজিনী?—কে বল্লে তাকে এখানে আনা হবে?

বিজয়। মহারাজ! আপনি যে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লেন?—তবে কি এ জনরবের কোন মূল নাই?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বিজয়সিংহ এর মধ্যেই এ গোপনীয় কথা কি ক'রে জান্‌তে পাল্লে?

রণধীর। (বিজয়সিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ তো আশ্চর্য্য হ'তেই পারেন। এই কি বিবাহের উপযুক্ত সময়? যে সময় যবনগণ চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ ক'চ্চে—যে সময় জন্মভূমির স্বাধীনতা

নির্ব্বাণ হ'বার উপক্রম হয়েছে—যে সময়—এমন কি—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট ক'র্ত্তে হবে—স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহ খণ্ডন ক'র্ত্তে হবে—এই সময় কি না আপনি বিবাহের উল্লেখ ক'চ্চেন? মহাশয়! এই সময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভিন্ন কি আর কোন কথা শোভা পায়? এইরূপে কি তবে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রবেন?

বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ ক'র্ল্লে কোন কার্য্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন—কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন—কিন্তু বিজয়সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণের কার্য্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্য্যের কার্য্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণসিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা ক'চ্চি—বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ, আমার মনের সঙ্কল্প এখনও কিছুই স্থির হয় নি,—জয়লাভের পক্ষে এবার আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হ'চ্চে।

রণধীর। মহারাজ! উদ্ধত, অহঙ্কারী, অত্যুৎসাহী যুবকেরা যাই বলুন না কেন, শুদ্ধ পৌরুষ দ্বারা জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ আপনি বেশ জানবেন যে, যদি দেবীকে পরিতুষ্ট ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লে তাঁর প্রসাদে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হ'ব।

বিজয়। মহারাজ! আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ'তে হ'তেই কেন

এরূপ বৃথা সন্দেহ কচ্চেন? প্রাণপণে যুদ্ধ ক'লে বিজয়-লক্ষ্মী স্বয়ং এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন ক'র্‌বেন। মহারাজ! আমি দেবদ্বেষী নই,—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্য্যে দেবতারা কখনই বিঘ্ন দেন না!

লক্ষ্মণ। কিন্তু বিজয়সিংহ, ভৈরবাচার্য্যের নিকট দৈববাণীর কথা যেরূপ শোনা গেল, তাতে বোধ হ'চ্চে দেবতারা যবনদের সহায় হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজ! আমরা কি তবে এখন শূন্য হস্তে ফিরে যাব? আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যে সেই দুর্ম্মতি আল্লাউদ্দিন ছলক্রমে বন্দী ক'রেছিল, আমরা কি এখন তার প্রতিশোধ দেব না?

লক্ষ্মণ। তুমি ইতিপূর্ব্বে যখন যবনদের শিবির হ'তে একজন যবন-রাজকুমারীকে বন্দী ক'রে এনেছিলে, তখনি তার যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হ'য়েছিল। যবনেরা তাতে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু দেখ, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল হ'য়েছেন, এখন কি——

বিজয়। মহারাজ! সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা ক'রে থাক্‌লে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তার পর যা হ'বার তা হ'বে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি ক'ত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণী কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'ত্তে ব'ল্‌চেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।

দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহা-রাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে ব'ল্‌চে,—চলুন, আমরা সেই খানেই যাই। আমি যবনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্য্যের দৈববাণী যাই হউক না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।

লক্ষ্মণ। দেখ বিজয়সিংহ! সে দৈববাণী অলীক নয়, আমি স্বয়ং তা শুনেছি; দেবী চতুর্ভুজাকে এখন পরিতুষ্ট ক'ত্তে না পাল্লে আমা-দের জয়ের আর কোন আশা নাই।

বিজয়। মহারাজ! বলুন, দেবীকে কিরূপে পরিতুষ্ট ক'ত্তে হবে?

লক্ষ্মণ। বিজয়সিংহ! তাঁকে পরিতুষ্ট করা সহজ নয়; তিনি যা চান, তা তাঁকে কে দিতে পারে?

বিজয়। মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃ-ভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আমি আর এখানে বিলম্ব ক'ত্তে পারিনে, সৈন্যগণকে সজ্জিত ক'ত্তে চ'ল্লেম। পরামর্শ ক'রে আপনাদের কি মত হয়, আমাকে শীঘ্র ব'ল্‌বেন। যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান,—আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক ছেদন ক'ত্তে পারে, তা হ'লেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান ক'র্‌ব।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

রণধীর। শুন্‌লেন তো মহারাজ! বিজয়সিংহ ব'ল্লেন,—"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে পারে?" দেখুন, উনিও স্বদেশের জন্য সব কত্তে প্রস্তুত আছেন।

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হা!——

রণধীর। মহারাজ! ওরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসের অর্থ কি? ঐ নিশ্বাসে আপনার হৃদয়ের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। আপনার দুহিতার শোণিত-পাত আশঙ্কায় আপনি কি পুনর্ব্বার আকুল হ'য়েছেন? এত অল্প কালের মধ্যেই আপনার প্রতিজ্ঞা বিচলিত হ'য়ে গেল? মহারাজ! বিবেচনা ক'রে দেখুন, দেবী চতুর্ভুজা আপনার দুহিতাকে চা'চ্চেন,—মাতৃভূমি আপনার দুহিতাকে চা'চ্চেন—এখন কি আপনি তাঁদের নিরাশ ক'র্‌বেন? আর যখন আপনি একবার প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তখন কি ব'লে আবার তা অন্যথা কর্‌বেন বলুন দেকি? আপনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতেই তো ভৈরবাচার্য্য মহাশয় সমস্ত রাজপুতদিগকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যবনগণ নিশ্চয়ই আমাদের দেশ হ'তে দূরীভূত হ'বে। এখন যদি তারা জান্‌তে পারে যে, আপনি দেবীর আদেশ পালনে অসম্মত, তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা ক্রোধান্ধ হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রবে, তখন আপনার সিংহাসন পর্য্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হ'বে! এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'ন। আর মহারাজ! আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যবনগণ যে ছলক্রমে বন্দী ক'রেছিল, তারই প্রতিশোধ দেবার জন্যই তো আমরা অস্ত্রধারণ ক'রেছি। একজন স্বজাতীয়ের অবমাননা হ'য়েছে—

আমরা কেবল এই জন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। আর আপনি কি না আপনার অতি আত্মীয় পিতৃতুল্য পিতৃব্য ভীমসিংহের অবমাননা সহ্য ক'র্‌বেন?

লক্ষ্মণ। হা!—রণধীর—আমি যে দুঃখে দুঃখী, তা হতে তুমি বহু যোজন দূরে। আমার দুঃখ তুমি এখনও অনুভব ক'ত্তে পাচ্চ না বলেই এরূপ উদারতা, এরূপ দেশানুরাগ, প্রকাশ ক'ত্তে সমর্থ হ'চ্চ। আচ্ছা তুমিই একবার ভেবে দেখ দেকি—তোমার পুত্র বীরবলকে যদি এইরূপ বলিদানের জন্য বন্ধন ক'রে, দেবী চতুর্ভুজার সমক্ষে আনা হয়, আর যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাক, তা হ'লে তোমার মনের ভাব তখন কিরূপ হয়?—এই ভয়ানক দৃশ্য কি তোমাকে একেবারে উন্মত্ত ক'রে তোলে না। তখন কি তোমার মুখ হ'তে এইরূপ উচ্চ উদার বাক্য সকল আর শোনা যায়? তখন তুমি নিশ্চয়ই রমণীর ন্যায়—শিশুর ন্যায়—অধীর হ'য়ে ক্রন্দন কত্তে থাক;—আর তখনই তুমি বুঝ্‌তে পার, আমার হৃদয়ে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। যা হোক্, তাই ব'লে আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তে চাইনে—যখন একবার কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। আমি তোমাকে আবার বল্‌চি, যদি আমার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তার বলিদানে আমি আর কিছুমাত্র বাধা দেব না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তার এখানে আসা না হয়;—তা হ'লে নিশ্চয় জান্‌বে যে আর কোন দেবতা আমার দুঃখে কাতর হ'য়ে তার জীবন রক্ষা কল্লেন। দেখ রণধীর! তোমাকে অনুনয় ক'চ্চি তুমি এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'র না।

সুরদাসের প্রবেশ।

সুর। মহারাজের জয় হোক্।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি কি সংবাদ!

সুর। মহারাজ! রাজমহিষী এবং রাজকুমারী এই শিবিরের সম্মুখস্থ বন পর্য্যন্ত এসেছেন—তাঁরা এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নাই—আমি এই সংবাদ দেবার জন্য তাঁদের আগে এসেছি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা! যে একটিমাত্র বাঁচ্‌বার পথ ছিল, তাও এখন রুদ্ধ হ'ল।

সুর। মহারাজ! গত চিতোর আক্রমণ সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে, রোসিওনারা বেগম নামে যে যুবতীকে বিজয়সিংহ বন্দী ক'রে এনেছিলেন, সেও তাঁদের সঙ্গে আস্‌ছে। এর মধ্যেই মহারাজ, তাঁদের আগমন সংবাদ সকল জায়গায় প্রচার হ'য়ে গেছে। এর মধ্যেই সৈন্যেরা রাজকুমারী সরোজিনীর কল্যাণ কামনায় দেবী চতুর্ভুজার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা ক'চ্চে। আর এই কথা সকলেই ব'ল্‌চে যে, মহারাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পৃথিবীতে অনেক থাক্‌তে পারেন, কিন্তু এমন ভাগ্যবান্ পিতা আর দ্বিতীয় নাই।

লক্ষ্মণ। তোমার কার্য্য তো শেষ হয়েছে, এখন তুমি বিদায় হ'তে পার।

সুর। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য——আমি চল্লেম।

(সুরদাসের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) বিধাতঃ!—তোমার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প সিদ্ধ কর্‌বার জন্যই কি আমার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ ক'রে দিলে? এই সময় যদি আমি অন্তত একবার স্বাধীন ভাবে অশ্রু বর্ষণ কত্তে পারি, তা হ'লেও হৃদয়ের গুরুভারের কিছু লাঘব হয়, কিন্তু রাজাদের কি শোচনীয় অবস্থা!—আমরা ক্রীতদাসেরও অধম—লোকে কি বল্‌বে, এই আশঙ্কায় একবিন্দু অশ্রুপাতও কত্তে পারি নে! জগতে তার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই! (প্রকাশ্যে) রণধীর! আমাকে মার্জ্জনা ক'র্‌রে—আমি আর অশ্রু সংবরণ কত্তে পাচ্চিনে!—মনে ক'র না ভাই ব'লে আমার সঙ্কল্পের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে—না তা নয়,—আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন আর উপায় নাই। কিন্তু রণধীর, তুমিও তো একজন পিতা—এই অবস্থায় পিতার মন কিরূপ হয় তা কি তুমি কিছু মাত্র অনুভব ক'ত্তে পাচ্চ না? এখন কোন্ প্রাণে বল দেখি——

রণধীর। মহারাজ! সত্য, আমারও সন্তান আছে,—পিতার যে হৃদয়ের ভাব, তা আমি বিলক্ষণ অনুভব ক'ত্তে পারি। আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছেন, তাতে আমার হৃদয়ও যার পর নাই ব্যথিত হ'চ্চে। ক্রন্দনের জন্য আপনাকে দোষ দেওয়া দূরে থাক্, আমারও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মহারাজ, আপনার এখন এইটী বিবেচনা ক'ত্তে হবে—মর্ত্ত্য স্নেহের উপরোধে দৈববাণীর কি অবমাননা করা উচিত? দেবীর দুরতিক্রম্য বিধানে আপনার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন—ভৈরবাচার্য্য মহাশয় তা জান্‌তে পেরে

বলিদানের জন্য প্রতীক্ষা ক'চ্চেন—এখন বিলম্ব দেখ্‌লে তিনি স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আমরা দুই জন মাত্র এখানে আছি, এই অবসরে মহারাজ অশ্রু বর্ষণ ক'রে হৃদয়ের গুরুভারের লাঘব করুন, আর সময় নাই।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এখন আর কোন উপায় নাই—আমি জানি, আমি তার রক্ষার জন্য যতই কেন চেষ্টা করি না—সকলি ব্যর্থ হ'বে। দৈবের প্রতিকূলে দুর্ব্বল মানব-চেষ্টা বিফল। দেবি চতুর্ভুজে! একটী নির্দ্দোষী অবলার শোণিত পান বিনা তোমার তৃষ্ণা কি আর কিছুতেই নিবারণ হ'বে না? হা!—(কিয়ৎ কাল পরে,—প্রকাশ্যে রণধীরের প্রতি) আচ্ছা তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু দেখ রণধীর! ভৈরবাচার্য্যকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দেবে, যেন বলিদানের বিষয় আর কেহই না জান্‌তে পারে। বিশেষতঃ এ কথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে। তিনি এ কথা শুন্‌তে পেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হ'বে। রণধীর! আমি কৃতসংকল্প হয়েছি, এখন কেবল মহিষীকে—সরোজিনীর জননীকেই ভয়।

রণধীর। মহারাজ! আপনার ভয় নাই, এ কথা আর কেহই জান্‌তে পারবে না;—আমি চল্লেম।

(রণধীর সিংহের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ (স্বগত) হিমাচল! বিন্ধ্যাচল! তোমাদের কঠিনতম দুর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত কর; কিন্তু না,—তোমরাও

তত কঠিন নও,—তোমরাও দুর্ব্বল-হৃদয়,—তোমরাও বিগলিত তুষার-রূপ অশ্রুবারি বর্ষণ ক'রে ক্ষীণতার পরিচয় দেও। জগতে আরও যদি কিছু কঠিনতর সামগ্রী থাকে,——লৌহ—বজ্র—তোমরা এস,—কিন্তু না—না—পাষাণই হোক্,—লৌহই হোক্,—বজ্রই হৌক্, সকলই শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে যখনি সেই নির্দ্দোষী সরলা বালা একবার করুণ স্বরে পিতা ব'লে সম্বোধন করবে।—হা! আমি কি এখন পিতা নামের যোগ্য?—আমি কি সরোজিনীর পিতা?—না—আমি তার পিতা নই—আমি তার কৃতান্ত———অতি দারুণ নিষ্ঠুর কৃতান্ত।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
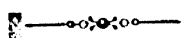
দিল্লীর রাজবাটী।

সম্রাট্ আল্লাউদ্দীন এবং উজির ও

ওমরাগণ সমাসীন।

আল্লা। দেখ উজির, মহম্মদ আলি যে ছদ্মবেশে হিন্দু-মন্দিরের পুরোহিত হ'য়ে আছে, তার কাছ থেকে তো এখনও কোন খবর এল না। বল দেখি, এখন কি কর্ত্তব্য? তার অপেক্ষা না ক'রে এখনি চিতোর আক্রমণ করা যাক্ না কেন?

উজির। জাহাঁপনা! গোলামের বিবেচনায় একটু অপেক্ষা করা ভাল। আজ তার ওখান থেকে একজন লোক আস্‌বার কথা আছে। হিন্দুদের মধ্যে মহম্মদআলির যেরূপ মান সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব হ'য়েছে,

আর সে যেরূপ চতুর লোক, তাতে যে সে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারবে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ওদের মধ্যে যে বিজয়সিংহ আর রণধীরসিংহ নামে দুই জন প্রধান যোদ্ধা আছে, তাদের মধ্যে যদি সে কোন কৌশলে বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারে, তা হ'লে আমরা অনায়াসে চিতোর জয় কত্তে সমর্থ হ'ব। হুজুরের বোধ হয়, স্মরণ থাকতে পারে যে, আমাদের প্রথম বারের আক্রমণে কেবল ঐ দুই যোদ্ধার বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল।

আল্লা। কি বল্লে উজির, তাদের বাহুবলে চিতোর রক্ষা পেয়েছিল? হিন্দুদের আবার বাহুবল? আমি কি মনে ক'ল্লে সেইবারই চিতোরপুরী ভূমিসাৎ ক'ত্তে পাত্তেম না?

উজির। তার আর সন্দেহ কি? হুজুরের অসাধ্য কি আছে? আপনি মনে ক'ল্লে কি না ক'ত্তে পারেন?

১ম ওমরাও। হুজুর সেবার তো মেহেরবানি ক'রে হিন্দুদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

২য় ওমরাও। তার সন্দেহ কি?

আল্লা। কিন্তু সেবার সেই চতুরা হিন্দু-বেগম পদ্মিনী বড় ফিকির ক'রে, তার স্বামী ভীমসিংহকে এখানকার কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। আমি মনে ক'রেছিলেম, তার সঙ্গে যত পাল্কি এসেছিল, তাতে বুঝি তার দাসী ও সহচরীরা আছে—তা না হয়ে, হঠাৎ কি না তার ভিতর থেকে অস্ত্রধারী রাজপুত-সৈন্য সব বেরিয়ে

পড়্ল—ভাগ্যি আমরা সেদিন খুব হুঁসিয়ার ছিলেম ও আমাদের সৈন্য-সংখ্যা বেশি ছিল তাই রক্ষে—

উজির। জাঁহাপনা! সে দিন আমাদের পক্ষে বড় ভয়ানক দিন গেছে।

আল্লা। দেখ উজির, এবার চিতোরে গিয়ে এর বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতে হ'বে। এবার দেখ্‌ব পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রাখ্‌তে পারে? হিন্দুরাজাকে আমি এত ক'রে ব'ল্লেম যে, পদ্মিনী-বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেই চিতোরপুরী নিরাপদ হ'বে, তা সে কিছুতেই শুন্‌লে না—আচ্ছা এবার দেখ্‌ব কে তাকে রাখে?

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! পদ্মিনীর কথা কি, হজুরের হুকুম হ'লে আমি স্বর্গের পরীও ধ'রে এনে দিতে পারি। চিতোর সহরে একবার প্রবেশ ক'ল্লেই হজুর দেখ্‌বেন, আপনার পদতলে শত শত পদ্মিনী গড়াগড়ি যাবে।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা গেল। তুমি সে যুদ্ধের উপযুক্ত যোদ্ধা বটে।

১ম ওমরাও। গোলামের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ হ'ল। এমন উচ্চ পদ আর কারও হ'বে না। আমাকে হজুর রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দিলেও আমি এত খুসি হ'তেম না। হজুর সেখানে আমার বীরত্ব দেখ্‌বেন। (যোড়হস্তে) হজুর! বেয়াদবি মাপ ক'র্‌বেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,———চিতোর আক্রমণের আর কত বিলম্ব আছে?

আল্লা। কি হে, তোমার দেখ্‌ছি আর দেরি সয় না।

আল্লা। উজির! পত্রখানা পাঠ ক'রে দেখ দেখি, কি লিখেছে। (পত্র প্রদান।)

উজির। (পত্র পাঠ।)

শাহেন্‌শা বাদ্‌শা আল্লাউদ্দিন

প্রবল-প্রতাপেষু।—

গোলামের বহুৎ বহুৎ সেলাম। আমি হিন্দু-রাজাদের মধ্যে এক রকম বিবাদের সূত্রপাত ক'রেছি। যখন বিবাদ খুব প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন এ গোলাম জাঁহাপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে। সেই সময় চিতোর আক্রমণ ক'ল্লে, নিশ্চয় জয় লাভ হ'বে। আমার এই মাত্র প্রার্থনা গোলামকে পায়ে রাখ্‌বেন।

নিতান্ত আশ্রিত ভৃত্য——

মহম্মদ আলি।

আল্লা। এ সু-খবর বটে। উজির! ওকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে বিদায় কর।

উজির। যে আজ্ঞা। আয়, আমার সঙ্গে আয়।

ফতে। (স্বগত) বক্‌সিস্!—দুটা প্যাঁজির তরকারি প্যাট্ ভরি

খ্যাতি পালিই এহন বত্তাই—নৈবিদ্দির চাল কলা খাতি খাতি মোর জান্‌টা গ্যাছে।

(উজির ও ফতের প্রস্থান।)

১ম ওমরাও। (স্বগত) আঃ—উজির বেটা গেল, বাঁচা গেল, ও ব্যাটা থাক্‌লে কাজ কর্ম্মের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই হবার যো নেই। (প্রকাশ্যে) হজুর! বেয়াদবি মাপ ক'র্‌বেন, গোলামের একটী আর্জ্জি আছে, যদি হুকুম হয়——

আল্লা। আচ্ছা, কি বল।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! উজির সাহেব দেখ্‌ছি, হজুরকে এক-চেটে কর্‌বার উয্যুগ ক'রেছেন। সময় নাই, অসময় নাই,—যখন তখন উনি উড়ে এসে যুড়ে বসেন। যখন দরবারের সময় হ'বে, তখনি ওঁর এক্‌তিয়ার, তখন উনি যা খুসি তাই ক'ত্তে পারেন। কিন্তু এ সময় কোথায় হজুর একটু আরাম ক'র্‌বেন, আমরা দুট খোস গল্প শোনাব, না—এ সময়েও উনি এসে হজুরকে পেয়ে ব'স্‌বেন।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) হাঁ, আমি জানি, উজির গেলেই তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে।

১মওমরাও। (করযোড়ে) আজ্ঞে, আমাদের শুধু নয়,—হজুরেরও।

আল্লা। তোমার সঙ্গে দেখ্‌ছি, কথায় আঁটা ভার। আচ্ছা, বল দেখি, এখন কি করা যায়?

১মওমরাও। হজুর! এমন সু-খবর আজ পাওয়া গেল, এখন

একটু নাচ গান হ'লে হয় না? নর্ত্তকীরাও হাজির আছে, যদি অনুমতি হয়——

আল্লা। আচ্ছা, তাদের ডাক।

১ম ওমরাও। যে আজ্ঞা হজুর।

(১ম ওমরায়ের প্রস্থান ও নর্ত্তকীগণকে
লইয়া পুনঃপ্রবেশ।)

নৃত্য ও গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল কাশ্মীরি খেম্‌টা।

সমরো তেগ অদা কো জরা শুনোতো সহি,
নেহি পয়মাল করো মল্‌কে হাতোমে মেদি,
কিসিকি খুন করেগি হেনা শুনতো সহি।
গজব্ হ্যায় তোম্ ফুল পঞ্জ দেখ্ নাম ইয়ারো
অগলি কহুই সরমোইয়া শুনোতো সহি।

আল্লা। আচ্ছা; আজ এই পর্য্যন্ত। (গাত্রোত্থান) ওদের বক্‌সিস্ দিয়ে বিদায় কর।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাণা লক্ষ্মণসিংহের শিবির সন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ।)

রোষেনারা। এস ভাই! আমরা এখানে একটু বাড়াই—দেখেছ এই বাগানটী কেমন নির্জ্জন! রাজকুমারী সরোজিনী এখন তাঁর বাপের সঙ্গে দেখা করুন—কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা করুন—আমাদের সেখানে গিয়ে কি হবে? আমাদের আর জুড়াবার স্থান কোথায় বল? আমরা এস ততক্ষণ এখানে মন খুলে আমাদের দুঃখের কথা কই। দেখ ভাই, আমার ইচ্ছে হয় এই ঝাউগাছের তলায় আমি রাত দিনই ব'সে থাকি—ঝাউগাছে কেমন একটী বেশ শোঁ শোঁ শব্দ হয়, এই শব্দটী আমায় বড় ভাল লাগে।

মোনিয়া। তোমার ভাই আজকাল এ রকম ভাব দেখ্‌ছি কেন? সারাদিনই নিরালা ব'সে ব'সে কাঁদ—কারও সঙ্গে মিশ্‌তে ভাল বাস না—এর মানে কি? আমার ভাই সেই অশুভ দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যে দিন হিন্দুরা আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাকে জোর ক'রে বন্দী ক'ল্লে—আর সেই বিজয়ী রাজপুত রক্ত-মাখা হাতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। তখন তো ভাই

তোমার এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়েনি। যে সময় কাঁদ্‌বার সময়, সে সময় কাঁদ্‌লে না, আর এখন কিনা সারা দিনই তোমাকে কাঁদ্‌তে দেখি; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলি সেই চেষ্টাই করে। রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সঙ্গে ভাল বাসেন,—তিনি আপনার বোনের মতন তোমাকে দেখেন, তোমার দুঃখে তিনি কত দুঃখ করেন—তোমার থাক্‌বার জন্য আলাদা একটা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন—আর দেখ সখি! রাজকুমারী আমাদের ভাল বাসেন ব'লে, কেউ আমাদের মুসলমান ব'লে ঘৃণা ক'ত্তেও সাহস পায় না—বরং সকলি আমাদের আদর করে। এখন তো ভাই, তোমার দুঃখের কোন কারণই দেখিতে পাইনে।

রোসেনারা। তুমি বল কি?—আমার আবার দুঃখের কারণ নেই? আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে বল দিকি? দেখ, ছেলে ব্যালা থেকেই আমি অপরিচিত লোকদের হাতে রয়েছি; পিতামাতার স্নেহ যে কিরূপ, তা আমার জীবনের মধ্যে এক বারও জান্‌তে পারেম না। আমার পিতা মাতা যে কে, তাও আমি জানিনে। একজন গণক একবার এই মাত্র গুণে ব'লেছিল যে, যখনি আমি তাঁদের জান্‌তে পার্‌বো, তখনি আমার মরণ হবে।

মোনিয়া। সখি! অমন অলক্ষণে কথা মুখে এন না। গণকের কথায় প্রায়ই দ্বিভাব থাকে। বোধ করি, ওর আর কোন মানে হ'বে।

রোষেনারা। না ভাই, এরূপ অবস্থার চেয়ে আমার মরণই

ভাল। দেখ সখি! তোমার বাপ আমার জন্ম বৃত্তান্ত সমস্তই জান্‌তেন,—তিনি একবার আমাকে ব'লেও ছিলেন যে, আমার পিতা-মাতার কথা আমাকে একদিন্ গোপনে ব'ল্‌বেন—কিন্তু ভাই আমার এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে, তার পরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। কুমার বিজয়-সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি বীর-শয্যায় শয়ন ক'ল্লেন—আমরাও সেই দিন বন্দী হলেম।

মোনিয়া। আমাদের ভাই অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে—তানিয়ে এখন বৃথা দুঃখ ক'র্‌লে কি হ'বে? আমি শুনেছি, এখানকার হিন্দু-মন্দিরের একজন পুরুত আছেন—তিনি নাকি যে কোন প্রশ্ন হয়, গুণে ব'ল্‌তে পারেন। তা—তাঁর কাছে এক দিন লুকিয়ে গেলে, তিনি হয়তো তোমার জন্মের কথা সব ব'লে দিতে পারেন। আর কুমার বিজয়সিংহও আমাকে ব'ল্‌ছিলেন যে, সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়ে গেলেই তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন। তা হ'লেই ভাই আমরা দেশে চলে যাব।

রোষেনারা। কি ব'ল্লে ভাই?—সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের বিবাহ?—(স্বগত) হা! কি কথা শুন্‌লেম! (প্রকাশ্যে) বিবাহের কি সব ঠিক্ হয়ে গেছে?—এ কথা ভাই তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

মোনিয়া। আমিও ভাই এ কথা আগে টের পাইনি—সবে এইমাত্র শুন্‌লেম।

রোষেনারা। আমি শুধু এই কথা শুনেছিলেম যে সরোজিনীকে

এমনি অন্ধকার যে, মনে হচ্ছিল যেন আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল,—তার পর কতক্ষণ বাদে যখন একটু আলো দেখা গেল, তখন যেন আমি বাঁচলেম, কিন্তু তার পরেই দেখ্‌তে পেলেম, দুট রক্ত মাখা হাত আমার সম্মুখে উপস্থিত,—দেখেই তো আমি একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লেম। তার পর ভাই, সেই হাত ক্রমে স'রে স'রে এসে আমার শেকল খুলে দিলে। সেই শক্ত, কঠোর হাত স্পর্শমাত্রই আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল,—আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।—তার পর কে যেন গম্ভীর স্বরে আমাকে এই কথা ব'ল্লে,—"যবন-দুহিতা! ওঠ।" আমি অমনি তাঁর কথায় ভয়ে ভয়ে উঠ্‌লেম; কিন্তু তখনও মুখ ফিরিয়ে ছিলেম,—তখনও তাঁর দিকে তাকাতে আমার সাহস হয়নি।

মোনিয়া।—আমি হ'লে তো ভাই একেবারে ভয়ে ম'রে যেতেম—তার পর?

রোষেনারা। তার পর যখন তিনি ভাই আমার সুমুখে এলেন,—হঠাৎ তাঁর দিকে আমার চোক্ প'ড়্‌ল। কি কুক্ষণেই আমি যে তাঁকে সেই দেখেছিলেম, সেই দেখাই ভাই, আমার কাল হ'ল। কোথায় আমি মনে ক'রেছিলেম, সয়তানের মত কোন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ্‌ব, না কোথায় ইসফ্ প্যায়্‌গম্বরের মত তেজস্বী পরমসুন্দর একজন যুবা পুরুষের মুখ দেখ্‌লেম। আমি কত ভৎর্সনা ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলেম, কিন্তু সে সব যেন আমার মুখে আট্‌কে গেল। তখন ভাই মনে হ'ল যেন, আমার হৃদয়ই আমার বিপক্ষ হ'য়েছে। তার পর তিনি এমনি

কোমল স্বরে বল্লেন—"সুন্দরি! আমায় দেখে কি ভয় পেয়েছ?—ভয় নাই। আমার সঙ্গে এস। রাজপুত বীর স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা জানে।" এই কথা গুলিতে ভাই আমার হৃদয়ের তার যেন একেবারে বেজে উঠ্‌লো। তখন মন্ত্রে মুগ্ধ হ'লে সাপ যে রকম হয়, আমি ঠিক্ সেই রকম হ'য়ে তাঁর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লেম। সেই অবধিই ভাই আমার শরীর শুধু নয়, আমার হৃদয়ও চির কালের জন্য তাঁর কাছে বন্দী হ'য়ে রয়েছে। রাজকুমারী সরোজিনী, আমাকে সখীর মত ভাল বাসেন,—বোনের মত যত্ন করেন সত্যি—কিন্তু জানেন না যে, একটী কালসাপিনীকে তিনি ঘরের মধ্যে পুষ্‌ছেন। তোমার কাছে ভাই ব'ল্‌তে কি, রাজকুমারী আমাকে হাজার ভাল বাসুন, আমি তাঁর ভাল কিছুতেই দেখ্‌তে পার্‌ব না—বিশেষ, তিনি যে কুমার বিজয়সিংহের প্রেমে সুখী হবেন, এ তো ভাই আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না।

মোনিয়া। সখি! বিজয়সিংহ হ'ল হিন্দু, তুমি হ'লে মুসলমান, তুমি তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি ক'রে কর বল দিকি? তার চেয়ে বরং তোমার এখানে না আসাই ভাল ছিল। বিজয়সিংহের সঙ্গে রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখ্‌লেই তুমি মনের আগুনে পুড়্‌বে বৈ তো নয়? সখি! কেন বল দিকি, এ বৃথা যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার জন্যে চিতোর থেকে এলে?

রোষেনারা। আমি মনে ক'রেছিলেম, এখানে আস্‌ব না, কিন্তু কে যেন আমার অন্তরের অন্তর থেকে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল যে, "যাও—

এই বেলা যাও, সরোজিনীর সুখের দিন উপস্থিত,—তুমি গিয়ে তার পথে কণ্টক দাও, তোমার মত হতভাগিনীর সংসর্গে তার একটা না একটা অমঙ্গল হ'বেই হ'বে।” আমি সেই জন্যই ভাই, এখানে এসিছি; আমার জন্ম-বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্যে আমি তত উৎসুক নই। যদি সরোজিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়, যদি বিজয়সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তা হ'লে ভাই নিশ্চয় জান্‌বে, আমার পৃথিবীর দিন শেষ হ'য়ে এলো।

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই? তুমি কি ক'রে বিজয়সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ আটক্ ক'র্‌বে বল দিকি? সে কখনই সম্ভব নয়; তার চেয়ে ভাই বিজয়সিংহকে একেবারে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

রোষেনারা। হা! এ জন্মে কি ভাই তাঁকে আর ভুল্‌তে পার্‌বো?

(অন্যমনে গীত।)

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

“তারে ভুলিব কেমনে?
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপনারি জেনে;
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি, করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।”

লক্ষ্মণ। হাঁ বৎসে!

সরোজিনী। যজ্ঞ কি শীঘ্রই হ'বে?

লক্ষ্মণ। এই যজ্ঞ যতই বিলম্বে হয়, ততই ভাল, কিন্তু ভৈরবাচার্য্য শুন্‌চি তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌বেন না।

সরোজিনী। কেন, বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র অমঙ্গলের শান্তি হয়, ততই তো ভাল। এই যজ্ঞ দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছে ক'চ্চে। পিতঃ! আমরা কি সেখানে থাক্‌তে পাব?

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) হা!——

সরোজিনী। পিতঃ! আমরা কি সেখানে থাক্‌তে পাব না?

লক্ষ্মণ। (উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) পাবে। আমি এখন চল্লেম, হা!——

(লক্ষ্মণসিংহের বেগে প্রস্থান।)

(রোষেনারা ও মোনিয়ার অন্তরাল হইতে নির্গমন।)

সরোজিনী। এ কি? তোমরা ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

রোষেনারা। আমরা ভাই এই খানেই বেড়াচ্ছিলেম। তার পর, রাজা আস্‌ছেন দেখেই ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম।

সরোজিনী। ~~দেখ ভাই রোষেনারা~~, আগে পিতা আমাকে দেখ্‌লে কত আদর কত্তেন, আজ তা কিছুই ক'ল্লেন না; খুসি হওয়া

দূরে থাক্, আমাকে দেখে আরও যেন তাঁর মুখ ভার হ'ল, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কইলেন না, এর ভাব কি ~~বল দিকি~~? আমার ভাই মনে কেমন একটা ভয় হ'চ্চে। আমার উপর পিতার এরূপ তাচ্ছিল্য-ভাব আমি তো আর কখনই দেখিনি। আমার বোধ হ'চ্চে, কি যেন একটা বিপদ্ শীঘ্র ঘ'ট্বে। মা চতুর্ভুজা! আমার যাই হোক্, আমার পিতার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

রোষেনারা। কি রাজকুমারি! তোমার বাপ আজ তোমার সঙ্গে একটু কম কথা কয়েছেন ব'লে তুমি এত অধীর হয়েছ? আমি যে আজন্ম কাল বাপ মা হারা হ'য়ে অনাথার মত বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্চি—আমার তুলনায় তোমার দুঃখ তো কিছুই নয়। বাপ যদি তোমায় অনাদর ক'রে থাকেন তো তোমার মা আছেন, মায়ের কোলে গিয়ে সান্ত্বনা পেতে পার; আর মা বাপ যদি দুজনেই তোমায় অনাদর করেন, কুমার বিজয়সিংহ তো আছেন——

সরোজিনী। তিনি ভাই কোথায়? আমি এসে অবধি তো তাঁকে এখানে একবারও দেখ্তে পেলেম না। (স্বগত) আমি যে মনে ক'রেছিলেম, তিনি আমাকে দেখ্বার জন্য না জানি কতই ব্যগ্র হ'য়েছেন, তার কি অবশেষে এই হ'ল? যুদ্ধের উৎসাহে তিনিও কি আমাকে ভুলে গেলেন?

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজমহিষীর প্রবেশ।

রাজ-ম। এস বাছা, আমরা এখান থেকে এখনি চ'লে যাই,

এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। এখান থেকে এখনি না গেলে আমাদের আর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলেম যে, মহারাজ আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে কেন ভাল ক'রে কথা বার্ত্তা কন্‌নি,—এখন তার কারণ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। যেরূপ অশুভ সংবাদ, তাতে কোন্ বাপ মায়ের হৃদয় না আকুল হয়? প্রথমে তো, মহারাজ সুরদাসকে দে পত্র পাঠিয়ে আমাদের এখানে আস্‌তে বলেন, কিন্তু তার পরেই যখন জান্‌তে পাল্লেম যে, বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে, তখন তিনি আবার রামদাসের হাত দিয়ে এই পত্র খানি পাঠিয়ে আমাদের আস্‌তে নিষেধ করেন। আমরা সুরদাসের পত্র পেয়েই তখনি এখানে চলে এসেছিলেম, এই জন্যে রামদাসের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নি। আমি সেই পত্র এখন পেলেম। তা এখন এস বাছা, আমরা চিতোরে ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখনি হয় তো অপমান হ'তে হবে। বিজয়সিংহের মন ফিরে গেছে, সে আর এখন বাছা তোমাকে বিবাহ ক'ত্তে চায় না।

সরোজিনী। (স্বগত) কি কথা শুন্‌লেম?—তিনি আর আমাকে বিবাহ ক'ত্তে চান্ না?——মা চতুর্ভুজা! এখনি তুমি আমাকে নেও, এ পাপ পৃথিবীতে আর আমি এক দণ্ডও থাক্‌তে চাইনে।

রোষেনারা। (স্বগত) যা শুন্‌লেম, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত বড় ভালই হ'য়েচে, আমি যা ইচ্ছে কচ্ছিলেম, তা তো আপনা হ'তেই ঘট্‌লো! এখন দেখি আমার কপালে কি আছে।

রাজ-ম। (স্বগত) আহা! এ কথা শুনে বাছার চোক্ ছল্‌ছল্ ক'চ্চে মুখখানি যেন একেবারে নীল হ'য়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) এতে বাছা তোমার দুঃখ না হ'য়ে আরও বরং রাগ হওয়া উচিত। আমি এমনি নির্ব্বোধ যে, সেই শঠের কথায় অনায়াসে বিশ্বাস ক'রেছিলেম। আমি কোথায় আশা ক'রেছিলেম, বিজয় সিংহের মহৎ বংশে জন্ম, তার সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হ'বে—না শেষে কি না তার এই ফল হ'ল? সে যে এরূপ নীচ ব্যবহার ক'র্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। বাছা! তুমি যদি আমার মেয়ে হও, তা হ'লে এ অপমান কখনই সহ্য ক'র না। এস বাছা, আমরা এখনই চলে যাই, তার মুখ যেন আমাদের আর না দেখ্‌তে হয়। আমি যাবার সমস্তই উদ্যোগ ক'রেছি, কেবল একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা কর্‌বার অপেক্ষা।

রোষেনারা। রাজমহিষি! আমার এখানে দু এক দিন থাক্‌তে ইচ্ছে ক'চ্চে। এ জায়গাটী পূর্ব্বে আমি কখন দেখিনি নাকি—

রাজ-ম। থাক, তুমি থাক—আমাদের সঙ্গে তোমার আর আস্‌তে হ'বে না, আমরা চলে গেলেই তো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—যাও, বিজয়সিংহ তোমার জন্য অপেক্ষা ক'চ্চে। তোমার মনের ভাব আমি বেশ টের পেয়েছি। যাই,—আমি এখন মহারাজের সঙ্গে দেখা করিগে। দেখ্ বাছা সরোজিনী! তুইও ততক্ষণ ঠিক্ ঠাক্ হয়ে থাক্।

(রাজমহিষীর প্রস্থান।)

সরোজিনী। (স্বগত) এ আবার কি?—রোষেনারাকে মা ও রকম কথা ব'ল্লেন কেন? তবে কি ওরই উপর কুমার বিজয়সিংহের মন প'ড়েছে? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাই! মা তোমাকে ও রকম কথা ব'ল্লেন কেন?

রোষেনারা। রাজকুমারি! আমিও তো ভাই এর ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সরোজিনী। (স্বগত) কি, রোষেনারাও কিছু বুঝ্‌তে পারে নি? তবে মা ও রকম ক'রে ব'ল্লেন কেন?—বিজয়সিংহেরই বা মন হঠাৎ এরূপ হ'ল কেন? আমি তো এমন কোন কাজই করিনি, যাতে তিনি আমার উপর বিমুখ হ'তে পারেন। এর কারণ এখন কি ক'রে জানা যায়? তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা ক'র্‌ব?—না—তায় কাজ নাই, কেন না, বাস্তবিকই যদি অন্যের উপর তাঁর মন প'ড়ে থাকে, তা হ'লে, কেবল অপমান হ'তে হবে বৈ ত নয়। তার চেয়ে চিতোরে ফিরে যাওয়াই ভাল। আচ্ছা, রোষেনারা যে বড় এখানে থাক্‌তে চাচ্চে? (প্রকাশ্যে) ভাই রোষেনারা! তুমি একলা এখানে কি ক'রে থাক্‌বে বল দিকি? তুমিও ভাই আমাদের সঙ্গে চল,—চিতোরে তুমি আমা ছাড়া এক দণ্ডও থাক্‌তে পাত্তে না,—আর এখন কি না স্বচ্ছন্দে এখানে একলা থাক্‌বে?

রোষেনারা। আমার ভাই এখানে বেশি দেরি হ'বে না, আমার একটু কাজ আছে, সেইটে সেরেই আমি যাচ্চি।

সরোজিনী। এখানে আবার তোমার কি কাজ! মা যে ব'ল্-

ছিলেন বিজয়সিংহ তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্চেন তবে কি তাই সত্য ?

রোষেনারা। বিজয়সিংহ—বিজয়সিংহ—তিনি আবার অপেক্ষা ক'র্‌বেন ? এমন সৌ—(স্বগত) এই! কি ব'লে ফেল্লেম ? (প্রকাশ্যে) তিনি—তিনি—তিনি ভাই আমার জন্যে কেন অপেক্ষা ক'র্‌বেন ?

সরোজিনী। (স্বগত) মা যা সন্দেহ ক'রেছেন, তবে তাই ঠিক্। (প্রকাশ্যে) রোষেনারা! আমার বেশ মনে হ'চ্চে যে, তোমাকে হাজার সাধ্‌লেও তুমি এখন এখান থেকে নড়্‌বে না। আশ্চর্য্য! যা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি,—তাই কি না আজ দেখ্‌তে পাচ্চি—বুঝেছি, কুমার বিজয় সিংহকে না দেখে তুমি আর কিছুতেই এখান থেকে যেতে পাচ্চ না। রোষেনারা! কেন আর মিছে আমার কাছে লুকোও ? মা যা ব'ল্‌ছিলেন তাই ঠিক্, আমি এখান থেকে গেলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

রোষেনারা। কি ?—যে আমার দেশের শত্রু,—যে আমায় বন্দী ক'রেছে,—যে বিধর্ম্মী, যাকে দেখ্‌লে আমার মনে ঘৃণা হয়, তাকে কি না আমি————

সরোজিনী। হাঁ ভাই, তোমার ভাব দেখে আমার বেশ মনে হয়, তাকেই তুমি ভাল বাস। যে শত্রুর কথা বল্‌চ, সেই শত্রুকে ঘৃণা করা দূরে থাক্, তাকেই তুমি নিশ্চয় হৃদয়-মন্দিরে পূজা কর। আমি কোথা আরো মনে ক'রেছিলেম যে, যাতে তুমি দেশে ফিরে যেতে পার, তার

জন্যে খুব চেষ্টা ক'র্‌ব,—কিন্তু আমি তো ভাই তখন জান্‌তেম না যে, এই দাসত্ব-শৃঙ্খলই তোমার এত প্রিয়। যা হোক্, তোমায় আমি দোষ দিইনে, আমারই কপাল মন্দ। তুমি ভাই সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্,—কিন্তু তুমি তাঁকে ভাল বাস, এ কথা আমাকে আগে বলনি কেন?

রোষেনারা। রাজকুমারি! তোমাকে ভাই আবার আমি কি ব'ল্‌ব? এ কি কখন সম্ভব ব'লে বোধ হয় যে, প্রবল-প্রতাপ মহারাজ লক্ষ্মণসিংহের গুণবতী রূপসী কন্যাকে ছেড়ে, এক জন কি না অপরিচিত ঘৃণিত যবনীকে তিনি ভাল বাস্‌বেন?

সরোজিনী। রোষেনারা! কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দেও? তোমার তো মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে, তা হ'লেই হ'ল, এখন আমাকে আর উপহাস ক'রে তোমার লাভ কি? (স্বগত) পিতা যে কেন তখন বিষণ্ণ হ'য়েছিলেন, এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। এ কি রাজকুমারি! তুমি এখানে কখন এলে? তুমি যে এখানে এসেছ, সমস্ত সৈন্যদের কথাতেও আমার বিশ্বাস হয় নি। তুমি এখানে এখন কি জন্য এসেছ? তবে যে মহারাজ আমাকে ব'ল্‌ছিলেন, তোমার এখানে আস্‌বার কোন কথা নাই?—এ কথা তিনি কেন ব'ল্লেন?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমি এখানে না থাক্‌লেই তো

আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—তা ভয় নেই, আমি আর এখানে অধিক ক্ষণ থাকৃচিনে। আপনি এখন সুখে থাকুন।

(সরোজিনীর প্রস্থান।)

বিজয়। (স্বগত) রাজকুমারীর আজ এরূপ ভাব কেন? কেন তিনি আমাকে এরূপ কথা বল্লেন?—কেনই বা তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন? (প্রকাশ্যে রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে! বিজয়-সিংহ তোমার নিকটে এলে তুমি কি বিরক্ত হ'বে? যদি শত্রুর সঙ্গে কথা কইতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।

রোষেনারা। বন্দীর আবার কিসের আপত্তি? আপনার হাতেই তো আমার জীবন মৃত্যু সকলি নির্ভর ক'চ্চে। রাজকুমার! যথার্থই কি আপনি আমার শত্রু?

বিজয়। তোমার শত্রু না হ'তে পারি, কিন্তু আমি যে তোমার দেশের শত্রু, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোষেনারা। আপনি আমার দেশের শত্রু সত্যি, কিন্তু আমি আপনাকে আমার শত্রু ব'লে মনে করিনে।

বিজয়। যে তোমার দেশের শত্রু, তাকে কি তুমি শত্রু ব'লে জ্ঞান কর না? তোমার দেশের প্রতি কি তবে অনুরাগ নাই?

রোষেনারা। রাজকুমার! এমন কি কেউ থাকৃতে পারে না, যাকে দেশের চেয়েও অধিক——

বিজয়। সে কি?—তবে কি তোমার পিতা মাতা এখন বর্ত্ত-মান আছেন?

রোষেনারা। না রাজকুমার! আমার বাপ মা নাই, আমি চির-অনাথা! (স্বগত) এইবার যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে সে ব্যক্তি কে – তা হ'লে ব'লে ফেল্‌ব—আর গুম্‌রে গুম্‌রে থাক্‌তে পারিনে। আমার বেশ বোধ হ'চ্চে এইবার উনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন।

বিজয়। সে যা হোক্, ভদ্রে! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি-লেম, রাজমহিষী ও রাজকুমারী সরোজিনী এখানে কেন এসেছেন তা কি তুমি জান?

রোষেনারা। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! ও কথা দেখ্‌ছি আর জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন না। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! আপনি কি তা জানেন না?

বিজয়। সে কি! আমি যে এক মাস কাল এখানে ছিলেম না, আমি তো সবে এই মাত্র এখানে পৌঁচেছি।

রোষেনারা। আপনার সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লেই মহারাজ রাজকুমারীকে এখানে আনিয়েছেন। আপনিও তো তাঁর জন্যে——

বিজয়। (স্বগত) আমিও তো এই জনরব পূর্ব্বে শুনেছিলেম। কিন্তু রাজাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তো তখন একেবারেই অমূলক ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কি তবে আমাকে প্রতা-রণা ক'ল্লেন?—তা কর্‌বারই বা উদ্দেশ্য কি? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) সে যা হোক্, রাজকুমারী এখন কোথায় চলে গেলেন বল্‌তে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার? তিনি বোধ হয় চিতোরে গেলেন।

বিজয়। (স্বগত) আমার ইচ্ছা হচ্চে, আমি এখনি গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে চিতোরে সাক্ষাৎ করি। সকলি আমার কাছে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হচ্চে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; মহারাজ আমাকে মুখে বল্লেন এক রকম, কাজে আবার দেখ্‌ছি ঠিক তার বিপরীত। সকলেই যেন, কি একটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কচ্চে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! রাজকুমারী আমাকে ওরূপ কথা বলে কেন চলে গেলেন বল্‌তে পার?

রোষেনারা। রাজকুমার! আমি যত দূর দেখ্‌ছি তাতে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আপনার উপর রাজকুমারীর মনের ভাব আর সে রকম নেই।

বিজয়। (স্বগত) হঠাৎ কেন এরূপ হল? না জানি আমার কি ত্রুটি হয়েছে। আজ আমার সকলকেই শত্রু বলে বোধ হচ্চে—কিছু পূর্ব্বে রণধীর সিংহ ও আর আর প্রধান প্রধান সেনাপতিও আমার এই বিবাহের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন; সকলেই যেন আমার বিরুদ্ধে কি একটা মন্ত্রণা কচ্চে। যাহা হোক্, আমাকে এখন এর তথ্য জান্‌তে হ'ল।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

রোষেনারা। (স্বগত) কৈ?—বিজয়সিংহের মন তো কিছুই ফেরেনি—সরোজিনীর উপর তাঁর ভালবাসা যেমন তেমনিই আছে, রাজমহিষী তবে কেন ও কথা বল্লেন? হা! আমি যা আশা করেছি-

লেম, তা কিছুই সফল হল না। যা হ'ক্ সরোজিনি! তোর সুখ আমার কখনই সহ্য হবে না,—আর, যে সকল লক্ষণ দেখ্‌ছি, তাতে বোধ হচ্চে,—(চিন্তা)—(পরে প্রকাশ্যে) দেখ্ ভাই মোনিয়া, আমার বেশ বোধ হচ্চে, শীঘ্রই যেন কি একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে উঠ্‌বে—আমি অন্ধ নই, চারি দিকের ভাবগতিক দেখে আমার মনে হচ্চে, সরোজিনীর বিপদ আসন্ন, তার সুখের পথে কি একটা কন্টক পড়েছে——আবার, মহারাজ লক্ষ্মণসিংহকেও সারা দিন বিষণ্ণ দেখ্‌তে পাই; এই সব দেখে শুনে ভাই আমার একটু আশা হচ্চে—আমার বোধ হয়, বিধাতা এখন সরোজিনীর উপর তত প্রসন্ন নেই।

মোনিয়া। তা ভাই কি করে টের পেলে? বিজয়সিংহের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্‌লে তো, সরোজিনীর জন্যেই তিনি ব্যাকুল, তোমার উপরে তো তাঁর আদপে মন নেই।

রোষেনারা। তা ভাই যাই হোক, বিজয়সিংহ আমাকে ভাল বাসুন আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে—কখনই—হা!——
(অন্যমনে গান)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

"সখি! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ-বাণে॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাসরিতে নারি সেই জনে;

মোনিয়া। এ ভাই তোমার আশ্চর্য্য কথা—তিনি তোমাকে ভাল বাসেন না, আর তুমি কি না তাঁর জন্যে পাগল হ'য়েছ?

[illegible]

আমাকে যখন তিনি বন্দী করেন, সেই সময়ে আমি যে তাঁকে কি চোখে দেখেছিলেম, তা ব'ল্‌তে পারিনে; তাঁর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে

[illegible]

কিন্তু তাই ব'লে, আর কেউ যে তাঁর প্রেমে সুখী হবে, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না। আমার বল্‌বার অধিকার থাক্ বা না থাক্, আমি ভাই সরোজিনীকে আমার সপত্নী ব'লে মনে করি। সখি! আমার সপত্নীর ভাল, আমি প্রাণ থাক্‌তে কখনই দেখ্‌তে পারব না।

মোনিয়া। না ভাই তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে—থাক্, ও সব কথা এখন থাক্, কে আবার শুন্‌তে পাবে—চল ভাই এখান থেকে এখন যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোরের রাজপথ।

ফতেউল্লার প্রবেশ।

ফতে। (পথ চলিতে চলিতে স্বগত) এই সহর ছাড়ায়ে আরও এক কোশ রাস্তা চল্লি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আস্‌বে। অ্যাহন মুই আরও বিশ কোশের পাল্লা মাত্তি পারি অ্যামন তাকৎ বি মোর হয়েছে। চাল কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা-রফা করি ফ্যালেছিল, ভাগ্যি দিল্লি গ্যাছেলাম, তাই খায়ে বত্তালাম। বাবা! প্যাঁজ-রসুনির এমন গুণ, মোর বুকির ছাতি হিন্দুতে যেন দশ হাত ফুলি উঠেছে।—অ্যাহন আর মুই কোন ব্যাটা হ্যাঁদুর তক্কা রাহি নে। মোরা বাদ্‌সার জাৎ, পরোয়া কি? সব নসিবির কাম। মুই বাদ্‌সা হ'লি ত আগে এই হ্যাঁদু ব্যাটাদের কুটি [illegible]

[illegible]

[illegible] খুব [illegible]

ভরি থাই। আ!—তা হলি কি মজাই হয়! (হাস্য) আর অ্যা হলি চাচাজিরে মোর উজির করি। অ্যাহন চাচাজি যহন তহন বড় মোরে মাত্তি আসেন, তহন তেনার আর সে যো থাক্‌বে না—তহন তেনার হাত যোড় করি মোর কাছে হরঘড়ি দেঁড়িয়ে থাকৃতি হবে। হি হি হি হি হি—(সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ) মোর চ্যাহারাটাও অ্যাহন বাদ্‌সার লায়েক হয়েছে—অ্যাহন গা হতি যেন চ্যাক্‌নাই ফাটি পড়্‌ছে—হ্যাঁদুর চৈতন্‌ডা কাটি ফ্যালাইছি, অ্যাথন আবার মুসল-মানির নুর বেরুতি সুরু কর্‌ছে——আর মুই চাচাজির বাৎ শোন্‌বো না—জান্ কবুল, তবু তেনার বাৎ শোন্‌বো না। ত্যানিই তো মোরে হ্যাঁদু বানাবার জো করেছ্যালেন। ত্যাঁনিই তো মোরে ভোগা দে এই রোজপুত্তির দ্যাশে আনি ফ্যালেছেন। তেনারে একবার স্যালাম ঠুকেই মুই দিল্লি পিট্টান দ্যাবো; চাচাজির নসিবি অ্যাহন যা থাকে তাই হবে।—দিল্লি কি মজার সহর! সেহানে হ'তি আর অ্যাহন মোর বাঙ্গালা মুলুকেও যাতি দেল চায় না।

(তিন জন রাজপুত রক্ষকের প্রবেশ।)

১ম-রক্ষক। কে ও যাচ্চে? একজন বিদেশী না?

২য়-রক্ষক। আমাদের এখন খুব সাবধান হওয়া উচিত। এ ব্যক্তি মুসলমানদের কোন গুপ্ত চর হ'তে পারে।

ফতে। (স্বগত) অ্যাহন তো মুই হ্যাঁদু ব্যাটাদের ছাতির ওপর দে চলেচি, অ্যাহন দেহি, কোন ব্যাটা হ্যাঁদু মোর সামনে

আগুতি পারে, তা হ'লে এক থাপ্পড়েই চাবালিডা ওড়ায়ে দিই। মোরা হচ্চি বাদ্‌সার জাৎ, মোরা কি হ্যাঁতুদের ডর রাখি? অ্যাহন তো কোন ব্যাটারেই দেখ্‌তি পাচ্চি না (সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া গমন)

৩য়-রক্ষক। মুসলমান ব'লে তো আমার বোধ হ'চ্চে। ব্যাটা বুক ফুলিয়ে চলেছে দেখ না,—রোস জিজ্ঞাসা করা যাক্ (নিকটে যাইয়া) কে তুই?

ফতে। (স্বগত) কেডা ও? তিন জন হেতিয়ের বাঁধা সিপুই—বাপ্‌পুইরে! এই বার মলাম আল্লা—(কম্পমান)

১ম-রক্ষক। কথা কোস্ নে যে—বল্ কে, না হলে এথনি দেখ্‌তে পাবি।

ফতে। মুই—মুই—মুই কেউ নই বাবা—

২য়-রক্ষক। কেউ নই তার মানে কি? ব্যাটাকে ঘা কতক দাও তো হে।

ফতে। বল্‌চি বাবা, বল্‌চি বাবা—মের না বাবা—মুই মোসাফের লোক————

৩য়-রক্ষক। দেখ্‌চ, এত ঢাক্‌বার চেষ্টা ক'র্চ্চে, তবু মুসলমানি কথা ওর মুখ দিয়ে আপনি যেন বেরিয়ে পড়্‌ছে—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের কোন চর হবে।

ফতে। আল্লার কিরে—মুই মুসলমান নই বাবা—মুই হ্যাঁতু,—মুই হ্যাঁতু,—তোমাদের জাত-ভাই—

১ম-রক্ষক। ব্যাটা ব'ল্‌ছে আল্লার কিরে, আবার বলে মুসলমান্ নই! (উচ্চ হাস্য) বেটা এখনও ঢাক্‌তে চেষ্টা কচ্চিস্?—আচ্ছা, তুই কি জাত বল্ দিকি?

ফতে। মুই বেরাম্মন ঠাকুর, মুই—মুই—ম—ম—মস্‌জিদে—মর্—মন্দিরে ঘণ্টা নাড়ো থাকি।

১ম-রক্ষক। মস্‌জিদেই বটে, আচ্ছা বল্ দিকি বাপের ভাইকে আমাদের ভাষায় কি বলে?

ফতে। (অম্লানবদনে) চাচা।

১ম-রক্ষক। হাঁ ঠিক হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্ দিকি বাপের বোনের স্বামীকে কি বলে?

ফতে। ক্যান্—ফুপু।

১ম-রক্ষক। হাঁ এও ঠিক্ হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্ দিকি আমি হারাম খাই।

ফতে। ও কথা ক্যান্—ও কথা ক্যান্?

১ম-রক্ষক। বল্, না হলে এখনি—

ফতে। বল্‌চি—বল্‌চি—মুই হারাম—

১ম-রক্ষক। ফের ন্যাকামি কচ্চিস্? বল্, না হ'লে এখনি মার খেয়ে মর্‌বি।

ফতে। বল্‌চি—বল্‌চি—মুই—হারাম—খা—খা—খাই—তোবা! তোবা——

১ম-রক্ষক। হাঃ শালার মুসলমান! তবে নাকি তুই হিন্দু——

চল্ ভাই, শালাকে নগর-পালের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক্।

(ফতেকে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া।)

ফতে। মুই হ্যাঁদু—মুই হ্যাঁদু—আঃ!—মারিস্‌নে বাবা—মলাম বাবা—ও চাচাজি!—মলাম চাচাজি!

২য়-রক্ষক। চল্ শালা—দেখি তোর চাচা কেমন রক্ষ্যে করে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লক্ষ্মণসিংহের শিবির।

(রাণা লক্ষ্মণসিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ।)

রাজ-ম। মহারাজ! আমরা বিজয়সিংহের উপর রাগ ক'রে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছিলেম, খানিক দূরে আমরা গিয়েছি, এমন সময়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, তিনি আমাদের ফিরে আস্‌তে বিস্তর অনুরোধ ক'ল্লেন। তিনি শপথ ক'রে ব'ল্লেন যে,

তিনি বিবাহের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর মনের একটুও পরিবর্ত্ত হয়নি। কে এই মিথ্যা জনরব রটিয়েছে, তাই জান্‌বার জন্যে মহারাজকে তিনি খুঁজ্‌চেন, তিনি আরও এই কথা ব'ল্লেন যে, এইরূপ মিথ্যে জনরব যে রটিয়েছে, তাকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন।

লক্ষ্মণ। দেবি! এতক্ষণে তবে আমার ভ্রম দূর হ'ল, সকল সন্দেহ মন হ'তে অপসৃত হ'ল। এখন তবে আবার বিবাহের উদ্যোগ করা যাক্। পুরোহিতের কার্য্য ভৈরবাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, তুমি সরোজিনীকে এই ব্যালা মন্দিরে পাঠিয়ে দাও গে; আমি তার প্রতীক্ষায় রইলেম।—দেখ, আর একটা কথা ব'লে যাই,—দেখ্‌চ তো কিরূপ স্থানে তুমি এসেছ; এখানে চতুর্দ্দিকেই কেবল যুদ্ধ-সজ্জা হ'চ্চে, সুতরাং এখানে বিবাহ হ'লে, বিবাহ-স্থলে কেবল বীরগণেরই সমারোহ হবে; সৈন্যদের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তিদের বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বই আর কিছুই শুন্‌তে পাবে না, আর চতুর্দ্দিকে বল্লমের অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হবে না।- মহিষি! এ বিবাহে স্ত্রী-নেত্র-রঞ্জন কোন দৃশ্যই থাক্‌বার কথা নেই; আমি বেশ ব'ল্‌তে পারি, এরূপ বিবাহ-স্থলে তোমার থাক্‌তে কখনই ভাল লাগ্‌বে না—আর তোমার সেখানে থেকেই বা আবশ্যক কি? বিশেষতঃ সে একটী সামান্য মন্দির, সেখানে উপযুক্ত স্থান নাই, আর তুমি সামান্য ভাবে সেখানে থাক্‌লে সৈন্যগণই বা কি মনে কর্‌বে? তোমার সখীগণ সরোজিনীকে মন্দিরে লয়ে যাক্, আর তুমি এই শিবিরেই থাক। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

রাজ-ম। কি ব'ল্লেন মহারাজ? আমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই? আমার মেয়েকে আমি বিবাহ দেবার জন্যে এখানে আনলেম, আমি কি না তার বিবাহ দেখতে পাব না?

লক্ষ্মণ। মহিষি! তোমার যেন স্মরণ থাকে যে, তুমি এখন চিতোরের রাজ-প্রাসাদের মধ্যে নেই, তুমি এখন সৈন্য-শিবিরের মধ্যে র'য়েছ।

রাজ-ম। মহারাজ! আমি জানি, এখন আমি সৈন্য শিবিরের মধ্যেই র'য়েছি; আর এও আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার মহিষী ব'লে আমার জন্য আপনি কোন শিবির-নিয়মের অন্যথা করেন। এখানে একজন সামান্য সৈনিকের যে অধিকার, তার চেয়ে কিছুমাত্র অধিক আপনার কাছে, আমি প্রার্থনা করি নে। কিন্তু যখন প্রধান প্রধান সেনাপতি হ'তে এক জন সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকতে পারে, সকলেই এই উৎসবে মত্ত হবে, তখন কি না যার কন্যার বিবাহ, সে সেখানে থাকতে পাবে না? আর মহারাজ যে ব'লছিলেন, সে সামান্য মন্দির, সেখানে বসবার উপযুক্ত স্থান নেই,—কিন্তু যেখানে সূর্য্য-বংশাবতংস মেওবারের অধীশ্বর থাকতে পারেন, সেখানে কি তাঁর মহিষী থাকতে পারে না?

লক্ষ্মণ। দেবি! তোমায় আমি মিনতি কচ্চি, তুমি আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর। আমি যে তোমাকে এইরূপ অনুরোধ কচ্চি, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে।

রাজ-ম। নাথ! যা আমার চিরকালের সাধ, তাতে আমাকে নিরাশ কর্‌বেন না। আমি সেখানে থাক্‌লে আপনাকে কিছুমাত্র লজ্জিত হ'তে হ'বে না। আমার কন্যার বিবাহ আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পা'ব না, এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা কর্‌বেন্ না।

লক্ষ্মণ। আমি পূর্ব্বে মনে ক'রেছিলেম, আমি বল্‌বামাত্রই তুমি সম্মত হবে; কিন্তু যখন যুক্তিতেও তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পা'ল্লেম না,—আমার অনুরোধ মিনতিও তোমার কাছে ব্যর্থ হ'ল, তখন তোমাকে এখন আদেশ ক'ত্তে বাধ্য হলেম,—তুমি সেখানে কখনই উপস্থিত থাক্‌তে পাবে না। মহিষি! তোমাকে পুনর্ব্বার ব'ল্‌চি, এই আমার ইচ্ছা—এই আমার আদেশ—এই আদেশানুযায়ী এখন কার্য্য কর।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

রাজ-ম। (স্বগত) কেন মহারাজ এরূপ নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাকে বিবাহস্থলে থাক্‌তে নিষেধ ক'ল্লেন? বাস্তবিকই কি আমি সেখানে থাক্‌লে আমার মানের লাঘব হবে? যাই হোক্, তিনি যখন আদেশ ক'ল্লেন, তখন কাজেই তা আমাকে পালন ক'ত্তে হবে। এখন এই মাত্র আক্ষেপ, আমার যা মনের সাধ ছিল, তা পূর্ণ হ'ল না। যাই হোক্, আমার সরোজিনী তো সুখী হবে—তা হ'লেই হ'ল। আমার এখন অন্য কিছু ভাব্‌বার দরকার নাই, তার সুখেই আমার সুখ।—এই যে, বিজয়সিংহ এই দিকে আস্‌চেন।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। দেবি! মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি এই ব'ল্লেন যে, তিনি জনরবের কথায় প্রবঞ্চিত হ'য়েছিলেন, এখন তাঁর মন হ'তে সকল সংশয় দূর হ'য়েছে। তিনি অধিক কথা না ক'য়েই আমায় গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ক'ত্তে তখনই আদেশ ক'ল্লেন। রাজমহিষি! আর একটী সুসংবাদ কি শুনেছেন? দেবী চতুর্ভুজাকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্যে একটী মহা যজ্ঞের আয়োজন হ'চ্চে, শত সহস্র ছাগ আজ্ নাকি তাঁর নিকট বলিদান হবে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হবে, তার পরেই আমরা সকলে যুদ্ধ-যাত্রা ক'র্‌ব।

রাজ-ম। যুদ্ধে যেন জয়ী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। বাছা! তোমাকে আমি পর ব'লে ভাবিনে, তোমাকে ছেলেব্যালা থেকেই আমি দেখ্‌ছি, তুমি তখন সর্ব্বদাই আমাদের প্রাসাদে আস্‌তে,—মহারাজ তোমাকে আমার নিকট অন্তঃপুরে পাঠিয়েদিতেন, —সরোজিনীর সঙ্গে তুমি কত খেলা ক'ত্তে, কতকি গল্প কত্তে——মনে পড়ে বাছা? তখনই আমি মনে কত্তেম যে, আহা! যদি এই দুটি ছেলে মেয়ের বিবাহ হয়, তা হ'লে বেশ হয়; তা বাছা! বিধাতা এখন আমার সেই সাধ এত দিনের পর পূর্ণ ক'ল্লেন। বাছা, তুমি এখানে একটু থাক, আমি সরোজিনীকে ডেকে নিয়ে আসি।

বিজয়। যে আজ্ঞা!

রাজ-ম। (স্বগত) দুই জনকে একত্র দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হ'চ্চে। আমি তো বিবাহে উপস্থিত থাক্‌তে পাব না, এই বেলা আমার মনের সাধ মিটিয়ে নিই।

(রাজমহিষীর প্রস্থান।

(সরোজিনী ও রোষেনারার প্রবেশ।)

বিজয়সিংহ। (স্বগত) এই যে রাজকুমারী আপনা-হতেই এসেছেন,—(প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! এখন তো সকল সন্দেহ দূর হয়েছে? আমার নামে কেন যে এরূপ জনরব উঠেছিল, তা ব'ল্‌তে পারিনে। আশ্চর্য্য! মহারাজ, রাজমহিষী, সকলেই এই জনরবে বিশ্বাস করেছিলেন।

সরোজিনী। (স্বগত) আহা! রোষেনারার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়; ওর ভাব দেখে বোধ হয়, যেন ওর দাসত্ব অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

বিজয়সিংহ। রাজকুমারি! চুপ্ ক'রে রইলে যে—এখনও কি সন্দেহ যায় নি?

সরোজিনী। না রাজকুমার! আর আমার কোন সন্দেহ নেই, এখন কেবল আমার একটী প্রার্থনা—

বিজয়। প্রার্থনা?—কি প্রার্থনা বল। বিজয়সিংহের নিকট এমন কি বস্তু থাক্‌তে পারে, যা রাজকুমারী সরোজিনীকে অদেয়?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার প্রার্থনাটি অতি সামান্য—এই

যুবতী যবন-কন্যাকে আপনিই বন্দী ক'রে আনেন—অনেক দিন অবধি উনি আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখ্তে পাননি,—ওঁর ভাব দেখে একটু [illegible] তিরস্কার করেছি—তাতেও উনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তা আর যেন উনি দুঃখ না পান, এই আমার প্রার্থনা। রাজকুমার! ইনি আপনারই বন্দী, আপনার অনুমতি হ'লেই এখন দাসত্ব-শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন।

রোষেনারা। (স্বগত) এশৃঙ্খল মোচন ক'ল্লে কি হবে? যে শৃঙ্খলে আমার হৃদয় বাঁধা,—সরোজিনি! তোর সাধ্য নেই যে, তা হ'তে তুই আমায় মুক্ত করিস্।

বিজয়। (রোষেনারার প্রতি) ভদ্রে! তুমি কি এখানে কষ্ট পাচ্চ?

রোষেনারা। রাজকুমার! আমার শারীরিক কোন কষ্ট নেই,—আমার কষ্ট মনের; আপনি আমাকে বন্দী করেছেন;—আপনিই আমার সকল দুঃখের মূল। (গদ্গদস্বরে) রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেলে, আর যেন আপ্নাকে আমায় না দেখ্তে হয়; আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

বিজয়। ভদ্রে! নিশ্চিন্ত হও, শত্রুর মুখ তোমাকে আর বেশি দিন দেখ্তে হবে না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই অবসান হবে—তুমি আমাদের সঙ্গে চল,—যখন আমাদের বিবাহ হ'বে, সেই শুভ

ক্ষণেই আমি তোমার দাসত্ব মোচন ক'রে দেব। (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি! এ অতি সামান্য কথা—এর জন্য তুমি এত ভাবিত হয়েছিলে?

রোষেনারা। (স্বগত) হা! আমার দুঃখ কেউই বুঝ্‌লে না। বুঝ্‌বেই বা কি ক'রে? যার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ, তার জন্যে আমার মন কেন যে এরূপ হ'ল, তা আমি নিজেই বুঝিনে—তো অন্যে কি বুঝ্‌বে? সরোজিনি! আমি এখান থেকে গেলেই বুঝি তুই বাঁচিস্? না হ'লে আমার দাসত্ব মোচন করবার জন্যে তোর এত মাথা-ব্যথা কেন? আর, আমি দাসত্ব-দুঃখ ভোগ কচ্চি, এই মনে ক'রে যদি বাস্তবিকই আমার জন্যে বিজয়সিংহের দুঃখ হ'ত, তা হ'লেও আমি খুসি হ'তেম,—কিন্তু তা তো নয়—সরোজিনীর মন রাখ্‌বার জন্যেই উনি আমার দাসত্ব মোচন ক'ত্তে চাচ্চেন। হা! আমার আশা ভরসা আর কিছুই নেই।

(রাজমহিষীর প্রবেশ।)

রাজমহিষী। (সরোজিনীর প্রতি) এই যে, এই খানেই এসেছ দেখ্‌ছি—আমি এতক্ষণ বাছা তোমাকে খুঁজ্‌ছিলেম।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ।)

রাম। মহারাণি! মহারাজ যজ্ঞবেদির সম্মুখে রাজকুমারীকে প্রতীক্ষা কচ্চেন, আর, তাঁকে সেখানে শীঘ্র নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন—(অধোমুখে) কিন্তু— কিন্তু যেন——

রাজমহিষী। কিন্তু আবার কি রামদাস? এখনি তুমি বাছাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও না।

রামদাস। না, তা নয়,—বলি—রাজমহিষি! সেখানে যদি রাজকুমারীকে এখন না পাঠান' হয় তো—ভাল হয়।

রাজমহিষী। সে কি রামদাস?—মহারাজ ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন, একটু পরেই বিবাহ হবে,—আর আমি ওকে এখন পাঠাব না? এ তোমার কি রকম কথা?

রাম। রাজমহিষি! আমি আপনাকে ব'ল্‌ছি, রাজকুমারীকে সেখানে কখনই যেতে দেবেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) আপনিও দেখ্‌বেন, যেন রাজকুমারীকে সেখানে পাঠান না হয়। আপনি বই আর কেউ নেই যে ওঁকে রক্ষা করে।

বিজয়। কি!—রক্ষা?—রক্ষা আবার কি? কার অত্যাচার হ'তে রক্ষা ক'ত্তে হবে?

রাজমহিষী। এ কি কথা রামদাস? তোর কথা শুনে আমার গা কাঁপ্‌চে,—বল্ রামদাস! স্পষ্ট ক'রে বল্।

রামদাস। রাজকুমার! যাঁর অত্যাচার হ'তে রক্ষা কত্তে হবে তাঁর নাম ক'ত্তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে—আমি যতক্ষণ পেরেছি, তাঁর গোপনীয় কথা প্রকাশ করি নি—কিন্তু এখন অসি, রজ্জু, অগ্নিকুণ্ড, হাড়কাঠ, সকলি প্রস্তুত দেখে, আর আমি প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পাচ্চি নে।——

বিজয়। যেই হোক্ না, শীঘ্র তার নাম কর, রামদাস, তাতে

কিছুমাত্র ভয় ক'র না। আজ যজ্ঞে শতসহস্র ছাগ বলিদান হবে ব'লেই তো হাড়কাট প্রভৃতি প্রস্তুত হ'য়েছে, তাতে তোমার ভয়ের কারণ কি?

রামদাস। কি ব'ল্লেন? -শত সহস্র ছাগ বলিদান?—সে যাই হোক্, রাজকুমার! আপনি রাজকুমারীর ভাবী পতি; আর রাজ-মহিষী তাঁর জননী; আমি আপনাদের দু জনকেই এই কথা ব'লে যাচ্চি—সাবধান! রাজকুমারীকে মহারাজের কাছে কখনই যেতে দেবেন না।

রাজমহিষী। ও কি কথা রামদাস? মহারাজকে আবার ভয় কি?

বিজয়। রামদাস! সমস্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বল, বল্‌তে কিছুমাত্র ভয় ক'র না।

রামদাস। কি আর বল্‌ব?—আর কত স্পষ্ট ক'রে বল্‌ব?—আজ তো শতসহস্র ছাগ বলিদান হবে না—আজ—মহারাজ—রাজকুমারীকেই——

বিজয়। কি! মহারাজ রাজকুমারীকেই?——

সরোজিনী। কি! আমার পিতা?——

রাজমহিষী। কি ব'ল্লে?—মহারাজ তাঁর আপনার কন্যাকে?—আমার সরোজিনীকে—আমার হৃদয়-রত্নকে—আমার—ওঃ—মা——(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সরোজিনী। এ কি হ'ল?—এ কি হ'ল?—মায়ের আমার কি

হ'ল?—মা! এ কি হ'ল মা?—ওঠ মা!—একি হ'ল?—রামদাসের কথা সব মিথ্যে, পিতা আমায় মারবেন কেন মা? আমি তো কোন দোষ করিনি—ওঠ মা! আমি তোমায় ব'ল্‌চি রামদাসের কথা কখনই সত্যি না। (বিজয়ের প্রতি) রাজকুমার! কি হবে? এখনি পিতাকে খবর দিন,—আমার বড় ভয় হচ্চে। (বীজন)

বিজয়। রাজকুমারি! ভয় নাই, এখনি চেতন হবে। রোষেনারা! তুমিও ঐ দিক্ থেকে বাতাস দাও তো—(স্বগত) একি বিভ্রাট!——

রোষেনারা। (বীজন করিতে করিতে স্বগত) আ! আমার কি সৌভাগ্য! বিজয়সিংহ আমাকে আজ্ নাম ধ'রে ডেকেছেন, ভাগ্যি এই বিপদ হ'য়েছিল। প্রণয়! তুই আমার হৃদয়ে কি ভয়ানক বিষ ঢেলে দিয়েচিস্; যখন আর সকলেই এই বিপদে কাঁদ্‌চে, তখন কি না আমিই মনে মনে হাস্‌চি——জানিনে সরোজিনীর দুঃখে কেন আমি এত সুখী হই!

বিজয়। রামদাস! তুমি কেন বল দিকি একটা মিথ্যা কথা ব'লে এই বিভ্রাট উপস্থিত ক'র্ল্লে? এ কি কখন সম্ভব? একথা কি বিশ্বাস-যোগ্য?

রামদাস। রাজকুমার, আমি জান্‌তেম যে, এই ভয়ানক সংবাদ দিলেই একটা বিভ্রাট উপস্থিত হবে—কিন্তু কি করি?—এ কথা না বল্লেও দেখ্‌লেম রাজকুমারীর রক্ষার উপায় হয় না—তাই আমি ব'ল্লেম—রাজকুমার! আমি মিথ্যা বলি নি, আমি ভগবানকে

শতসহস্র ধন্যবাদ দিতেম যদি এ বিষয়ে একটু সন্দেহও থাক্‌তো। ভৈরবাচার্য্য বলেচেন যে, চতুর্ভুজা দেবী আর কোন বলি গ্রহণ কর-বেন না।

বিজয়। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য কথা, আর কোন বলি তিনি গ্রহণ ক'র্‌বেন না? (প্রকাশ্যে) এই যে—এইবার রাজমহিষীর চেতন হ'য়েছে।

সরোজিনী। (স্বগত) আ!—আমি এখন বাঁচ্‌লেম।

রাজমহিষী। (চেতন পাইয়া) কৈ?—আমার সরোজিনী কৈ?—তাকে তো নিয়ে যায়নি?

সরোজিনী। এই যে মা! আমি এই খানেই আছি।

রাজমহিষী। রামদাস! ঠিক্ ক'রে বল্—তুই যা বল্লি তা কি সত্য? মহারাজ কি সত্য সত্যই এইরূপ আদেশ ক'রেছেন?

রামদাস। রাজমহিষি! আমি একটুও মিথ্যা কথা বলিনি, কিন্তু এতে অধীর না হ'য়ে যাতে এখন রাজকুমারীকে রক্ষা ক'ত্তে পারেন, তারই উপায় দেখুন, আর সময় নেই।

রাজমহিষী। (স্বগত) রামদাস তো মিথ্যা বল্‌বার লোক নয়, এখন তবে বাছাকে বাঁচাবার উপায় কি করি?—একলা বিজয়সিংহ কি রক্ষা ক'ত্তে পার্‌বেন?

বিজয়। (স্বগত) ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌চে। আমাকে এই-রূপ প্রতারণা? পিতা হ'য়ে কন্যার প্রতি এইরূপ ব্যবহার? কোথায় শুভ বিবাহ—না কোথায় এই দারুণ হত্যা?—তিনি রাজাই হ'ন্,

আর যেই হ'ন্,—তাঁকে এর সমুচিত প্রতিশোধ না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না।

সরোজিনী। (স্বগত) পিতা আমাকে এত ভাল বাসেন, তিনি কি এরূপ ক'র্‌বেন?

রাজমহিষী। রামদাস! মহারাজ কি স্বয়ং এরূপ আদেশ ক'রেছেন?

রামদাস। রাজমহিষি! তিনি না আদেশ ক'ল্লে কি কোন কাজ হ'তে পারে?

রাজমহিষী। তাঁর সৈন্য সেনাপতিরাও কি এতে মত দিয়েছে?

রামদাস। রাজমহিষি! দুঃখের কথা ব'ল্‌ব কি, তারা সকলেই এর জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে।

রাজমহিষী। (স্বগত) মহারাজ যে আমাকে মন্দিরে উপস্থিত থাকতে নিষেধ ক'রেছিলেন তার অর্থ আমি এখন্ বুঝ্‌তে পাচ্চি। ওঃ!—তিনি যে এমন পাষণ্ড, আমি তো তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না! এখন কি ক'রে বাছাকে রক্ষা করি? যে তার প্রকৃত রক্ষক—যে তার পিতা, সেই যখন তার হন্তারক, তখন আর কে রক্ষা কর্‌বে? এখন তার আর কে আছে,—এখন আর সে কার মুখের পানে চাবে? আমি স্ত্রীলোক,—আমার সাধ্য কি? (প্রকাশ্যে) রামদাস! সৈন্য-দের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, এই বিপদে রক্ষা করে?

রামদাস। না রাজমহিষি! সেরূপ কেউই নেই।

রাজমহিষী। (দুই জন রক্ষক আসিতেছে দেখিয়া) ঐ আবার

বুঝি মহারাজ লোক পাঠিয়েছেন। এইবার বোধ হয়, বাছাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয়্ বাছা শীঘ্র এই দিকে আয়্। (সরোজিনীকে লইয়া বিজয়সিংহের পার্শ্বে সত্বর গমন) এইখানে দাঁড়া, এমন নিরাপদ স্থান আর কোথাও পাবি নে। (বিজয়সিংহের প্রতি) বাছা! এই অসহায় অনাথ বালিকাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'ল্লেম। এর আর কেউ নেই—পিতা থাক্‌তেও এ পিতৃহীন,—সহায় থাক্‌তেও অসহায়—এখন তুমিই বাছা এর একমাত্র ভরসা—তুমিই এর সুহৃৎ, সহায়, সর্ব্বস্ব। তুমি না রক্ষা ক'ল্লে আর উপায় নেই—ঐ আস্‌চে—বাছা! তুমি রক্ষা কর।

বিজয়। (অসি নিষ্কোশিত করিয়া) রাজমহিষি! আপনার কোন্ ভয় নেই। আমি থাক্‌তে কারও সাধ্য নেই যে, রাজকুমারীকে এখান থেকে বল পূর্ব্বক নিয়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

(দুই জন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। মহারাণীর জয় হোক্! মন্দিরে রাজকুমারীকে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্চে তাই জান্‌বার জন্যে মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

রাজমহিষী। (স্বগত) তাঁর কি একটু বিলম্বও সহ্য হ'চ্চে না? কি ভয়ানক! তিনি কি আর সে মানুষ নেই? তাঁর হৃদয় হ'তে সেই কোমল দয়ার্দ্র ভাব কি একেবারেই চ'লে গেছে?—তিনি হঠাৎ কি কোন রক্ত-পিপাসু পিশাচের মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন? আচ্ছা! এখনি

আমি তাঁর কাছে যাচ্চি—দেখি তাঁর কিরূপ ভাব হয়েছে—দেখি কেমন করে তিনি আমার কাছে মুখ দ্যাখান! (প্রকাশ্যে বিজয়-সিংহের প্রতি) বাছা! আমার হৃদয়-রত্ন তোমার কাছে রইল—আমি একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। (রক্ষকদ্বয়ের প্রতি) চল্ আমি তোদের সঙ্গে যাচ্চি—মন্দিরে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্চে আমি নিজে গিয়েই তাকে বল্‌চি।

(রক্ষকদ্বয়ের সহিত রাজমহিষীর প্রস্থান।)

বিজয়। রাজকুমারি! আমি বেঁচে থাক্‌তে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌বে ততক্ষণ তোমার আর কোন ভয় নেই। রাজকুমারি! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা কত্তে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে কর্‌ব তা নয়—আরও, যে নরাধম আমাকে প্রতারণা করেছে তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনই নিরস্ত হব না। দেখ দিকি সে কি পাষণ্ড! বিবাহের নাম করে আপনার ঔরসজাত কন্যাকে কি না সে অনায়াসে অম্লানবদনে বলিদান দেবে!—এ অপেক্ষা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম আর কি হতে পারে? আবার তার উপর কি না আমাকে প্রতারণা? রাজকুমারি! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসি-হস্তে এখনি আমি চল্লেম, দেখি, তিনি কেমন——(গমনোদ্যম।)

সরোজিনী। (ভীত হইয়া) রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—আমার কথা শুনুন—যাবেন না—যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। কি! রাজকুমারি—তিনি আমার এইরূপ অবমাননা

করবেন আর আমি তাঁকে কিছু ব'ল্‌ব না? আমি তাঁর হয়ে কত যুদ্ধ ক'রেছি, তাঁর আমি কত সাহায্য, কত উপকার করেছি, আমার এই সকল উপকারের প্রতিশোধ, আমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার কি অবশেষে এই হ'ল?—আমি তাঁর নিকট পুরস্কার স্বরূপ তোমা বই আর কিছুই প্রত্যাশা করি নি—তা দূরে থাক্, তিনি কি না স্বভাবের বন্ধন, বন্ধুতার বন্ধন সকলি ছিন্ন ক'রে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, যার পর নাই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন? আর, তুমিই মনে করে দেখ দিকি, আমি যদি আর একদিন পরে আস্‌তেম তা হ'লে কি হত? তা হ'লে তো আর তোমার সঙ্গে এই জন্মে দেখা হ'ত না।

সরোজিনী। (ক্রন্দন) হাঁ রাজকুমার! তা হ'লে আর আপ-নাকে এ জন্মে দেখ্‌তে পেতেম না।

বিজয়। বিবাহ-স্থলে আমাকে দেখ্‌তে পাবে মনে ক'রে তুমি চারি দিকে দৃষ্টিপাত ক'ত্তে, কিন্তু কোথাও আমাকে দেখ্‌তে পেতে না। তুমি বিশ্বস্তচিত্তে আমার প্রতীক্ষা ক'ত্তে, আর এমন সময় তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত তখন

তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত তখন
তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত তখন
তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত তখন
তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হ'ত তখন

দিগের সম্মুখে সেই নরাধমকে একবার এই কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে চাই, সে কেন আমাকে এরূপ প্রতারণা ক'র্লে? সেই রক্ত-পিপাসু পিশাচ জানুক যে, আমাকে প্রতারণা ক'র্লে কি ফল হয়।

সরোজিনী। না রাজকুমার, তাঁকে ওরূপ ব'ল্‌বেন না। তিনি কখনই রক্ত-পিপাসু পিশাচ নন্, তিনি আমার স্নেহময় পিতা।

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর স্নেহের কথা ব'লচ?—এখনও তাঁকে তোমার পিতা ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়? না—এখন আর তিনি তোমার স্নেহময় পিতা নন্, এখন তিনি তোমার করাল কৃতান্ত।

সরোজিনী। না—রাজকুমার! এখনও তিনি আমার পিতা, সেই পিতাকে আমি ভাল বাসি, তাঁকে আমি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি,—তিনিও আমাকে ভাল বাসেন, আমার উপরে তাঁর স্নেহ সমানই আছে। রাজকুমার! তাঁকে কিছু ব'ল্‌বেন না। তাঁকে কোন রূঢ় কথা ব'ল্লে আমার হৃদয়ে যেন শত শেল বিদ্ধ হয়।

বিজয়। আর, আমি যে এত অবমানিত হলেম, তাতে তোমার হৃদয়ে কি একটী শেলও বিদ্ধ হ'ল না? এই কি তোমার অনুরাগের পরিচয়?

সরোজিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমার! আমাকে কেন এরূপ নিষ্ঠুর কথা ব'ল্‌চেন? অনুরাগের পরিচয় কি এখনও পান্‌ নি? এখনও কি তার পরিচয় দিতে হবে? হা!—আমার সম্মুখে আমার পিতার কত দুর্নাম ক'ল্লেন, তাঁকে কত তিরস্কার ক'ল্লেন, কত ভর্ৎসনা ক'ল্লেন,—অন্য হলে যা আমি কখনই সহ্য কত্তেম না,—কিন্তু কুমার বিজয়সিংহের মুখ থেকে বেরুচ্চে ব'লে তাও আমি সহ্য ক'ল্লেম,—এতেও কি আমার অনুরাগের পরিচয় পান্‌ নি?

বিজয়। না—রাজকুমারি! আমি সে কথা বল্‌চিনে,—তুমি কেঁদ না। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই—যে ব্যক্তি এরূপ নিষ্ঠুর কাজ ক'ত্তে পারে, সে কি পিতা নামের যোগ্য?—যে আমাকে এইরূপ প্রতারণা ক'ল্লে, তাকে কি আর এক মূহূর্ত্তের জন্যেও আমি ভক্তি ক'ত্তে পারি?

সরোজিনী। রাজকুমার! এ কথা কতদূর সত্যি তা না জেনেই কি তাঁকে একেবারে দোষী করা উচিত? একে তো নানা ভাবনা চিন্তায় তাঁর হৃদয় জর্জ্জরিত হ'চ্চে, তাতে আবার যদি তিনি জান্‌তে পারেন যে, আপনি তাঁকে অকারণে ঘৃণা করেন, তা হ'লে কি আর তাঁর দুঃখ রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে? রাজকুমার! আমি বল্‌চি, তিনি কখনই আপনাকে প্রতারণা করেন নি। বরং এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, লোকের কথায় হঠাৎ কখনই বিশ্বাস কর্‌বেন না।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!—রাজকুমারি! রামদাসের কথাতেও কি তোমার বিশ্বাস হ'ল না?

(রাজমহিষী ~~ও তাঁহার সহচরী অবলার~~ প্রবেশ।)

মহিষী। সর্ব্বনাশ হয়েছে!—সর্ব্বনাশ হয়েছে!—রামদাসের কথা একটুও মিথ্যা নয়; বিজয়সিংহ! বাছা, তুমি এখন না বাঁচালে আর রক্ষে নেই। মহারাজ আমাকে কিছুতেই দেখা দিলেন না—মন্দিরের চার দিকে সব অস্ত্রধারী রক্ষক রেখে দিয়েছেন, তারা আমায় মন্দিরের মধ্যে যেতে দিলে না।

বিজয়। আচ্ছা, দেবি! আমিই মহারাজের সহিত এখনি সাক্ষাৎ কচ্চি—দেখি তারা আমাকে কেমন ক'রে আট্‌কায়। (অসি খুলিয়া গমনোদ্যম)

সরোজিনী। রাজকুমার! যাবেন না, যাবেন না—একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। (ফিরিয়া আসিয়া) রাজকুমারি! আমাকে নিবারণ ক'র না—এরূপ অন্যায় অনুরোধ করা তোমার অনুচিত।

মহিষী। বাছা, তুই বলিস্ কি? এখন কি অপেক্ষা কর্‌বার আর সময় আছে? (বিজয়সিংহের প্রতি) না বাছা তুমি এখনি যাও, ওর কথা শুনো না।

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন—মা! আমার কথা শোন, রাজকুমারকে সেখানে কথনই যেতে দিও না। পিতার উপর ওঁর এখন অত্যন্ত রাগ হয়েছে, এখন সেখানে গেলেই একটা বিপদ ঘ'ট্‌বে; আমার পিতা যেরূপ অভিমানী, তাতে তিনি কঠোর কথা কখনই সহ্য ক'ত্তে পার্‌বেন না। (বিজয়সিংহের প্রতি) রাজকুমার! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার সেখানে যেতে বিলম্ব হ'লে আপনা হ'তেই তিনি এখানে আস্‌বেন——এসে যখন দেখ্‌বেন, মা কাঁদ্‌চেন, তখন কি তাঁর মনে একটুও দয়া হবে না?

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনও তুমি তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস ক'রে আছ? (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি! আপনি রাজকুমারীকে সুপরামর্শ দিন, নচেৎ আমাদের কারও মঙ্গল নাই। এখানে বাক্য

য় ক'রে সময় নষ্ট করা বৃথা, আমি চল্লেম; এখন আর কথার সময় নেই, এখন কাজের সময় উপস্থিত।

মহিষী। যাও বাছা তুমি এখনি যাও—ও ছেলে মানুষের কথায় কান দিও না।

বিজয়সিংহ। দেবি! আমি রাজকুমারীর জীবন রক্ষার সমস্ত উদ্যোগ করিগে, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন—আপনার কোন ভয় নেই; এ আপনি বেশ জান্‌বেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ দেবতারাও যদি রাজকুমারীর মৃত্যু ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তাও ব্যর্থ হবে। আমি চল্লেম।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

সরোজিনী। মা! তুমি কেন রাজকুমারকে যেতে দিলে?—পিতাকে যদি তিনি কিছু বলেন, তা, হ'লে——

মহিষী। আয় বাছা আয়, (যাইতে যাইতে) সে পাষণ্ডের কথা আর আমার কাছে ব'লিস্ নে।

সরোজিনী। কি—মা!—তুমিও তাঁকে পাষণ্ড ব'ল্‌চ?——

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির-সন্নিহিত উদ্যান।

(রোয়েনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ।)

মোনিয়া। সখি! তুমি যে তখন বল্‌ছিলে যে, সরোজিনীর শীঘ্রই একটা বিপদ হবে, তা দেখ্‌ছি সত্যই ঘট্‌ল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শুন্‌চি তার বলিদান হবে।

রোয়েনারা। তুমি কি ভাই মনে ক'চ্চ, তার মৃত্যু ঘট্‌বে? বলিদানের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু সখি! এখনও বিশ্বাস নেই। যখন রাজমহিষী বৎস-হারা গাভীর মত বিহ্বলা হয়ে চীৎকার কত্তে থাক্‌বেন, যখন সরোজিনী আর্ত্তস্বরে কাঁদ্‌তে থাক্‌বে,—যখন বিজয়সিংহ ক্রোধে গর্জ্জন ক'ত্তে থাক্‌বেন, তখন কি ভাই, লক্ষ্মণসিংহের মন বিচলিত হবে না? না সখি! বিধাতা সরোজিনীর কপালে মৃত্যু লেখেন নি—সে আশা বৃথা। আমার কেবল যন্ত্রণাই সার—আর কারও অদৃষ্ট মন্দ নয়—কেবল বিধাতা আমাকেই হতভাগিনী করেছেন।

মোনিয়া। আচ্ছা ভাই,—সরোজিনী ম'লে তোমার লাভ কি?—তা হ'লে কি বিজয়সিংহের ভালবাসা পাবে মনে ক'চ্চ?

রোষেনারা। আর আমি এখন কারও ভালবাসা চাইনে—যাকে আমি হৃদয় মন সকলি দিয়েছিলেম, সে আমার পানে একবার ফিরেও চাইলে না। সখি! আর নয়—আমার ঘুমের ঘোর এখন ভেঙ্গেছে। কিন্তু তাই বলে সরোজিনীর সুখ কখনই আমার সহ্য হবে না। আমি তো তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম যে, হয় সে মর্‌বে—নয় আমি ম'র্‌ব,—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। সৈন্যদের মধ্যে যারা এখনও দৈববাণীর কথা শোনে নি, তাদের এখনি ব'লে দিই গে। এ কথা শুন্‌লে, তারা সরোজিনীর রক্তের জন্যে নিশ্চয়ই উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। আমাকে এখানে তো কেউ জানে না, আমার বেশ দেখ্‌লেও মুসলমানি ব'লে কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

মোনিয়া। তা ক'রে ভাই কি দরকার?

রোষেনারা। মোনিয়া! তুমি বোঝনা,—এতে আমাদের দেশেরও ভাল হবে। রাজপুত সৈন্যেরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাতে যদি বিজয়সিংহের মত না থাকে, তা হ'লে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগড়া বেধে উঠ্‌বে,—কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে,—না হ'য়ে ওরা আপনা আপনিই কাটাকাটি ক'রে মর্‌বে। হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দী করে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে। সখি! এ

কথা মনে ক'ল্লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেরও মঙ্গল।

(নেপথ্যে——পদশব্দ) — ——

মোনিয়া। সখি! কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্চি। বোধ করি, কে আস্‌চে—এই যে রাজমহিষী এই দিকে আস্‌চেন। এখানে আর না,—এস ভাই, আমরা ঐ বাঘিনীর সম্মুখ থেকে পালাই।

রোষেনারা। হাঁ, চল এখান থেকে যাওয়া যাক্।

~~(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান।)~~

(রাজমহিষী ~~[illegible]~~ প্রবেশ।)

রাজ-ম। আমি তাঁরই অপেক্ষায় এখানে আছি,—দেখি তিনি কত ক্ষণে আসেন। এখনি তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা ক'ত্তে আস্‌বেন যে, সরোজিনীকে এখনও কেন মন্দিরের মধ্যে পাঠান হয় নি? তিনি মনে ক'চ্চেন, তাঁর মনের ভাব এখনও আমার কাছে গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারবেন!—এই যে তিনি আস্‌চেন—আমি যে ওঁর অভিসন্ধি জান্‌তে পেরেছি, এ কথা প্রথম প্রকাশ ক'র্‌ব না,—দেখি উনি আপনার মনের ভাব কতক্ষণ গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারেন।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। মহিষি! এখানে কি ক'চ্চ? সরোজিনী কোথায়? তাকে যে বড় এখানে দেখ্‌তে পাচ্চিনে? আমি যে তাকে মন্দিরে

পাঠিয়ে দেবার জন্য বার বার লোক পাঠালেম, তা কি তোমার গ্রাহ্য হ'ল না?—আমার আদেশের অবহেলা? তুমি কি এই মনে ক'রেছ,—তুমি সঙ্গে না গেলে তাকে একাকী কখন সেখানে পাঠিয়ে দেবে না?——চুপ্ ক'রে রইলে যে?—উত্তর দাও।

মহিষী। সরোজিনী যাবার জন্যে তো প্রস্তুতই রয়েছে—একান্তই যদি যেতে হয় তো এখনিই যাবে—তার জন্য চিন্তা কি? কিন্তু মহারাজ, আপনার কি আর তিলার্দ্ধ বিলম্বও সহ্য হচ্চে না?

লক্ষ্মণ। বিলম্ব কিসের?———

মহিষী। বলি, আপনার উদ্যোগ ও যত্নে সকলই কি এর মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে?

লক্ষ্মণ। দেবি! ভৈরবাচার্য্য প্রস্তুত হয়েছেন—বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি সকলি করেছি। যজ্ঞেরও সমস্ত আয়োজন—

মহিষী। যজ্ঞে যে বলিদান হবার কথা ছিল, তাও কি সব ঠিক হ'য়েছে?

লক্ষ্মণ। কি!—বলিদান?—ও কথা যে জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?—বলিদান হবে তোমায় কে বল্লে?——ও!—বলিদানের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ শত সহস্র ছাগবলি হবে বটে।

মহিষী। শুধু কি ছাগবলিতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

লক্ষ্মণ। সে কি?—ও কি কথা ব'ল্চ?—আবার কিসের বলিদান?

মহিষী। তবে 'সরোজিনীকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ? সরোজিনী?—তার বলিদান?—তোমায় কে বল্লে?

মহিষী। আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি, তাকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ?—নিয়ে যাবার প্রয়োজন—প্রয়োজন কি—তাই জিজ্ঞাসা কচ্চ?—ও!—তা—তা—

(সরোজিনীর প্রবেশ।)

মহিষী। এস বাছা এস—তোমার জন্যেই মহারাজ প্রতীক্ষা কচ্চেন। তোমার পিতাকে প্রণাম কর—এমন পিতা তো আর কারও হবে না।

লক্ষ্মণ। এ সব কি?—এ কিরূপ কথা? (সরোজিনীর প্রতি) বৎসে! তুমি কাঁদ্‌চ কেন?—একি! দুজনেই কাঁদতে আরম্ভ কল্লে যে?—হয়েছে কি বল না.—মহিষি!

মহিষী। কি আশ্চর্য্য! এখনও আপনি গোপন ক'ত্তে চেষ্টা কচ্চেন?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) রামদাস!——হতভাগা রামদাস! তুই দেখ্‌ছি সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছিস্—তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্।

মহিষী। চুপ ক'রে রইলেন যে?

লক্ষ্মণ। হা! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি ব্যাকুল হবেন না, আপনি যা আদেশ কর্‌বেন, তাই আমি এখনি পালন কর্‌ব। আপনা হতেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন, এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি; আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নিতে পারেন,—আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই। পিতঃ! আপনি একটুও চিন্তা কর্‌বেন না, আপনার আদেশ পালনে আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌ব না—আমার শরীরের যে রক্ত, তা আপনারই—এখনি তা ফিরিয়ে নিন।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ! এর প্রত্যেক কথা যেন সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার হৃদয় ভেদ কচ্চে।—আর সহ্য হয় না। না,—দেবী চতুর্ভুজার কথা আমি কখনই শুন্‌ব না—ভৈরবাচার্য্য, রণধীর—কারও কথা শুন্‌ব না—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ! আমার যে সকল মনের সাধ ছিল, যে সকল সুখের আশা ছিল, তা এ জীবনে আর পূর্ণ হল না সত্যি, কিন্তু তার জন্যে আমি তত ভাবিনে, আমার অবর্ত্তমানে আমার মা যে কত শোক পাবেন, মাকে যে আর আমি জন্মের মত দেখ্‌তে পাব না, এই মনে করেই আমার ———— (ক্রন্দন)

মহিষী। (সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক) বাছা! ও কথা আর বলিস্‌নে, আমার আর সহ্য হয় না; বাছা তুই আমাকে ছেড়ে কথ-

নই যেতে পারবি নে, তোর পাষণ্ড পিতার সাধ্য নেই যে সে আমার কাছ থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মণ। ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ! আমি জান্‌তেম না যে বিধাতা এর মধ্যেই আমার জীবন শেষ করবেন; যে অসি যবনদের জন্যে শাণিত হ'চ্ছিল, আমার উপরেই যে তার প্রথম পরীক্ষা হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। পিতঃ! আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বল্‌চি নে—আমি ভীরুতা প্রকাশ ক'রে কখনই বাপ্পারাওর বংশে কলঙ্ক দেব না; আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ যদি আপনার কাজে—আমার দেশের কাজে আসে, তা হলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু পিতঃ! (সরোদনে) যদি না জেনে শুনে আপনার নিকট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'য়ে থাকি, আর সেই জন্যেই যদি আমার এই দণ্ড হয়, তা হ'লে মার্জ্জনা চাই——

মহিষী। বাছা! তোকে আমি কখনই ছাড়্‌ব না—আমার প্রাণ-বধ না ক'রে তোকে কখনই আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ কি বিষম সঙ্কট! এক দিকে স্নেহ মমতা, আর এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম! এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন কি ক'রে নিরস্ত হই? আর তা হ'লে রণধীরের কাছেই বা কি ক'রে মুখ দেখাব? সৈন্যগণই বা কি বল্‌বে? রাজত্বই বা কি ক'রে রক্ষা ক'র্‌ব?

সরোজিনী। পিতঃ! আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি?

লক্ষ্মণ। হা—বৎসে!—তোমার কোন অপরাধ নেই। আমিই বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন গুরুতর পাপ ক'রেছিলেম, তাই দেবী চতুর্ভুজা আমাকে এই কঠোর শাস্তি দিচ্চেন। নচেৎ কেন তিনি এইরূপ বলি প্রার্থনা ক'র্‌বেন? বৎসে! তিনি দৈববাণী ক'রেছেন যে তোমাকে তাঁর চরণে উৎসর্গ না ক'ল্লে চিতোরপুরী কখনই রক্ষা হবে না। তোমার জীবন রক্ষার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। এর জন্য, আমার প্রধান সেনাপতি রণধীরসিংহের সঙ্গে কত বিরোধ করেছি। প্রথমে আমি কিছুতেই সম্মত হই নি; এমন কি, আমার পূর্ব্ব আদেশের অন্যথা ক'রেও, সেনাপতিদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, যাতে তোমাদের এখানে আসা না ঘটে এই জন্য রামদাসকে পাঠিয়েছিলেম। কিন্তু দৈবের নিবন্ধন কে খণ্ডন কত্তে পারে? রামদাসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হ'ল না—তোমরাও এসে উপস্থিত হ'লে। বৎসে! দৈবের সঙ্গে বিরোধ ক'রে কে জয়লাভ ক'ত্তে পারে? তোমার হতভাগ্য পিতা তোমাকে বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা কল্লে কিন্তু দৈববলে তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন যদি আমি দৈববাণী অবহেলা করি, তা হলে কি আর রক্ষা আছে? রণোন্মত্ত, যবনদ্বেষী, রাজপুত-সেনাপতিগণ আমাকে এখনি—

মহিষী। মহারাজ! আপনি পিতা হয়ে এইরূপ কথা ব'ল্‌তে পাল্লেন?—আপনার হৃদয় কি একেবারেই পাষাণ হ'য়ে গেছে? আপনার কি দয়া মায়া কিছুই নেই? ওঃ!—

সরোজিনী। পিতঃ! আপনার অনিষ্ট প্রাণ থাকতে কখনই আমি দেখতে পারব না—আমার জীবন রক্ষা ক'রে যে আপনাকে আমি বিপদগ্রস্ত করব, তা আপনি কখনই মনে ক'রবেন না; (মহিষীর প্রতি) মা! তুমি পিতাকে তিরস্কার ক'র না—ওঁর দোষ কি? যখন দেবী চতুর্ভুজা এইরূপ আদেশ ক'রেছেন, তখন আর উনি——

মহিষী। বাছা! তুইও ঐ কথায় মত দিচ্চিস্? দেবী চতুর্ভুজা কি এরূপ আদেশ ক'রেছেন?—কখনই না। ওঁর সেনাপতিরাই ওঁকে এই পরামর্শ দিয়েছে,—আর পাছে ওঁর রাজ্য তারা কেড়ে নায়, এই ভয়েই উনি এখন কাঁপ্‌চেন।

লক্ষ্মণ। দেখ বৎসে! কোন্ বংশে তোমার জন্ম, এই সময়ে তার পরিচয় দেও; যে দেবতারা নির্দ্দয় হয়ে তোমার মৃত্যু আদেশ করেছেন, অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁহাদের লজ্জা দেও; যে রাজপুতগণ তোমার বলিদানের জন্য এত ব্যগ্র হয়েছে, তারাও জানুক্ যে বাপ্পারাওর বীর-রক্ত তোমার শিরে শিরে বহমান আছে।

মহিষী। মহারাজ! আপনি এই নিষ্ঠুর আচরণে সেই পরম পূজনীয় বাপ্পারাও-বংশের উপযুক্ত পরিচয়ই দিচ্চেন বটে! দুহিতা-ঘাতী পাষণ্ড! তোমার আর কিছুই বাকি নেই—তোমার আর কিছুই অসাধ্য নেই,—এখন কেবল আমাকে বধ ক'ল্লেই তোমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নৃশংস, নিষ্ঠুর! এই কি তোমার শুভ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান? এই কি সেই বিবাহের উদ্যোগ?—কি! যখন তুমি আমার বাছাকে যমের হাতে সমর্পণ কর্‌বে মনে ক'রে মিথ্যা বিবাহের কথা আমায় লিখেছিলে, তখন কি তোমার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নি? লেখনী কি একটুও কাঁপেনি? কেমন ক'রে তুমি আমায় এইরূপ মিথ্যা কথা লিখ্‌তে পাল্লে?—আশ্চর্য্য!—এখন আর আমি তোমার কথায় ভুলি নে। এইমাত্র তুমি না ব'ল্লে যে, ওকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেছ, অনেকের সহিত বিবাদ ক'রেছ?—বিবাদ তো কেমন? বিবাদ ক'রে, যুদ্ধ ক'রে নাকি রক্তধারায় পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছ!—মৃত শরীরে নাকি রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হ'য়ে গেছে! আবার কি না বল্‌ছিলে, যদি তুমি দৈববাণী অবহেলা কর, তা হ'লে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবসর পেয়ে তোমার সিংহাসন কেড়ে নেবে—ধিক্‌ তোমায়! ও কথা বল্‌তে কি তোমার একটুও লজ্জা হ'ল না? তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড় হল? কি আশ্চর্য্য! পিতা যে আপনার নির্দ্দোষী কন্যাকে বধ করে, এ তো আমি কখনই শুনি নি; তুমি কোন্‌ প্রাণে যে এ কাজ করবে, তাতো আমি একবারও মনেও আন্‌তে পাচ্চি নে।—ধিক্‌! ধিক্‌! তোমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়েছি। কি! তোমার চোখের সাম্‌নে তোমার নির্দ্দোষী কন্যার বলিদান হবে—আর তুমি কিনা তাই অম্লান বদনে দেখ্‌বে? তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হবে না? আর, আমি কোথায় তার বিবাহ দিতে এসেছিলেম, না

এখন কিনা তাকে বলি দিয়ে—আমায় সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে ঘরে ফিরে যাব? না মহারাজ! সরোজিনীকে আমি তার পিতার হাতেই সমর্পণ করেছিলেম—যমের হাতে দিই নি। যদি তাকে বলি দিতে চান, তবে আগে আমায় বলি দিন। আপনি আমাকে হাজার ভয় দেখান, হাজার যন্ত্রণা দিন, আমি কখনই বাছাকে ছেড়ে দেব না; আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে না ফেল্লে কখনই ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না।

লক্ষ্মণ। দেখ মহিষি! আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। বিধাতার নিবন্ধন খণ্ডন করে এমন কারও সাধ্য নাই। ঘটনা-স্রোত এখন এতদূর প্রবল হয়ে উঠেছে, যে আর আমি তাতে বাধা দিতে পারি নে। বাধা দিলেও কোন ফল হবে না। এখনি হয় তো উন্মত্ত সৈন্যেরা এসে বলপূর্ব্বক——

মহিষী। নিষ্ঠুর স্বামিন্! সরোজিনীর পাষণ্ড পিতা! এস দেখি কেমন তুমি সিংহীর কাছ থেকে শাবককে কেড়ে নিয়ে যেতে পার? তোমার একলার কর্ম্ম নয়, ডাক—তোমার উন্মত্ত সৈন্যদের ডাক—তোমার দিগ্বিজয়ী সেনাপতিদের ডাক—দেখি তাদেরও কত দূর সাধ্য!—যদি তোমার ন্যায় তাদের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা কঠিন না হয়, তা হলে শোক-বিহ্বলা জননীর ক্রন্দনে নিশ্চয় তাদেরও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা, তুই আমার সঙ্গে আয়—দেখি, কে আমার কাছ থেকে তোকে নিয়ে যায়!

সরোজিনী। মা! পিতাকে কেন তিরস্কার ক'চ্চ? ও'র কি দোষ?

মহিষী। আয় বাছা আয়, উনি আর এখন তোর পিতা নন।

(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক রাজমহিষীর প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। ঐ সিংহীর তীব্র ভৎর্সনা ও হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদই আমি এতক্ষণ ভয় কচ্ছিলেম। আমি তো একেই উন্মত্ত-প্রায় হয়েছি, তাতে আবার মহিষীর গঞ্জনা ও সরোজিনীর অটল ভক্তি ;—ওঃ—আর সহ্য হয় না। মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর কঠোর আদেশ প্রদান ক'রে এখনও কেন আমাতে পিতার কোমল হৃদয় রেখেছ? আমা দ্বারা যদি তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবার ইচ্ছা থাকে তা হলে এরূপ হৃদয় আমার দেহ হ'তে এখনি উৎপাটিত উন্মূলিত ক'রে ফ্যাল্।

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। মহারাজ! আজ একটী অদ্ভুত জনশ্রুতি আমার কর্ণ-গোচর হ'ল। সে কথা এত ভয়ানক যে তা ব'ল্‌তেও আমার আপাদ মস্তক কন্টকিত হয়ে উট্‌ছে। আপনার অনুমতিক্রমে—আজ নাকি—সরোজিনীর--বলিদান হ'বে? আপনি নাকি আজ স্নেহ মায়া মনুষ্যত্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়ে বলিদানের জন্য ভৈরবাচার্য্যের হস্তে তাকে সমর্পণ কত্তে যাচ্চেন? আমার সহিত বিবাহ হবে এই ছল ক'রে না কি আজ তাকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাবেন?—এ কথা কি সত্য? এ বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য কি?

লক্ষ্মণ। বিজয়সিংহ! আমার কি সংকল্প—আমার কি মনোগত

অভিপ্রায়, তা আমি সকল সময় সকলের কাছে প্রকাশ কর্‌তে বাধ্য নই। আমার আদেশ কি, সরোজিনী এখনও তা জানে না; যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে, তখন আমি তাকে জ্ঞাপন করব; তখন তুমিও জান্‌তে পারবে, সমস্ত সৈন্যগণও জান্‌তে পারবে।

বিজয়। আপনি যা আদেশ কর্‌বেন, তা আমার জান্‌তে বড় বাকি নাই।

লক্ষ্মণ। যদি জান্‌তেই পেরেছ, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চ?

বিজয়। কেন আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি?—আপনি কি মনে করেন, আপনার এই জঘন্য সঙ্কল্পের অনুমোদন ক'রে, আমার চক্ষের উপর সরোজিনীকে আমি বলি দিতে দেব? না—তা কথনই মনে কর্‌বেন না। আপনি বেশ জান্‌বেন, আমার অনুরাগ—আমার প্রেম, অক্ষয় কবচ হয়ে তাকে চিরদিন রক্ষা কর্‌বে।

লক্ষ্মণ। দেখ, বিজয়! তোমার কথার ভাবে বোধ হ'চ্চে তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা ক'চ্চ—জান কার সঙ্গে তুমি কথা ক'চ্চ?

বিজয়। আপনি জানেন কার প্রাণ বধ কত্তে আপনি উদ্যত হয়েছেন?

লক্ষ্মণ। আমার পরিবারের মধ্যে কি হ'চ্চে না হ'চ্চে, তাহাতে তোমার হস্তক্ষেপ কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। আমার কন্যার প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি না কেন, তোমার তাতে কথা কবার অধিকার নাই।

বিজয়। না মহারাজ, এখন আর সরোজিনী আপনার নয়।

আপনি যখন তার প্রতি এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার ক'ত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন—সন্তানের উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার—তা হ'তে আপনি বিচ্যুত হয়েছেন। এখন সরোজিনী আমার। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত থাক্‌বে; ততক্ষণ আমার কাছ থেকে আপনি তাকে কখনই বিচ্ছিন্ন কত্তে পার্‌বেন না। আপনার স্মরণ হয় আমার সহিত সরোজিনীর বিবাহ দেবেন ব'লে আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—এখন সেই অঙ্গীকার-সূত্রেই, সরোজিনীর প্রতি আমার ন্যায্য অধিকার। রাজমহিষীও কিছু পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের হস্ত একত্র সম্মিলিত ক'রে দিয়েছিলেন—আর আপনিও তো আমার সহিত বিবাহের নাম ক'রে ছল-পূর্ব্বক তাকে এখানে আহ্বান করেছেন।

লক্ষ্মণ। যে দেবতা সরোজিনীর প্রার্থী হয়েছেন, তুমি সেই দেবতাকে ভৎর্সনা কর, ভৈরবাচার্য্যকে ভৎর্সনা কর, রণধীরসিংহকে ভৎর্সনা কর—সৈন্যমণ্ডলীকে ভৎর্সনা কর, অবশেষে তুমি আপনাকে ভৎর্সনা কর।

বিজয়। কি!—আমি!—আমিও ভৎর্সনার পাত্র?

লক্ষ্মণ। হাঁ, তুমিও। তুমিও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ; আমি যখন বলেছিলেম যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নাই, তখন তুমি মহা উৎসাহের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত কল্লে—তা কি তোমার মনে নাই? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে "মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাক্‌তে

পারে ?" সরোজিনীর রক্ষার জন্য আমি একটী পথ খুলে দিয়েছিলেম কিন্তু তুমি সে পথে গেলে না—মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন তুমি আর কিছুতেই সম্মত হ'লে না—সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পথ রোধ ক'ত্তে আমি তখন কত চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু তুমি আমার কথা কিছুতেই শুন্‌লে না,—এখন যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর গে—এখন সরোজিনীর মৃত্যু তোমার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে।

বিজয়। উঃ কি ভয়ানক কথা। শুদ্ধ অত্যাচার নয়—অত্যাচারের পর আবার মিথ্যা কথা! আমি কি এই বলিদানের কথা শুনেছিলেম? আর শুন্‌লেও কি তাতে আমি অনুমোদন ক'ত্তেম?—কখনই না! আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকে, তাও আমি দেশের জন্য অনায়াসে অকাতরে দিতে পারি, তাই ব'লে এক জন নির্দ্দোষী অবলার প্রাণ-বধে আমি কখনই সম্মত হ'তে পারিনে। আর, দেবতারা যে এরূপ অন্যায় আদেশ ক'র্‌বেন, তাও আমি কখন বিশ্বাস কত্তে পারিনে। যে এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা ক'রে,—সেই দেব-নিন্দুকের কথা আমি শুনি নে।

লক্ষ্মণ। কি! তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা যে, তুমি আমাকে দেব-নিন্দুক বল? তুমি যাও—আমি তোমাকে চাইনে,—যাও—তোমার দেশে তুমি ফিরে যাও—তুমি যে প্রতিজ্ঞা-পাশে আমার কাছে বদ্ধ ছিলে, তা হ'তে তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেম; তোমার মত সহায় আমি অনেক পাব, অনেকেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হবে; তুমি যে আমাকে অবজ্ঞা কর, তা তোমার কথায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। যাও!—

আমার সম্মুখ হ'তে এখনি দূর হও। যে সমস্ত বন্ধনে তুমি এতদিন আমার সহিত বদ্ধ ছিলে, আজ হ'তে সে সমস্ত বন্ধন আমি ছিন্ন ক'রে দিলেম—যাও।

বিজয়। যে বন্ধন এখনও আমার ক্রোধকে রোধ ক'রে রেখেছে, আপনি অগ্রে তাকে ধন্যবাদ দিন। সেই বন্ধনের বলেই আপনি এবার রক্ষা পেলেন। আপনি সরোজিনীর পিতা, এই জন্যই আপনার মর্য্যাদা রাখ্‌লেম; নচেৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হ'লেও আমার এই অসি হ'তে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন না। আর, আমি আপনাকে এই কথা ব'লে যাচ্চি যে, সরোজিনীর জীবন আমি রক্ষা কর্‌বই— আমার বিন্দুমাত্র শোণিত থাক্‌তে,—আপনি কি আপনার সৈন্য-মণ্ডলী একত্র হ'লেও সরোজিনীর প্রাণ-বিনাশে কখনই সমর্থ হবে না।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা!—বিধাতা দেখ্‌ছি আমার প্রতি নিতান্তই বিমুখ হয়েছেন। সকল ঘটনাই সরোজিনীর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্চে। আমি কোথায় ভাব্‌ছিলেম যে, এখনও যদি কোন উপায়ে তাকে বাঁচাতে পারি,—না—আবার কি না একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হ'ল। বিজয়সিংহের গর্ব্বিত স্পর্দ্ধা-বাক্যে সরোজিনীর মৃত্যু অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌ল। এখন যদি স্নেহ বশত সরোজিনীর বলিদান নিবারণ করি, তা হ'লে বিজয়সিংহ মনে ক'রবে, আমি তার ভয়ে এরূপ কাজ ক'র্লেম—না—তা কখনই হবে না। কে আছে ওখানে?—প্রহরী?—

(প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রবেশ।)

সুরদাস। মহারাজ!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আমি কি ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হচ্চি! এই নিষ্ঠুর আদেশ এদের এখন কি করে দিই?—বাতুলবৎ আপনার পদে আপনিই যে আমি কুঠারাঘাত ক'চ্চি!—সে নির্দ্দোষী সরলা বালার কি দোষ?—বিজয়সিংহই আমাকে ভয় প্রদর্শন ক'চ্চে, বিজয়সিংহই আমাকে অবজ্ঞা ক'চ্চে, সরোজিনীর প্রতি আমি কেমন ক'রে নির্দ্দয় হব?—না—তা আমি কখনই পারব না, দেবী-বাক্য আমি কখনই শুন্‌ব না; এতে আমার যা হবার তাই হবে।—কিন্তু কি!—আমার মর্য্যাদার প্রতি কি আমি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত ক'রব না? বিজয়সিংহের প্রতিজ্ঞাই কি রক্ষা হবে? সে তা হ'লে নিশ্চয় মনে কর্‌বে, আমি তার ভয়েই এরূপ ক'চ্চি, তা হ'লে তার স্পর্দ্ধার আর ইয়ত্তা থাক্‌বে না।—আচ্ছা, আর কোন উপায়ে কি তার দর্প চূর্ণ হ'তে পারে না? সে সরোজিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসে; বিজয়সিংহের সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সরোজিনীর জন্য যদি আর কোন পাত্র মনোনীত করি, তা হলেই তো তার সমুচিত শাস্তি হ'তে পারে। হাঁ—সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) সুরদাস! তুমি রাজমহিষী ও সরোজিনীকে এখানে নিয়ে এস; তাঁহাদের বল যে, আর কোন ভয় নাই।

সুরদাস। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রহরিগণের সহিত সুরদাসের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি কি আমার কন্যার রক্তের জন্য নিতান্তই লালায়িত হয়েছ?—তা যদি হ'য়ে থাক, তা হ'লে আমার সাধ্য নাই যে, আমি তাকে রক্ষা করি—কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, তাকে রক্ষা করে; যাই হোক্, আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।

(রাজমহিষী, সরোজিনী, মোনিয়া, রোষেনারা, রামদাস, সুরদাস ও প্রহরীগণের প্রবেশ।)

লক্ষণ। (মহিষীর প্রতি) এই লও দেবি! সরোজিনীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম; ওকে নিয়ে এই দয়াশূন্য কঠোর স্থান হ'তে এখনি পলায়ন কর। কিন্তু দেখ দেবি! এর পরিবর্তে আমার একটা কথা তোমায় শুন্‌তে হবে। সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না, সে আজ আমার অবমাননা ক'রেছে। (সরোজিনীর প্রতি) দেখ বৎসে! তুমি যদি আমার কন্যা হও, তা হ'লে বিজয়-সিংহকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! আমি যা ভয় কচ্ছিলেম, তাই দেখ্‌ছি ঘ'টল।

লক্ষ্মণ। দেখ মহিষি? রামদাস, সুরদাস ও এই প্রহরীগণ তোমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু দেখ, এ কথার বিন্দু-বিসর্গও যেন প্রকাশ না হয়। অতি গোপনে ও অবিলম্বে এখান হ'তে প্রস্থান কর। রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য্য যেন এ কথা কিছুমাত্র জান্‌তে না পারে;

আর কেন মহিষি!, সরোজিনীকে বেশ ক'রে লুকিয়ে নিয়ে যাও, শিবিরের সমস্ত সৈন্যেরা যেন এইরূপ মনে করে যে, সরোজিনীকে এখানে রেখে কেবল তোমরাই ফিরে যাচ্চ—পলাও, পলাও, আর বিলম্ব ক'র না—রক্ষকগণ! মহিষীর অনুগামী হও।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

মহিষী। মহারাজ! আপনার এই আদেশে পুনর্ব্বার আমার দেহে যেন প্রাণ এল। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা! আমরা এখান থেকে এখনি পলায়ন করি।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! এখন আর আমার বেঁচে থেকে সুখ কি? যাকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিস্মৃত হ'তে পারিনে, তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হ'তে পিতা আমায় আদেশ ক'চ্চেন! এখন প্রাণ থাক্‌তে কি ক'রে তাঁকে বিস্মৃত হই? পিতৃ-আজ্ঞাই বা কি ক'রে পালন করি? আবার দেবী চতুর্ভুজা আমার জীবন চাচ্চেন, আমার বলিদানের উপর চিতোরের কল্যাণ নির্ভর ক'চ্চে, এ জেনে শুনেও বা কি ক'রে এখান থেকে পলায়ন করি? আমার বলিদান হ'লেই এখন সকল দিক্ রক্ষা হয়,—কিন্তু পিতা সে পথও বন্ধ ক'রে দিচ্চেন। হা!——

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য্য না টের পেতে পেতে তোমরা পলায়ন কর, আমি তাঁর কাছে গিয়ে যাতে আজ্‌কের দিন যজ্ঞ বন্ধ থাকে তার প্রস্তাব করি, তা হ'লে তোমরাও পলাতে বেশ অবসর পাবে।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনিই তো তখন ব'ল্‌ছিলেন যে,

আমাকে বলি দেবার জন্যে দেবী চতুর্ভুজা আদেশ ক'রেছেন, এখন তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'ল্লে কি মঙ্গল হবে?

মহিষী। আয় বাছা আয় তোর আর সে সব ভাব্‌তে হবে না।

লক্ষ্মণ। বৎসে! তোমার কিসে মঙ্গল, আর কিসে অমঙ্গল, তা আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি।

মহিষী। আয় বাছা—আয় আর বিলম্ব করিস্‌ নে!

(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক মহিষীর প্রস্থান—রোষেনারা মোনিয়া ও রক্ষকগণ প্রভৃতির প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! বিনীত ভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা কচ্চি, তুমি ওদের নিষ্কৃতি দাও—আর ওদের এখানে ফিরিয়ে এন না, আমি অন্য কোন উৎকৃষ্ট বলি দিয়ে তোমার তুষ্টি সাধন ক'র্‌ব। তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ক'র না।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-সমীপস্থ গ্রাম্য পথ।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ।)

রোষেনারা। আমার সঙ্গে আয় মোনিয়া—উদিকে আমাদের পথ নয়।

মোনিয়া। সখি! আমাদের এখানে থেকে আর কি হবে? চল না—আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।

রোষেনারা। না ভাই! আমাদের একটু অপেক্ষা ক'ত্তে হবে, আমার এখন এই প্রতিজ্ঞা, হয় আমি মরব, নয় সরোজিনী মরবে। আয় ভাই, ওদের পালাবার কথা ভৈরবাচার্য্যের কাছে প্রকাশ ক'রে দিই গে। এই যে! ভৈরবাচার্য্যই যে এই দিকে আস্‌চেন—তবে বেশ সুবিধে হ'ল।

(ভৈরবাচার্য্য ও রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

ভৈরব। সরোজিনীকে এখনও যে মহারাজ মন্দিরে পাঠিয়ে দিচ্চেন না, তার অর্থ কি?

রণধীর। তাই তো মহাশয়, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। তবে বুঝি মহারাজের আবার মন ফিরে গেছে। তিনি যেরূপ অস্থির-চিত্ত লোক, তাতে কিছুই বিচিত্র নয়। ভাল, ঐ স্ত্রীলোক দুটীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্ দিকি, ওরা বোধ হয় রাজকুমারীর সহচরী হবে। ওগো! তোমরা কি মহারাজের অন্তঃপুরে থাক?

রোসেনারা। হাঁ মহাশয়!—আমরা রাজকুমারীর সহচরী।

রণধীর। তোমরা বাছা বল্‌তে পার, রাজকুমারী এখনও পর্য্যন্ত মন্দিরে আস্‌চেন না কেন?

রোষেনারা। উঁরা যে এই মাত্র চিতোরে যাত্রা ক'ল্লেন।

রণধীর। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি?

ভৈরব। অঁা?—তাঁরা চ'লে গেছেন?

রণধীর। তুমি ঠিক্ ব'লচ বাছা?

রোষেনারা। আমি ঠিক্ বল্‌ছি নে তো কি; এই মাত্র যে তাঁরা রওনা হয়েছেন, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গেছেন, এখনও বোধ হয়, বন ছাড়াতে পারেন নি।

রণধীর। তবে দেখ্‌ছি মহারাজ আমাদের প্রতারণা করেছেন; আর আমি তাঁর কথা শুনি নে; দেশের স্বার্থ আগে আমাদের দেখ্‌তে হবে; তিনি যখন সেই স্বার্থের বিপরীত কাজ ক'চ্চেন, তখন তাঁকে আর রাজা ব'লে মান্‌তে পারিনে।—আসুন, মহাশয়! আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে এখনি ব'লে দিই যে, তারা তাঁদের গতি-রোধ করে।

ভৈরব। (রোষেনারার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করত স্বগত) এ স্ত্রীলোকটী কে?

রণধীর। মহাশয়! আপনি ওদিকে কেন তাকিয়ে রয়েছেন?—কি ভাব্‌চেন?—চলুন, এখন অন্য কোন চিন্তার সময় নয়; চলুন——

ভৈরব। এই যে যাই;—আপনি অগ্রসর হোন্ না। (যাইতে যাইতে পশ্চাতে নিরীক্ষণ)

(রণধীর ও ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।)

রোষেনারা। সখি! আমার কাজ তো শেষ হ'ল—এখন দেখা যাক, বিধাতা কি করেন।

মোনিয়া। দেখ্ ভাই রোষেনারা! তোর পানে ঐ পুরুত মিন্‌সে এত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল কেন বল্ দিকি?

রোষেনারা। বোধ করি, আমার কথায় ওর সন্দেহ হয়েছিল। আমি সত্যি রাজকুমারীর সহচরী কি না তাই বোধ হয় ঠাউরে দেখ্‌ছিল।

মোনিয়া। হাঁ৷ ভাই—তাই হবে। আমরা যে মুসলমানী, তা তো আমাদের গায়ে লেখা নেই যে ওরা টের পাবে। এখানে বিজয়-সিংহ আর হদ্দ তার ছুই চার জন সেনাই যা আমাদের চেনে আর তো কেউ চেনে না।

নেপথ্যে।———বলবন্তসিংহ, তুমি দক্ষিণ দিকে যাও—বীর-বল, তুমি উত্তরে—আর তোমরা পূর্ব্ব পশ্চিম রক্ষা কর—দেখ, যেন কিছুতেই তারা পালাতে না পারে, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণ, সেনা-নায়কগণ, সকলে সতর্ক হও।

রোষেনারা। ঐ দ্যাখ্,—সৈন্যেরা চারি দিকে ছুটেছে,—আর ভাই, আমরা এখন এখান থেকে যাই।

(রোষেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান।)

সুরদাস। মহাশয়! রাজমহিষীর আদেশ শুন্‌চেন না? পথ পরিষ্কার করুন—নচেৎ——

সেনা-নায়ক। আপনি চুপ করুন না মহাশয়।

মহিষী। সুরদাস!—ভীরু!—এখনও তুমি সহ্য ক'রে আছ? তোমার তলবার কি কোষের মধ্যে বদ্ধ থাকবার জন্যই হয়েছে?

সুরদাস। দেবি! শুদ্ধ আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেম্। রক্ষকগণ! পথ পরিষ্কার কর।

(নিষ্কোষিত অসি লইয়া আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির-সমীপস্থ বনের অপর প্রান্ত।

(সরোজিনী ও অমলার প্রবেশ।)

সরো। না অমলা, আমাকে আর তুমি বাধা দিও না—আমার রক্ত না দিলে আর কিছুতেই দেবীর ক্রোধ শান্তি হবে না। দেবতাদের বঞ্চনা কর্‌তে গিয়ে দেখ আমরা কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। দেখ আমাদের গতিরোধ কর্‌বার জন্য সৈন্যেরা এই বনের চারি দিক্‌ ঘিরে ফেলেছে। এখন আর পালাবার কোন উপায় নেই। আমি এখন মন্দিরেই যাই। দেখ অমলা—আমি যে সেখানে যাচ্ছি, মা যেন তা কিছুতেই টের না পান। পিতা যে আমাকে আবার মন্দিরে যাবার জন্যে ব'লে পঠিয়েছেন, এ কথা যেন তিনি শুন্‌তে না পান—তা শুন্‌লে তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন।

অমলা। না রাজকুমারি! তোমার মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। মহারাজ তো এখন পাগলের মত হয়েছেন, একবার পালাতে ব'ল্‌চেন, আবার ডেকে পাঠাচ্চেন, তাঁর কথা কি এখন শুন্‌তে আছে? এখন

এখান থেকে পালাতে পাল্লেই ভাল, তুমি সেখানে যেওনা—কেন বল দিকি আমাদের দুঃখ দেও—ম'ত্তে কি তোমার এতই সাধ?

সরোজিনী। পিতা আমাকে আর একটী যে আদেশ ক'রেছেন, তা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয়; দেখ্ অমলা আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নেই।

অমলা। রাজকুমারি! মহারাজ আবার কি আদেশ করেচেন?

সরোজিনী। কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে বোধ হয় পিতার কি একটা মতান্তর উপস্থিত হয়েচে; রাজকুমারের উপর তাঁর এখন বিষ দৃষ্টি। আর পিতা আমাকেও এইরূপ আদেশ ক'রেচেন, যেন আমিও তাঁকে জন্মের মত বিস্মৃত হই। অমলা, দেখ দিকি এর চাইতে কি আমার মরণ ভাল না? (ক্রন্দন) আমি বেঁচে থাক্‌তে কুমার বিজয়সিংহকে কখনই বিস্মৃত হ'তে পার্‌বো না। আমি রামদাসকে কত বারণ কল্লেম, কিন্তু সে কিছুতেই শুন্‌লে না,—সে আমার বলিদান রহিত কর্‌বার জন্যে আবার পিতার কাছে গেছে;—কিন্তু দেখ অমলা, আমার বাঁচ্‌তে আর সাধ নেই, এখন আমার মরণ হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হয়।

অমলা। ওমা! কি সর্ব্বনাশের কথা! এত দূর হয়েছে তাতো আমি জানি নে।

সরোজিনী। দেখ্ অমলা! দেবতারা সদয় হয়েই আমার মৃত্যু আদেশ ক'রেছেন—এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি আমার উপর তাঁদের

কত কৃপা!——ও কে আস্‌চে? এ কি! কুমার বিজয়-সিংহই যে এই দিকে আস্‌চেন।

অমলা। রাজকুমারি! আমি তবে এখন যাই।

(অমলার প্রস্থান।)

(বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। রাজকুমারি! এস আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস, এই বনের চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক একত্র হয়ে উন্মত্তবৎ চীৎকার ক'চ্চে—তাদের চীৎকারে কিছুমাত্র ভীত হ'য়ো না। আমার এই ভীষণ অসির আঘাতে লোকের জনতা ভঙ্গ হয়ে এখনি পথ পরিষ্কৃত হবে। যে সকল সৈন্য আমার অধীন, তারা এখনি আমার সঙ্গে যোগ দেবে। দেখি, কে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে? কি, রাজকুমারি! তুমি যে চুপ ক'রে রয়েছ? তোমার চোক্ দিয়ে জল পড়্‌ছে কেন? তোমাকে আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব, তা কি তোমার এখনও বিশ্বাস হ'চ্চে না? এখন ক্রন্দনে কোন ফল নাই; ক্রন্দনে যদি কোন ফল হবার সম্ভাবনা থাক্‌ত, তা হ'লে এতক্ষণে তা হ'ত। তোমার পিতার কাছে তো তুমি অনেক কেঁদেছ।

সরোজিনী। না রাজকুমার,—তা নয়, আপনার সঙ্গে যে আজ আমার এই শেষ দেখা, এই মনে ক'রেই আমার——(ক্রন্দন)

বিজয়। কি! শেষ দেখা—তুমি কি তবে মনে ক'চ্চ আমি তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার জীবন রক্ষা হ'লে. আপনি কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না।

বিজয়। ও কি কথা রাজকুমারি?—আমি তা হ'লে সুখী হব না?—তুমি বেশ জেনো, যে তোমারি জীবনের উপর বিজয়-সিংহের সুখ-শান্তি সমস্তই নির্ভর ক'চ্চে।

সরোজিনী। না রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জীবন-সূত্রে বিধাতা আপনার সুখ-সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি! সকলি বিধাতার বিড়ম্বনা!—তাঁর বিধান এই যে, আমার মৃত্যু না হ'লে আপনি কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না। মনে ক'রে দেখুন দিকি, মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করলে আপনার কত গৌরব বৃদ্ধি হবে। আবার দেবী চতুর্ভুজার এইরূপ দৈববাণী হয়েছে যে, আমার রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত না হ'লে সেই যুদ্ধক্ষেত্র কখনই ফলবান্ হবে না। তা দেখুন, আমার মৃত্যু ভিন্ন দেশ উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নেই। সমস্ত রাজপুত সৈন্যও এই জন্যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চে। তা রাজকুমার! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজস্থানকে আপনি উদ্ধার ক'র্‌বেন ব'লে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন—তাই এখন পালন করুন। রাজকুমার! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌বে—অমনি আল্লাউদ্দিনের বিজয়-লক্ষ্মী ম্লান হবে—তার জয়পতাকা দিল্লির প্রাসাদ-শিখর হ'তে ভূমিতলে স্খলিত হবে—তার সিংহাসন কম্পমান হবে—রাজকুমার! এই আশায় আমার

মন উৎফুল্ল হয়েছে—এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণত্যাগ ক'ত্তে পার্‌ব ; তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির সোপান হয়,—দেশ উদ্ধারের উপায় হয়, তা হ'লেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার! আমাকে এখন জন্মের মত বিদায় দিন—

বিজয়। না, রাজকুমারি, আমি কখনই পার্‌ব না। কে তোমায় ব'ল্লে যে, চতুর্ভুজা দেবী এইরূপ দৈববাণী ক'রেছেন? এ কথা যে বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে! দেবতারা কি কখন নির্দ্দোষী অবলার রক্তে পরিতৃপ্ত হন? এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে না। আমরা যদি দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করি, তা হ'লেই দেবতারা পরিতুষ্ট হবেন ; সে জন্য তুমি ভেবো না। এখন আমার এই বাহু-যুগল যদি তোমার জীবন রক্ষা ক'ত্তে পারে, তা হ'লেই আমি মনে ক'র্‌ব, আমার সকল গৌরব লাভ হ'ল—আমার সকল কামনা সিদ্ধ হ'ল। এস রাজকুমারি—আর বিলম্ব ক'র না—আমার অনুবর্ত্তিনী হও।

সরোজিনী। রাজকুমার! আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, কি ক'রে, আমি পিতার অবাধ্য হব? আমি যে তাঁর নিকট মহা ঋণে বদ্ধ আছি,—তাঁর আজ্ঞা পালন ভিন্ন সে ঋণ হ'তে কি ক'রে মুক্ত হব?

বিজয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ কর্ত্তব্য, তা কি তিনি

ক'চ্চেন যে তুমি তাঁর আদেশ পালনে এত ব্যগ্র হয়েছ?—রাজ-কুমারি! আর বিলম্ব ক'র না—আমার অনুরোধ শোন।

সরো। রাজকুমার! পুনর্ব্বার বল্‌চি আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার জীবন অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম কি আপনার চক্ষে অধিক মূল্য-বান্ বোধ হয় না?—এ দুঃখিনীকে আপনি মার্জ্জনা করুন, কেমন ক'রে আমি পিতার কথা লঙ্ঘন করব?

বিজয়। আচ্ছা, এ বিষয়ে তবে আর কোন কথা কবার প্রয়োজন নাই। তোমার পিতারই আদেশ তবে এখন পালন কর। মৃত্যু যদি তোমার এতই প্রার্থনীয় হয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তুমি তাকে আলিঙ্গন কর; আমি আর তাতে বাধা দেব না। রাজকুমারি! যাও আর বিলম্ব ক'র না, আমিও সেখানে এখনি যাচ্চি। যদি চতুর্ভুজা দেবী শোণিতের জন্য বাস্তবিকই লালায়িত হয়ে থাকেন, তা হ'লে শীঘ্রই তাঁর শোণিত-পিপাসা শান্তি হ'বে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন রক্তপাত আর কেউ কখন দেখে নি। আমার অন্ধ প্রেমের নিকট কিছুই অধর্ম্ম ব'লে বোধ হবে না। প্রথমেই তো পুরোহিত নরাধমের মুণ্ডপাত করতে হ'বে—তার পরে, আর যে সকল পাষণ্ড ঘাতক তার সহকারী হয়েছে, তাদেরও রক্তে আমি যজ্ঞবেদি ধৌত ক'রব। এই প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে যদি দৈবাৎ অসির আঘাতে তোমার পিতারও কোন অনিষ্ট হয়, তা হ'লেও আমি দায়ী নই—সেও জান্‌বে তোমার এই অতি-পিতৃ-ভক্তির ফল!

সরোজিনী। রাজকুমার!—একটু অপেক্ষা করুন—আমি যাচ্চি—আমি——

(বিজয়সিংহের প্রস্থান।)

(স্বগত) হা! কুমার বিজয়সিংহও আমার উপর বিমুখ হলেন!—প্রাণের উপর আমার যে একটুকু মমতা এখনও পর্য্যন্ত ছিল, এই বার তা একেবারে চলে গেল—এখন আর আমার বাঁচতে একটুকুও সাধ নেই———এখন যে দিকেই দেখি, মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু বলে মনে হ'চ্চে। মা চতুর্ভুজা! এখনি আমাকে গ্রহণ কর, আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

(রাজমহিষী, সুরদাস ও রক্ষকগণের প্রবেশ।)

মহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া সরোজিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) একি! আমার বাছাকে একা ফেলে সকলে চলে গেছে? রামদাস কোন কাজের নয়—তোমাকে নিয়ে এখনও পালাতে পারে নি? তারা সব কোথায় গেল? অমলা কোথায়?

সরোজিনী। মা—তারা নিকটেই আছে।

মহিষী। আহা! বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। আহা! ছেলে মানুষ, ওর্ কি এ সব ক্লেশ সহ্য হয়?

মহিষী। (দুরে সৈন্যদের আগমন লক্ষ্য করিয়া) আবার ঐ রক্ত-পিপাসুরা এখানে কেন আস্চে? (সুরদাসের প্রতি) ভীরু, তোরা

কি বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমাদের শত্রু-হস্তে সমর্পণ ক'র্‌বি ব'লে মনে ক'রেচিস্‌?

সুরদাস। দেবি! ও কথা মনেও স্থান দেবেন না। যতক্ষণ আমাদের দেহে শেষ রক্ত-বিন্দু থাক্‌বে, ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হব না—তার পরেই আপনার চরণ-তলে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব। কিন্তু আমাদের এই দুই চারি জন দ্বারা আর কত আশা ক'ত্তে পারেন? এক জন নয়, দুই জন নয়, শিবিরের সমস্ত সৈন্যই এই নিষ্ঠুর উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—কোথাও আর দয়ার লেশমাত্র নাই। এখন ভৈরবাচার্য্যই সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে প্রভুত্ব ক'চ্চেন। তিনি বলিদানের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। মহারাজও পাছে তাঁর প্রভুত্ব ও রাজত্ব যায়, এই ভয়ে তাদের মতেই মত দিয়েছেন। কুমার বিজয়সিংহ, যাঁকে সকলেই ভয় করে, তিনিও যে এর কিছু প্রতিবিধান ক'ত্তে পার্‌বেন, তা আমার বোধ হয় না। তাঁরই বা দোষ কি? যে সৈন্য-তরঙ্গ চারিদিক্‌ ঘিরে রয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজমহিষী। ওরা আসুক্‌ না; দেখি কেমন করে বাছাকে আমার কাচ থেকে নিয়ে যেতে পারে, আমায় না মেরে ফেল্লে তো আর নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

সরো। মা, এই অভাগিনীকে কি কুক্ষণেই গর্ব্ভে ধারণ ক'রে ছিলে! আমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে তুমি মা আমাকে কি ক'রে বাঁচাবে? মানুষ ও দৈব সকলেই আমার প্রতিকূল, আমাকে

বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা—শিবিরের সকল সৈন্যই পিতার বিদ্রোহী হয়েছে———মা! তাঁরও এতে কিছু দোষ নেই।

রাজমহিষী। বাছা! তুমি তো কিছুতেই তাঁর দোষ দেখ্‌তে পাওনা; তাঁর এতে মত না থাক্‌লে কি এ সব কিছু হ'তে পার্‌তো?

সরোজিনী। মা! তিনি আমাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা ক'রে-ছিলেন।

মহিষী। বাঁচাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন বৈ কি!—সে কেবল তাঁর প্রবঞ্চনা—চাতুরী।

সরোজিনী। দেবতাদের হ'তেই তাঁর সকল সুখসৌভাগ্য—কেমন ক'রে তাঁদের আদেশ তিনি অগ্রাহ্য ক'র্‌বেন?—মা! আমার মৃত্যুর জন্যে কেন তুমি এত ভাব্‌চ?—আমি গেলেও তো আমার বার জন ভাই থাক্‌বেন, মা! তাঁদের নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পার্‌বে।

মহিষী। বাছা! তুইও কি নিষ্ঠুর হলি? কোন্‌ প্রাণে তুই আমায় ছেড়ে যাবি বল্‌ দিকি? বাছা! আমায় ছেড়ে গেলেই কি তুই সুখী হোস্‌? হা—একি!—ঐ পিশাচেরা যে এই দিকেই আস্‌চে। এইবার দেখ্‌চি আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।

(সেনানায়কের সহিত কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

সেনানায়ক। (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি! আপনাকে মন্দিরে লয়ে যাবার জন্য মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সরোজিনী। মা, আমি তবে চল্লেম, এইবার অভাগিনীকে জন্মের মত বিদায় দাও—মা, এইবার শেষ দেখা—এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা হবে না। (ক্রন্দন)

(সৈন্যগণের সহিত সরোজিনীর গমনোদ্যম।)

মহিষী। বাছা আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? আমি তোকে কখনই ছাড়্‌ব না, আমিও সঙ্গে যাব। সত্যই যদি চতুর্ভুজা দেবী বলি চেয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি প্রস্তুত আছি,—মহারাজ আমায় বলি দিন।

সরোজিনী। মা, ও কথা ব'ল না, চতুর্ভুজা দেবী আমার রক্ত ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না। মা, আমার জন্যে তুমি কেন ভাব্‌চ? আমার মর্‌তে একটুও দুঃখ হবে না। আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব। কেবল তোমাকে যে আর এ জন্মে দেখ্‌তে পাব না, এই জন্যেই আমার——(ক্রন্দন)

সেনানায়ক। রাজকুমারি, আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই। মহারাজ আপনার কাছে এই কথা ব'ল্‌তে ব'লে দিয়েছেন যে, যদি পিতার অবাধ্য হ'তে আপনার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

সরোজিনী। মা, আমি তবে চল্লেম। আর কি ব'ল্‌ব?—আমার এখন একটী কথা রেখো, আমার মৃত্যুর জন্যে যেন পিতাকে তিরস্কার ক'র না। এই আমার শেষ অনুরোধ। এখন আমি জন্মের

মত বিদায় হ'লেম। আর একটী অনুরোধ যত দিন রোষেনারা এখানে থাক্‌বে, সে যেন কোন কষ্ট না পায়।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজিনীর প্রস্থান ও রাজমহিষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

সেনানায়ক। (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি, আপনাকে সঙ্গে যেতে মহারাজ নিষেধ করেছেন।

রাজমহিষী। কি! আমায় যেতে নিষেধ?—আমি নিষেধ মানিনে; বাছা আমার যেখানে যাবে, আমিও সেই খানে যাব—দেখি আমায় কে আট্‌কায়?—ছাড়্ পথ বলচি। আমার কথা শুন্‌চিস্ নে—রাজমহিষীর কথা শুন্‌চিস্ নে? সুরদাস,——তোমরা এখানে কি কত্তে আছ?

সুরদাস। দেবি! এবার মহারাজের আদেশ, এবার কি ক'রে————

রাজমহিষী। ভীরু, দে তোর তলবার—(সুরদাসের নিকট হইতে তলবার কাড়িয়া লইয়া সেনানায়কের প্রতি) পথ ছেড়ে দে—না হলে এখনি তোর——

সেনানায়ক। (স্বগত) রাজমহিষীর গাত্র কি ক'রে স্পর্শ করি? পথ ছাড়্‌তে হল।

(সেনাগণের পথ ছাড়িয়া দেওন—ও রাজমহিষীর বেগে প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দিরের নিকটস্থ একটী বিজন স্থান।

(ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।)

ভৈরব। (চংক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এখনই তো হিন্দুদের মধ্যে বেশ ঝগ্‌ড়া বেধে উঠেছে, বলিদানের সময় দেখ্‌ছি আরও তুমুল হয়ে উঠ্‌বে। চিতোরপুরী তো এখন এক প্রকার অরক্ষিত ব'ল্লেও হয়; সেখান থেকে প্রায় সমস্ত সৈন্যই এখানে পূজা দেবার জন্যে চলে এসেছে; এই ঠিক্ আক্রমণের সময়। এদিকে হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে কলহ ক'রে সময় অতিবাহিত ক'র্‌বে—ওদিকে আল্লাউদ্দিন চিতোর পুরী আক্রমণের বেশ অবসর পাবেন। যদিও চিতোর এখান থেকে দূর নয়, তবুও হিন্দুদের প্রস্তুত হয়ে যথাকালে সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হবার সম্ভাবনা। আর, এই যুদ্ধবিগ্রহের সম্বন্ধে, দুই এক দিনের অগ্র পশ্চাতই সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। এবার আমাদের নিশ্চয়ই জয় হবে; আর, শুদ্ধ জয় নয়, আমি যে ফন্দি করেছি, তাতে চিতোরের সিংহাসন চিরকালের জন্য আমাদের অধিকৃত হবে। লক্ষ্মণসিংহের তেজস্বী পুত্রগণ বেঁচে থাক্‌তে আমা-

দের সে আশা কখনই পূর্ণ হবার নয়, কিন্তু তারও এক উপায় ক'রেছি। আমি যে মিথ্যা দৈববাণী ক'রেছিলেম যে,—

"————————বাপ্পা-বংশ জাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজ-ছত্র-ধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজ-লক্ষ্মী আর।"

এই কথা সেই নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধ লক্ষ্মণসিংহ দৈববাণী ব'লে বিশ্বাস ক'রেছে, আর সে যে এই বিশ্বাস-অনুযায়ী কাজ ক'র্‌বে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আর, তা হ'লেই আমার যা মৎলব্ তা সিদ্ধ হবে; লক্ষ্মণসিংহ একেবারে নির্ব্বংশ হবে, তার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে; আর, তার পুত্রগণ, ম'লেই আমরা নিষ্কণ্টকে ও নির্ব্বিবাদে চিতোর রাজ্য ভোগ ক'ত্তে পার্‌ব।———এখন কিন্তু আমাদের বাদসাকে কি ক'রে সংবাদ দি? সেই ফতেউল্লা ব্যাটা ছিল—বোকাই হোক্ আর যাই হোক্, অনেক সময় আমার কাজে আস্‌ত; সে ব্যাটা যে—সেই গ্যাছে—আর ফিরে আস্‌বার নামও করে না। এখন কি করি? ব্যাটা এখন এলে যে বাঁচি; ওকে?—এই যে! সেই ব্যাটাই আস্‌ছে দেখ্‌ছি—নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই এসে উপস্থিত্।

(ফতেউল্লার প্রবেশ।)

ফতে। চাচাজি! মুই আয়েছি, স্যালাম।

ভৈরব। তুমি এসেছ—আমাকে কৃতার্থ ক'রেছ আর কি? হারামজাদা, আমি তোকে এত ক'রে শিখিয়ে দিলেম—এর মধ্যেই সব জলপান ক'রে ব'সে আছিস্?

ফতে। (মহম্মদের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া) কি মোরে শেখায়েছ?

ভৈরব। আমি যে তোকে ব'লে দিয়েছিলেম যে, আমাকে কখন এখানে সেলাম কর্‌বি নে—আমাকে হিন্দুদের মতন প্রণাম কর্‌বি, তা এই বুঝি?

ফতে। চাচাজি! ওডা মোর ভুল হয়েছে—এই আবার প্যান্নাম করি—(প্রণাম করণ) এই—স্যালামও যা, প্যান্নামও তা; কথাডা অ্যাহি, তবে কি না এডা হঁ্যাদুর কায়্‌দা—ওডা মোসলমানির কায়্‌দা।

ভৈরব। আর তোমার ব্যাখ্যায় কাজ নেই—ঢের হয়েছে।

ফতে। চাচাজি! ওডা যে ভুল হয়েছে, তাতো মুই কবুল কচ্চি—আবার ধম্‌কাও ক্যান্?

ভৈরব। আবার ব্যাটা আমাকে চাচাজি ব'লে ডাক্‌চিস্? তোকে আমি হাজার বার ব'লে-দিয়েছি, আমাকে ভৈরবাচার্য্য মশায় ব'লে ডাক্‌বি, তবু তোর চাচাজি কথা এখনও ঘুচ্‌লো না? কোন্ দিন দেখ্‌ছি তোর জন্যে আমাকে মুসলমান ব'লে ধরা পড়্‌তে হবে।

ফতে। মুই কি বল্‌চি?—মুইতো ঐ বল্‌চি—তবে কি না অত বড় বাৎটা মোর মুয়ে আসে না—তাই ছোট করে লয়েছি—

ভৈরব। ভাল্, না হয়, আচার্য্যিই বল্—চাচাজি কিরে ব্যাটা?

ফতে। এই দ্যাহ!——মুই আর বল্চি কি? মুইও তো তাই বল্চি।

ভৈরব। তুই কি বল্চিস্? আচ্ছা বল্‌দিকি আচার্য্যি।

ফতে। চাচাজি;—তুমি যা বল্চ মুইও তো তাই বল্চি।

ভৈরব। হাঁ তা ঠিকই বলিছিস্। (স্বগত) দূর কর—ব্যাটার সঙ্গে আর বোক্‌তে পারা যায় না—(প্রকাশ্যে) ভাল সে কথা যাক্, তুই আস্‌তে এত দেরি কল্লি কেন বল্‌দিকি?

ফতে। দের্ কল্লাম ক্যান্?—মোর যে কি হাল্ হয়ছ্যাল, তা তো তুমি একবারও পুছ কর্‌বা না চাচাজি?—খালি দের্ কল্লি ক্যান্?—দের কল্লি ক্যান্! (উচ্চৈঃস্বরে) মুই যে কি নাকাল হয়ছি—তা খোদাই জানে—আর কি কব।

ভৈরব।—চুপ্ চুপ্ চুপ্!—অমন ক'রে চ্যাঁচাস্ নে—(স্বগত) এ ব্যাটা আমাকে মজালে দেখ্‌চি, ভাগ্যি এ স্থানটী নির্জ্জন ছিল, তাই রক্ষে।—আঃ—এ ব্যাটাকে নিয়ে পারাও যায় না—আবার এ না হ'লেও আমার চলে না। ভাল মুস্কিলেই পড়েছি। (প্রকাশ্যে) তোর কি হয়েছিল বল্‌দিকি;—আস্তে আস্তে বল্, অত চ্যাঁচাস নে।

ফতে। (মৃদুস্বরে) আর দুঃক্ষের কথা কব কি চাচাজি; মুই এহানে আস্‌ছেলাম—পথের মদ্দি হ্যাঁহু ব্যাটারা মোরে চোর বলি ধর পাকড় করি কয়েদ কল্লে, আর কত যে বেইজ্জৎ কল্লে তা তোমার সাক্ষাতি আর কব কি———শ্যাসে যহন টাহা কড়ি কিছু পালে না,

তহন মোর কাপড় চোপড় কাড়ি লয়ে এক গালে চুন্ন আর এক গালে কালি দে হাঁকায়ে দেলে। মোর আবস্থার কথা তোমার কাছে আর কি কব চাচাজি।

ভৈরব। আর কোন কথা তো তুই প্রকাশ করিস্ নি?—তা হলেই সর্ব্বনাশ।

ফতে। মোর প্যাটের কথা কেউ জান্‌তি পার্‌বে?——এমন বোকা মোরে পাউনি। মোর জান্ যাবে, তবু প্যাটের কথা কেউ জান্‌তি পার্‌বে না।

ভৈরব। ভাল, তোর প্যাটের কথাই যেন কেউ না জান্‌তে পাল্লে, কিন্তু তোর কাছে যে আমার চিটির নকল গুল ছিল, সে সব তো ফেলে আসিস্ নি?

ফতে। ঐ যাঃ!—চাচাজি! সে গুল মোর বুচ্‌কির মদ্দি ছ্যাল চাচাজি!

ভৈরব। (সচকিত ভাবে) অ্যাঁ?—ব্যাটা করিচিস্ কি! সর্ব্ব-নাশ করিচিস্?

ফতে। মোর কাপড় চোপড় কাড়ি ন্যালে তো মুই করব কি! মুই যে জান্ লয়ে পেলিয়ে এস্‌তে পারেছি এই মোর বাপ্পার ভাগ্যি।

ভৈরব। (স্বগত) তবেই তো সর্ব্বনাশ! এখন কি করা যায়?—তবে কি না চিটিগুল ফার্সিতে লেখা, তাই রক্ষে। হিন্দু ব্যাটাদের সাধ্যি নেই যে, সে লেখা বোঝে। না, সে বিষয়ে কোন

ভয় নেই। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোকে ফের দিল্লি যেতে হ'চ্চে। এই চিটিটা বাদসার কাছে নিয়ে যা—পার্‌বি তো?

ফতে। পার্‌ব না ক্যান্? মুই এহনি নিয়ে যাচ্চি। এহান হ'তি মুইতো যাতি পাল্লিই বাঁচি।

ভৈরব। তবে এই নে (পত্র প্রদান) দেখিস্, এবার খুব সাবধানে নিয়ে যাস্।

ফতে। মোরে আর বল্‌তি হবে না—মুই চল্লাম-- স্যালাম চাচাজি।

(ফতেউল্লার প্রস্থান।)

ভৈরব। যাই—দেখিগে, মন্দির-প্রাঙ্গণে বলিদানের কিরূপ উদ্যোগ হ'চ্চে। বোধ হয় এতক্ষণে সব প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে।

(ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ।

(ধূপধুনা প্রভৃতি বলিদানের সজ্জা—সরোজিনী যজ্ঞবেদির সম্মুখে উপবিষ্টা—লক্ষ্মণসিংহ ম্লানভাবে দণ্ডায়মান—পুরোহিত ভৈরবাচার্য্য আসনে উপবিষ্ট—লক্ষ্মণসিংহের নিকট রণধীর দণ্ডায়মান—চতুঃপার্শ্বে সৈন্যগণ।)

ভৈরবাচার্য্য। মহারাজ! আর বিলম্ব নাই, বলিদানের সময় হয়ে এসেছে, এইবার অনুমতি দিন।

লক্ষ্মণ। আমাকে এখন জিজ্ঞসা করা যা,—আর ঐ প্রাচীরকে জিজ্ঞাসা করাও তা—আমার অনুমতিতে তোমাদের এখন কি কাজ হবে?———এখন ঐ রক্তপিপাসু রণধীর-সিংহকে জিজ্ঞাসা কর—এই উন্মত্ত রাজপুত সৈন্যদের জিজ্ঞাসা কর—আমার কথা এখন কে শুন্‌বে?—আমার কর্ত্তৃত্ব এখন কে মান্‌বে?

রণধীর। মহারাজ! দৈবের প্রতিকূলে সংগ্রাম করা নিষ্ফল।

ভৈরব। মহারাজ! শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর বিলম্ব করা যায় না।—জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়!

সৈন্যগণ। (কলরব করত) জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়! মহারাজ শীঘ্র আদেশ দিন—আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না—

সরোজিনী। পিতঃ! অনুমতি দিন, আর বিলম্বে ফল কি? দেখুন; আমার রক্তের জন্যে সকলেই লালায়িত হয়েছে, আপনার এই হতভাগিনী দুহিতাকে জন্মের মত বিদায় দিন।

লক্ষ্মণ। (ক্রন্দন) না মা, আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পার্‌ব না। বৎসে! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই, তবুও বৎসে, মনে ক'র না আমার হৃদয় একেবারেই পাষাণে নির্ম্মিত। রণধীর! তুই তো আমার সর্ব্বনাশের মূল, কি কুক্ষণেই আমি তোর পরামর্শ শুনেছিলেম!—কতবার আমি মন পরিবর্ত্তন ক'রেছি—আর কতবার তুই আমাকে ফিরিয়ে এনিছিস্। না—আমি এ কাজে কখনই অনুমোদন ক'র্‌ব না, রণধীর,—না, আমার এতে মত নেই—আমার রাজত্বই লোপ হোক্, আর মুসলমান্‌দেরই জয় হোক্, বা দেশই উৎসন্ন হ'য়ে যাক্, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

সৈন্যগণ। অমন কথা ব'ল্‌বেন না মহারাজ—অমন কথা ব'ল্‌বেন না। বাপ্পারাওর বংশে ওরূপ কথা শোভা পায় না।

সরো। পিতঃ, আমার জন্যে আপনি কেন তিরস্কারের ভাগী হ'চ্চেন? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবনহস্ত হ'তে নিস্তার পায়, তা হ'লেই

আমার এই জীবন সার্থক হবে। পিতঃ রাজপুত-কন্যা মৃত্যুকে ভয় করে না। সে জন্য আপনি কেন চিন্তিত হ'চ্চেন?

সৈন্যগণ। ধন্য বীরাঙ্গনা!—ধন্য বীরাঙ্গনা!—আচার্য্য মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন? জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়!

লক্ষ্মণ। না মা, তোমার কথা আমি শুন্‌বো না—ভৈরবাচার্য্য মহাশয়, আপনি এখান থেকে উঠুন—উঠুন ব'ল্‌চি—এ সব সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করুন—আমি থাক্‌তে এ কাজ কখনই হবে না।—যাও রণধীর! তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এখনি প্রস্থান কর, আমি থাক্‌তে তোমার কর্ত্তৃত্ব কিসের?—আমি রাজা, তা কি তুমি জান না?

রণধীর। মহারাজ! যতক্ষণ রাজা দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ততক্ষণই তিনি রাজা নামের যোগ্য।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হ'চ্চেন? আমার জন্যে আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। এ কথা যেন কেউ না ব'ল্‌তে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'ল; বাপ্পারাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হ'ল; বরং এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়।

লক্ষ্মণ। না মা, লোকে আমায় যাই বলুক, আমি কখনই তোমাকে মৃত্যুমুখে যেতে দেব না। তোমার ও সুকুমার দেহে পুষ্পের আঘাতও সহ্য হয় না—তুমি এখন বাছা কি ক'রে—কি ক'রে—ওঃ—ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! যান্—আপনাকে আর প্রয়োজন নাই;—যান্ বল্‌চি। এখনি এখান থেকে প্রস্থান্ করুন।

ভৈরব। (রণধীরসিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ কি আদেশ ক'চ্চেন শুন্‌চেন তো? এখন কি কর্ত্তব্য বলুন।

রণধীর। মহারাজ! এই কি আপনার ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা? এই কি আপনার দেশানুরাগ? এই কি আপনার দেব-ভক্তি? এইরূপে কি আপনি সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের বংশ ব'লে পরিচয় দেবেন? আর, চতুর্ভুজা দেবীর এই পবিত্র মন্দিরে দণ্ডায়মান হয়ে, তাঁর সমক্ষেই আপনি তাঁর অবমাননা ক'ত্তে সাহসী হ'চ্চেন?

লক্ষ্মণ। কি দেবীর অবমাননা? না রণধীর, আমা হ'তে তা কখনই হবে না তোমাদের যা কর্ত্তব্য তা কর, আমি চল্লেম। (গমনোদ্যম)

ভৈরব। ওকি মহারাজ! কোথায় যান? আপনি গেলে উৎসর্গ কর্‌বে কে? তা কখনই হ'তে পারে না।

লক্ষ্মণ। (ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর, এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর আমি দেখ্‌তে পারি নে।

রণধীর। না মহারাজ, আপনাকে এদৃশ্য আর দেখ্‌তে হবে না; আমি তার উপায় কচ্চি। মহারাজ! আপনি এখন শিশুর ন্যায় হয়েছেন, শিশুকে যেরূপে ঔষধ খাওয়াতে হয়, আমাদের এখন সেই রূপ উপায় অবলম্বন ক'ত্তে হবে। আসুন, এই বস্ত্র দিয়ে আপনার চক্ষু বন্ধন ক'রে দি, তা হ'লে আর আপনার কষ্ট হবে না।

লক্ষ্মণ। তোমাদের যা অভিরুচি কর। আমার নিজের উপর

এখন কোন কর্ত্তৃত্ব নেই। তোমরা এখন যা বল্‌বে, তাই ক'র্‌ব; দাও, আমার চক্ষু বন্ধন ক'রে দাও।

(রণধীর কর্ত্তৃক বস্ত্র দ্বারা রাজার চক্ষু বন্ধন।)

লক্ষ্মণ। রণধীর! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌চে।

রণধীর। আমি আপনার হাত ধর্‌চি,—আমার স্কন্ধের উপর আপনি শরীরের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করুন। (ঐরূপ ভাবে দণ্ডায়মান) ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! অনুষ্ঠান সংক্ষেপে সার্‌তে হবে—মহারাজ অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌চেন।

ভৈরব। সে জন্য চিন্তা নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমি সমস্ত শেষ কচ্চি। (পুষ্পাঞ্জলি লইয়া) শ্মশানালয়-বাসিন্যৈ চতুর্ভুজা-দেব্যৈ নমঃ। (খড়্গ লইয়া)

"খড়্গায় খরধারায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপর।
বলিশ্চেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গ-নাথ নমোঽস্তু তে॥"

অদ্য কৃষ্ণে পক্ষে, অমাবস্যায়াং তিথৌ, সূর্য্যবংশীয়স্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসিংহস্য বিজয়কামনয়া, ইমাং বলিরূপিণীং কুমারীং সরোজিনীমহং ঘাতয়িষ্যামি। (সরোজিনীর প্রতি) মা! অধীর হয়ো না।

সরোজিনী। (স্বগত) চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, তোমাদের সবার নিকট এইবার আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম,

একটু পরে আর এ চক্ষু তোমাদের শোভা দেখ্‌তে পাবে না। কিন্তু তাতেও আমি তত কাতর নই। তোমাদের আমি অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারি; কিন্তু পিতাকে, মাকে, বিজয়সিংহকে ছেড়ে কেমন ক'রে আমি—ওঃ! (ক্রন্দন) মা তুমি কোথায়?—তোমার সঙ্গে কি আর এ জন্মে দেখা হবে না?—আমার এই দশা দেখেও কি তুমি নিশ্চিন্ত আছ? কুমার বিজয়সিংহ? তুমিও কি জন্মের মত আমায় বিস্মৃত হ'লে? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তো মার্জ্জনা কর, এই সময়ে একটিবার আমাকে দ্যাখা দাও—আর আমি কিছু চাই নে। (ক্রন্দন)

ভৈরব। চতুর্ভুজার উদ্দেশে এই খানে প্রণাম কর। আর ক্রন্দন ক'র না। (সরোজিনীর প্রণত হওন) (ভৈরব খড়্গ হস্তে উত্থান করিয়া) জয় মা চতুর্ভুজে!

লক্ষ্মণ। (ব্যাকুল ভাবে) এমন কাজ করিস্ নে—করিস্ নে—পাষণ্ড! ক্ষান্ত হ!—ছেড়ে দে আমাকে—রণধীর! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে, তোমাকে মিনতি কচ্চি ছেড়ে দাও———

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। (পুনর্ব্বার খড়্গ উঠাইয়া)——

"জয় দেবি ভয়ঙ্করী! নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!
ঘোর-কাল-রাত্রি-রূপা! দিগম্বর-বুকে তু পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!

জল স্থল রসাতল, পদ-ভরে টল-মল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল, বিদ্যুতয়ে তরবাল,
সিংহনাদ পলকে পলকে!
রক্তে-রক্ত মহা মহী! রক্ত ঝরে অসি বহি!
রক্তময় খাঁড়া লক্-লকে!
লোল-জিহ্বা রক্ত ভুকে, ক্ষত অঙ্গ শত মুখে,
রক্ত বমে ঝলকে ঝলকে।
উর' কালি কপালিনী! উর' দেবি করালিনী
নর-বলি ধর উপহার!
উর' জলধর-নিভা! উর' লক-লক-জিভা!
পূর' বাঞ্ছা সাধক জনার।"

জয় মা চতুর্ভুজে!——(আঘাত করিবার উদ্যম)

(বিজয়সিংহের দ্রুতবেগে ঘোর কোলাহলে প্রবেশ ও ভৈরবাচার্য্যের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লওন।)

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! অমন নিষ্ঠুর কাজ ক'র্‌বেন না—ক'র্‌বেন না—আমার কথা শুনুন——

বিজয়। কি ভয়ানক!—মহারাজের আজ্ঞার বিপরীতে এই দারুণ

হত্যাকাণ্ড হ'তে যাচ্ছিল? (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি) নিষ্ঠুর! পাষণ্ড! তোর এই কাজ?

লক্ষ্মণ। না জানি কোন্ দেবতা এসে আমার সহায় হয়েছেন—তুমি যেই হও, আমার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দাও—আমি একবার দেখি, আমার সরোজিনী বেঁচে আছে কি না।

বিজয়। মহারাজ, আপনার আর কোন ভয় নাই, আমি থাক্‌তে আর কারও সাধ্য নাই যে রাজকুমারীর গাত্র স্পর্শ করে। আমি এখনি আপনার চক্ষের বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্চি।

লক্ষ্মণ। কে?—বিজয়সিংহের কণ্ঠ-স্বর না?—আঃ বাঁচলেম! এইবার জান্‌লেম আমার সরোজিনী নিরাপদ হ'ল।

বিজয়। (স্বীয় সৈন্যের প্রতি) সৈন্যগণ!—মহারাজের চক্ষের বন্ধন শীঘ্র মোচন ক'রে দাও। (সৈন্যগণ কর্তৃক মহারাজের বন্ধন মোচন)

রণধীর। দেখ বিজয়সিংহ! তুমি এক পদ অগ্রসর হয়েছ কি, এই অসি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ কর্‌বে।

বিজয়। (ভৈরবাচার্য্যকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ! দেখ দেখ, ঐ পাষণ্ড পুরোহিত পালাবার উদ্যোগ ক'চ্চে—তোমরা ওকে ঐখানে ধ'রে রাখ—আগে রণধীরের রণ-সাধ মেটাই, তার পর ওরও মুণ্ডপাত কচ্চি। (সৈন্যগণের ভৈরবকে ধৃত করণ)

ভৈরব। (সকম্পে স্বগত) তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ! হা!

অবশেষে আমার কপালে কি এই ছিল? এত দিনের পর দেখ্‌ছি আমায় পাপের শাস্তি পেতে হ'ল! এখন বাঁচ্‌বার উপায় কি? (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমার এতে কোন দোষ নাই—দেবতার আজ্ঞা কি ক'রে বলুন দেখি——

বিজয়। আমি ওসব কিছুই শুন্‌তে চাই নে।

ভৈরব। মহাশয়! তবে স্পষ্ট কথা বলি, আমার বড়ই সন্দেহ হ'চ্চে। যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়্‌চে, তখন বোধ হয়, এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়; আমার গণনায় হয় তো কোন ভুল হয়ে থাক্‌বে। মহাশয়! কিছুই বিচিত্র নয়, মুনিরও মতিভ্রম হ'তে পারে। যদি অনুমতি হয় তো আর একবার আমি গণনা ক'রে দেখি।

লক্ষ্মণ। গণনায় ভুল? গণনায় ভুল?—আ!——

বিজয়। আচ্ছা, আমি আপনাকে গণনার সময় দিলেম। সৈন্যগণ! এখন ওঁকে ছেড়ে দাও। (ভৈরবাচার্য্যের গণনার ভানে মাটিতে আঁক পাড়া) (পরে বিজয়সিংহ রণধীরের নিকটে আসিয়া) এখন রণধীরসিংহ! এস দিকি, দেখা যাক্‌, কে কারে শমন-সদনে পাঠায়।

রণধীর। এস——স্বচ্ছন্দে——

(উভয়ের কিয়ৎকাল অসিযুদ্ধ।)

ভৈরব। মহাশয়েরা একটু ক্ষান্ত হোন্‌, বাস্তবিকই দেখ্‌চি আমার গণনায় ভুল হ'য়েছিল।

রণধীর। কি! গণনায় ভুল? (যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া) মহাশয়! আমি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'ল্লেম।

বিজয়। কি !—এর মধ্যেই ?—

রণধীর। আর আপনার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই।

বিজয়। সে কি মহাশয় ?

রণধীর। আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস ক'রে, কেবল স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় ও কর্ত্তব্য-বোধে এতদূর পর্য্যন্ত ক'রেছিলেম, একটী অবলা বালাকে নিরপরাধে বলি দিয়ে, আর একটু হ'লেই সমস্ত রাজ-পরিবারকে শোক-সাগরে নিমগ্ন ক'চ্ছিলেম—এমন কি, রাজদ্রোহী হ'য়ে আমাদের মহারাজের প্রতি কত অত্যাচার,—কত অন্যায় ব্যবহারই ক'রেছি,—সেই গণনায় বিশ্বাস ক'রেই আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। সেই গণনাই যখন ভুল হ'ল, তখন তো আমার সকলই ভুল। কি আশ্চর্য্য !—দেকুন দিকি আচার্য্য মহাশয় ! আপনার এক ভুলে কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হ'য়েছে ; আপনারা দেখ্‌ছি সকলই ক'ত্তে পারেন ! আপনাকে আর কি ব'ল্‌ব—আপনি ব্রাহ্মণ—নচেৎ—

ভৈরব। মহাশয় ! শাস্ত্রেই আছে—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" যখন মহারাজ বলিদানের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন, আমার তখনই মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল যে, যখন এতে একটা বাধা পড়্‌ল, তখন অবশ্য এ বলি দেবতার অভিপ্রেত নয় ; আমার গণনার কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে থাক্‌বে। সেই জন্য আমিও একটু ইতস্ততঃ কচ্ছিলেম। তা যদি আমার মনে না হ'ত, তা হ'লে তো আমি কোন্ কালে কার্য্য শেষ ক'রে ফেল্‌তেম। তার পর যখন আবার কুমার বিজয়সিংহ এসে

প্রতিবন্ধকতাচরণ কল্লেন, তখন আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল—তখন মহাশয় গণে দেখি যে, যা আমি সন্দেহ ক'রেছিলাম তাই ঠিক্।

রণধীর। কি আশ্চর্য্য! শত্রুরা আমাদের গৃহদ্বারে; কোথায় আমরা সকলে একপ্রাণ হ'য়ে তাদের দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব, না—কোথায় আমাদেরই মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হ'য়েছে। মহারাজ! আপনার চরণে আমার এই অসি রাখ্‌লেম, আপনি এখন বিচার ক'রে আমার প্রতি যে দণ্ড আদেশ ক'র্‌বেন, আমি তাই শিরোধার্য্য ক'র্‌ব। মহারাজ! আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। প্রাণ-দণ্ড অপেক্ষাও যদি কিছু অধিক শাস্তি থাকে, আমি তারও উপযুক্ত।

লক্ষ্মণ। সেনাপতি রণধীর, তোমার অসি তুমি পুনর্গ্রহণ কর। তোমার লক্ষ্য যেরূপ উচ্চ ছিল, তাতে তোমার সকল দোষই মার্জ্জনীয়। আমার সরোজিনী রক্ষা পেয়েছে, এই আমি যথেষ্ট মনে করি। বৎস বিজয়সিংহ! তোমার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হ'লেম।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! এখন গণনায় কিরূপ দেখ্‌লেন? কি প্রকার বলি এখন আয়োজন ক'র্‌তে হবে বলুন। কেন না, যতই আমরা সময় নষ্ট ক'র্‌ব, ততই মুসলমানেরা সুযোগ পাবে।

লক্ষ্মণ। রণধীরসিংহ ঠিক্‌ই বলেছেন, এই ব্যালা কার্য্য শেষ ক'রে ফেলুন। বৎস বিজয়সিংহ! এই লও—সরোজিনীকে তোমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেম, তুমি এখন ওকে মহিষীর নিকট ল'য়ে যাও। তিনি দেখ্‌বার জন্য বোধ হয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রাজকুমারি! আমার অনুগামী হও।

(বিজয়সিংহ ও সরোজিনীর প্রস্থান।)

ভৈরব। (স্বগত) আমার মৎলব সম্পূর্ণ না হোক্, কতকটা হাসিল হ'তে পারে। এরা যখন বিবাদ বিসম্বাদে মত্ত ছিল, তখনই আমি বাদ্সাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। বোধ হয়, মুসলমানেরা এতক্ষণে চিতোরের দিকে রওনা হ'য়েছে। এখন বলিদানের বিষয় কি বলা যায়?—যা হয় তো একটা ব'লে দিই—(প্রকাশ্যে মহা গম্ভীর ভাবে) রাজপুতগণ! কিরূপ বলি চতুর্ভুজা দেবীর অভিপ্রেত, তা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দৈববাণীতে যে উক্ত হয়েছে—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে;
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর-পুরী——

এস্থলে "তব ঘরে" এই বাক্যের অর্থ—তব রাজ্যে, আর "সরোজ-কুসুম-সম"—এর অর্থ হ'চ্চে—পদ্মপুষ্পসদৃশ-লাবণ্যবতী; এই দুই একটি কথার অর্থ-বৈপরীত্য হেতু সমস্ত গণনাই ভুল হ'য়ে গিয়েছিল, আর, এখন আমি বুঝ্তে পাচ্চি, কেন ভুল হ'য়েছিল। গণনাটা

শনিবার রজনীর শেষ যামার্দ্ধে হ'য়েছিল, এই হেতু গণনায় কাল-রাত্রি দোষ বর্ত্তেছে। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রেই আছে যে,——

"রবৌ রসাব্ধী সিতগৌ হয়াব্ধী
দ্বয়ং মহীজে বিধুজে শরাশ্বৌ।
গুরৌ শরাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়া
শনৌ রসাদ্যন্তমিতি ক্ষপায়াম্॥"

মহাশয়! আপনারা জান্‌বেন যে, এই দোষ গণনার পক্ষে বড় বিঘ্নকারী, গণনা যদি ঠিক্‌ও হয়, তবু এই কাল-বেলা দোষে অর্থ বিপরীত হ'য়ে পড়ে। এখন গণনায় যেরূপ সিদ্ধান্ত হ'য়েছে, তা আপনাদের বলি, সেইরূপ আপনারা এখন কার্য্য করুন্।

সৈন্যগণ। বলুন মহাশয়, শীঘ্র বলুন—এখনি আমরা সেইরূপ ক'চ্চি।

ভৈরব। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন এখনি যাত্রা কর, এই মন্দির-প্রাঙ্গণ-সীমার অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে সুকোমল পদ্মপুষ্পসম লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা যে কোন রূপসী তোমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত হবে, সেই জান্‌বে, বলিদানের যথার্থ পাত্র।

এক জন সৈনিক। আচার্য্য মহাশয়! আমি তার অন্বেষণে এখনি চল্লেম।

রণধীর। যাও—শীঘ্র যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি, আবার কোন্ অভাগিনীর কপালে বিধাতা মৃত্যু লিখেছেন।

(রোষেনারাকে লইয়া সৈনিকের পুনঃপ্রবেশ।)

সৈনিক। মহাশয়! আমি এই মন্দিরের বাহিরে বেরিয়েই এই যুবতীকে দেখ্‌তে পেলেম।

ভৈরব। (স্বগত) এ কি! এই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গেই না আমাদের সে দিন পথে দেখা হ'য়েছিল? আহা! ওর মুখ খানি দেখ্‌লে বড় মায়া হয়। আমার কল্পনাই হোক্, আর যাই হোক্, এর মুখে যেন আমার সেই কন্যার একটু একটু আদল আসে। কিন্তু এ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না, কারণ তার এখানে আস্‌বার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

রোষেনারা। (স্বগত) হায়! অবশেষে আমাকেই কি ম'র্‌তে হ'ল?——হ্যাঁ, আমার পক্ষে মরণই ভাল। আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বিজয়সিংহ তো আমার কখনই হবে না। (ভৈরবাচার্য্যের প্রতি) পুরোহিত মহাশয়! আর কেন বিলম্ব ক'চ্চেন, এখনি আমার প্রাণবধ করুন। কেবল আপনার নিকট একটী আমার প্রার্থনা আছে। এই অন্তিম কালের প্রার্থনাটি অগ্রাহ্য ক'র্‌বেন না। পুরোহিত মহাশয়! আমি চির-দুঃখিনী, আমি অনাথা, জন্মাবধি আমি জানিনে যে, আমার মা বাপ্ কে; সূতিকা-গৃহেই আমার মার মৃত্যু হয়; আমার বাপ সেই অবধি নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন। শুনতে পাই

আপনি গণনায় সুনিপুণ, যদি গণনা ক'রে ব'লে দিতে পারেন, আমার মা বাপ কে, তা হ'লে আমি এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'র্‌তে পারি।

ভৈরব। (স্বগত) আমার কন্যার অবস্থার সঙ্গে তো খানিক্‌টা মিল্‌চে——কিন্তু একি অসম্ভব কথা।—আমি পাগল হয়েছি না কি? কেন বৃথা সন্দেহ কচ্চি,——তা যদি হ'ত তো সেই অর্দ্ধচন্দ্রের মত জড়ুল চিহ্নটী তো ওর গ্রীবাদেশে থাক্‌ত——বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর সব বদ্‌লাতে পারে, কিন্তু সে চিহ্নটী তো আর যাবার নয়।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এ স্ত্রীলোকটীকে যেন আমি কোথায় দেখিছি মনে হ'চ্চে। একবার মনে আস্‌চে আবার আস্‌চে না।

রণধীর। ভৈরবাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে ওরূপ চিন্তিত দেখ্‌ছি কেন? কার্য্য শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলুন। আর দেখুন, হৃদয়ের রক্তে দেবীর অধিক পরিতোষ হ'তে পারে—অতএব তার প্রতি দৃষ্টি-রেখে যেন কার্য্য করা হয়।

ভৈরব। (স্বগত) না—কেন মিথ্যা আর সন্দেহ কচ্চি। (প্রকাশ্যে) আর বিলম্ব নাই—এইবার শেষ কচ্চি—আপনি হৃদয়ের রক্তের কথা বল্‌ছিলেন—আচ্ছা তাই হবে। মা! এই খানেই স্থির হয়ে ব'স। জয় মা চতুর্ভুজে!

(ছুরিকার দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করণ—ও রোষেনারার ভূমিতলে পতন।)

লক্ষ্মণ। কি ক'ল্লেন মহাশয়? কি ক'ল্লেন মহাশয়? আমার

এবার মনে হয়েছে—যে মুসলমান কন্যাকে বিজয়সিংহ বন্দী ক'রে এনেছিল, এ যে সেই দেখ্‌ছি।

সৈন্যগণ। কি ! মুসলমান্ ?

রণধীর। কি ! মুসলমান ?

ভৈরব। (স্বগত) কি ! মুসলমান ? তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ !—কৈ ?—সেই চিহ্নটা তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে ; (গ্রীবাদেশ নিরীক্ষণ ও সেই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া) এই যে সেই চিহ্ন—তবে আর কোন সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) হায় ! কি সর্ব্বনাশ করেছি !——হায় আমি কাকে মাল্লেম, আমার কপালে কি শেষে এই ছিল ?

সৈন্যগণ। আচার্য্য মহাশয় ! অমন ক'চ্চেন কেন ? এত দুঃখ কেন ? এ কি রকম ?

লক্ষ্মণ। তাই তো একি ?

রণধীর। আপনি ওরূপ প্রলাপবাক্য ব'লচেন কেন ?—বোধ করি বলিদান দেওয়ার অভ্যাস নাই—তাই হত্যা করে পাগলের মতন হয়েছেন।

ভৈরব। মা ! তুই কোথায় গেলি মা ? একবার কথা ক মা——আমিই তোর হতভাগা পিতা মা——

রোষেনারা। অ্যাঁ !—কে ?—আপনি—পিতা কি———অপরাধে ?———— (মৃত্যু)

ভৈরব। অ্যাঁ ? কি বল্লে মা ? অপরাধ ! অপরাধ ! কি অপরাধ ! ওঃ ! ওঃ ! ওঃ ! (মুহূর্ত্ত কাল একদৃষ্টে শবের প্রতি

নিরীক্ষণ করিয়া) কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে? কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—তোদেরই এই কাজ তোরাত আমার সর্ব্বনাশ করেচিস্। মার মার, সব ভেঙ্গে ফ্যাল্, দূর হ দূর হ, তোরা সব দূর হ।

(ছুরিকা আস্ফালন করত বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত উপাদান সমস্ত পদাঘাত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ)

রণধীর। সৈন্যগণ! আচার্য্য মহাশয় পাগল হয়ে গেছেন ওঁকে ধ'রে ওঁর ছুরিকা শীঘ্র হাত থেকে কেড়ে লও।

(ভৈরবের হস্ত হইতে সৈন্যগণের ছুরিকা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

ভৈরব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমাকে—সব গেল সব গেল সব গেল——ছাড় আমাকে বল্‌চি (হস্ত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান।)

রণধীর। একি ব্যাপার? আমি তো এর কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। সকলি ভোজবাজির মত বোধ হ'চ্চে। ও হ'ল যবন-কন্যা, ভৈরবাচার্য্য ওর পিতা হ'ল কি করে?

লক্ষ্মণ। তাই তো আমারো বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে। বোধ হয় হত্যা ক'রে পাগল হয়েছেন, নাহ'লে তো আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

রণধীর। আর, অবশেষে এই অস্পৃশ্যা যবনকন্যার রক্তই কি দেবীর প্রার্থনীয় হল?

লক্ষ্মণ। যবনদের উপর যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা এই বলি-দানেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে।

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমাদেরও তাই মনে হ'চ্চে।

রণধীর। সৈন্যগণ! চল,—এখন এই বলির রক্ত লয়ে দেবীকে উপহার দেওয়া যাক্।

(শিবিরের পটক্ষেপণ ও সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লক্ষ্মণসিংহের শিবির।

অমলা ও রাজমহিষীর প্রবেশ।

অমলা। জানেন দেবি, এই বিপদের মূল কে? জানেন আমাদের রাজকুমারী কোন্ কালসাপিনীকে হৃদয়ের মধ্যে পুসেছিলেন? সেই বিশ্বাসঘাতিনী রোষেনারা, যাকে রাজকুমারী এত আদর ক'রে তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন, সেইই আমাদের পালাবার সমস্ত কথা রাজপুত সৈন্যদের ব'লে দিয়েছিল।

রাজমহিষী। সেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে! বিধাতা কি তার পাপের শাস্তি দেবেন না?—(কিয়ৎক্ষণ পরে) হা! না জানি এতক্ষণে আমার বাছার অদৃষ্টে কি হয়েছে। অমলা! আমি আর একবার যাই, দেখি এবার আমি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি কি না; আমাকে তুমি আর বাধা দিও না।

অমলা। দেবি, এখনও আপনি ঐ কথা ব'ল্‌চেন? গেলে যদি কোন কাজ হ'ত, তা হ'লে আপনাকে আমি কখনই বারণ কত্তেম না। আপনি তিন তিন বার মন্দিরের মধ্যে যেতে চেষ্টা ক'ল্লেন—তিনবারই দেখুন আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। একে আহার নেই, নিদ্রা নেই, শরীরে বল নেই, তাতে আবার যখন তখন মূর্চ্ছা যাচ্চেন, এই অবস্থায় কি এখন যাওয়া ভাল? আর, সে জন্যে আপনি ভাব্‌চেন কেন?—সেখানে যখন মহারাজ আছেন, তখন আর কোন ভয় নেই—বাপ কি কখন আপনার চখের সাম্‌নে আপনার মেয়েকে মার্‌তে দেখ্‌তে পারে?

রাজমহিষী। অমলা, তুই তবে এখনও তাঁকে চিনিস্‌নি; তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই; না অমলা, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে—আমি আর এখানে থাক্‌তে পাচ্চি নে—যাই মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বার জন্যে আর একবার চেষ্টা করি গে—এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। দেবী চতুর্ভুজা তো আমার প্রতি একেবারে নির্দ্দয় হয়েছেন; এখন দেখি যদি আর কোন দেবতা আমার উপরে সদয় হন। (গমনোদ্যম)

(রামদাসের প্রবেশ।)

রামদাস। দেবি! আর একজন দেবতা যে আপনার উপরে সদয় হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজকুমার বিজয়সিংহ আপনার প্রার্থনা পূর্ণ ক'ত্তে উদ্যত হয়েছেন। তিনি সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছেন। আমি দেখে এসেছি—চতুর্দ্দিকে

মার্ মার্ শব্দ উঠেছে—কেউ পালাচ্চে—কেউ দৌড়চ্চে—রাজকুমারের অসি হ'তে মুহুর্মুহু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুচ্চে—আর, মহা হুলস্থূল বেঁধে গেছে। তিনি আমাকে দেখে কেবল এই কথা ব'লে দিলেন যে, "যাও রামদাস, রাজমহিষীকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এস—আমি এখনি সরোজিনীকে উদ্ধার ক'রে তাঁর হস্তে সমর্পণ ক'চ্চি।" আমি তাই দেবি, আপনাকে নিতে এসেছি—আপনি আর কিছু ভয় ক'র্‌বেন না—মহারাজের সৈন্যেরা সব পালিয়ে গেছে।

রাজমহিষী। চল রামদাস চল—তুমি যে সংবাদ দিলে, তাতে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। রামদাস তুমি বেশ জান্‌বে, এখন আর কোন বিপদই আমাকে ভয় দেখাতে পারে না। যেখানে তুমি যেতে বল্‌বে, আমি সেই খানেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একি ?—বিজয়সিংহ না এইখানে আস্‌চেন ? হাঁ তিনিই তো; তবে দেখ্‌ছি আমার বাছা আর নেই—রামদাস! বোধ হ'চ্চে সব শেষ হ'য়ে গেছে।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। না দেবি! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, শান্ত হোন্, আপনার কন্যা বেঁচে আছেন। এখনি তাঁহাকে দেখ্‌তে পাবেন।

রাজমহিষী। কি ব'ল্লে বাছা—আমার সরোজিনী বেঁচে আছে ? কোন্ দেবতা তাকে উদ্ধার কল্লেন ? কার কৃপায় আবার আমি দেহে প্রাণ পেলেম ? বল বাছা বল, শীঘ্র বল।

বিজয়। দেবি! স্থির হয়ে শ্রবণ করুন, রাজপুতনা এমন ভয়ানক দিন আর কখনও দ্যাখে নি। সমস্ত শিবিরের মধ্যেই অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা; সকল রাজপুতেরাই রাজকুমারীর বলিদানের জন্য ভয়ানক ব্যগ্র, মন্দিরের চারি দিকে অসংখ্য সৈন্য উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান, কাহাকেও প্রবেশ করতে দিচ্চে না, এমন সময় আমি কতিপয় সৈন্য লয়ে তাদের মধ্যে দিয়ে পথ উন্মুক্ত ক'ল্লেম। তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হ'ল, রক্তের নদী বইতে লাগ্‌ল, মৃতে ও আহতে রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এইরূপ যুদ্ধ হ'তে হ'তে, শত্রুদিগের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। তখন তারা প্রাণ-ভয়ে যে কে কোথা পালাতে লাগ্‌ল, তার কিছুই ঠিকানা রইল না। এইরূপে আমি বলপূর্ব্বক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'ল্লেম। প্রবেশ ক'রে দেখি,—মহারাজ 'মের না মের না' ব'লে চীৎকার ক'চ্চেন—আর ভৈরবাচার্য্য অসি উঠিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে—ঐ যেমন আঘাত ক'র্‌বে, অমনি আমি তার হাতটা ধরে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, তার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লেম; এমন সময় সে ব'ল্লে যে, যখন এই বলিদানে এত বাধা প'ড়্‌ছে, তখন বোধ হয় গণনার কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে থাক্‌বে। এই ব'লে পুনর্ব্বার গণনায় প্রবৃত্ত হ'ল; তার পর গণনা ক'রে ব'ল্লে যে তার পূর্ব্ব গণনায়, বাস্তবিক ভুল হয়েছিল,—এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়। তখন সকলেই সন্তুষ্ট হ'লেন, ও মহারাজ আহ্লাদিত হয়ে রাজকুমারীকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেন। পরে রাজকুমারীকে ল'য়ে আমি

মন্দির হ'তে চ'লে এলেম। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়েছেন ব'লে, আমি শিবিরের অপর প্রান্তে তাঁকে রেখে, এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি। তাঁকে এখনি আমি নিয়ে আস্‌চি, আপনার আর কোন চিন্তা নাই।

রাজমহিষী। আ বাঁচ্‌লেম! বাছা তুমি চিরজিবী হও। আর তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে না—আমিই সেখানে যাচ্চি। বাছা তোমাকে আমি এখন কি দেব?—কি মূল্য দিয়ে—কি উপহার দিয়ে এখন যে তোমার উপকারের প্রতিশোধ ক'র্‌ব—তা ভেবে পাচ্চি নে——

বিজয়। আমি আর কিছুই চাই নে, আপনার আশীর্ব্বাদই আমার যথেষ্ট। দেবি, আর যেতে হবে না, রাজকুমারী স্বয়ংই এইখানে আস্‌চেন। এই যে, মহারাজও যে এই দিকে আস্‌চেন।

রাজমহিষী। কৈ?—কৈ?—আমার সরোজিনী কোথায়?

(লক্ষ্মণসিংহ ও রাজকুমারীর প্রবেশ।)

রাজকুমারী। কৈ?—মা কোথা?

রাজমহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন) এস বাছা আমার হৃদয়-রত্ন এস! (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ভাবে ও বাষ্পাকুল-লোচনে অবস্থান।)

লক্ষ্মণসিংহ। এস, বৎস বিজয়সিংহ! (আলিঙ্গন) তোমারি প্রসাদে পুনর্ব্বার আমরা সুখী হলেম।

রাজমহিষী। (রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ! এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন; আমি আপনাকে অনেক কটুবাক্য ব'লেছি—অনেক তিরস্কার ক'রেছি, আমার গুরুতর পাপ হ'য়েছে।

লক্ষ্মণ। না দেবি, তাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি যেরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, তাতে আমি তিরষ্কারেরই যোগ্য। মহিষি! যেমন পতঙ্গ অনলে আপনা হ'তেই পতিত হয়, তেমনি আমি আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান ক'রেছিলেম।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া রণধীরসিংহের প্রবেশ।)

রণধীর। মহাশয়! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

লক্ষ্মণ। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বিজয়। মুসলমানদের কিছু সংবাদ পেয়েছেন না কি?

রণধীর। এ যে সে সংবাদ নয়, তারা চিতোরপুরীর অতি নিকট-বর্ত্তী হয়েছে—এমন কি, আর একটু পরেই চিতোরপুরীতে প্রবেশ ক'র্‌বে।

লক্ষ্মণ। কি সর্ব্বনাশ! চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অর-ক্ষিত, আমার দ্বাদশ পুত্র মাত্র সেখানে আছে—আর তো প্রায় সকল সৈন্যই এখানে চ'লে এসেছে। এখন সরোজিনী ও মহিষীকে কি ক'রে প্রাসাদে নির্ব্বিঘ্নে লয়ে যাওয়া যায়?

বিজয়। মহারাজ! আমি সে ভার নিলেম। আমি সসৈন্যে অগ্রে এঁদের প্রাসাদে পৌঁছে দেব, তার পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।

রণধীর। চলুন তবে, আর বিলম্ব নয়, আমাদের সৈন্যেরা সকলেই প্রস্তুত।

রাজমহিষী। (স্বগত) এ আবার কি বিপদ!

লক্ষ্মণ। এস! সকলে আমার অনুগামী হও।

সৈন্যগণ। জয়! রাজা লক্ষ্মণসিংহের জয়——জয় মহারাজের জয়!

(লক্ষ্মণসিংহ ও সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

চিতোর পুরী।

চিতোর-প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত—ধূপ ধূনা প্রভৃতি উপকরণ সজ্জিত।

(গৈরিক-বস্ত্র ধারিণী সরোজিনী ও রাজ-
মহিষীর প্রবেশ।)

রাজমহিষী। বাছা!—তোর কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি। এক বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ না হ'তে হ'তেই আর এক বিপদ উপস্থিত,—এ বিপদ আরও ভয়ানক! যদি মুসলমানেরা জয়ী হ'য়ে এখানে প্রবেশ করে, তা হ'লে আমাদের সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হবে। তখন এই অগ্নি-দেবের শরণ ভিন্ন রাজপুত মহিলার আর অন্য উপায় নেই।

সরোজিনী। মা! যখন কুমার বিজয়সিংহ আমাদের সহায় আছেন, তখন কি মুসলমানেরা জয়ী হ'তে পারবে?

রাজমহিষী। বাছা, যুদ্ধের কথা কিছুই বলা যায় না। সকলই দেবতার ইচ্ছা। যা হোক্ আমরা যে দেবগ্রাম হ'তে নিরাপদে এখানে পৌঁছিতে পেরেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল ও জয়ধ্বনি।)

ঐ শোন্ কিসের শব্দ হচ্চে। আমার বোধ হয়, শত্রুরা নগর-তোরণের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। না জানি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে; আয়্ বাছা, এই ব্যালা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের এখানে আর কেহই সহায় নাই, এখন সকলেই যুদ্ধে মত্ত।

সরোজিনী। মা! একটু অপেক্ষা কর, আমার বোধ হ'চ্চে, কুমার বিজয়সিংহ এখনি জয়ের সংবাদ আমাদের নিকট আন্‌বেন।

(পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কোলাহল।)

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন্—ঐ শোন্, ক্রমেই যেন শব্দটা নিকট হ'য়ে আস্‌চে। আয়্ বাছা! আর বিলম্ব না, দুরাত্মা যবনেরা এখনি হয়তো এসে পড়্‌বে। ঐ দেখ্, কে আস্‌চে, এইবার বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল!

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। মহিষি! আর রক্ষা নেই। মুসলমানেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ, আপনি?—আমি মনে ক'রেছিলেম,

আর কে ; আ ! আপনাকে দেখে যেন আবার দেহে প্রাণ পেলেম, আপনি আমাদের কাছে থাকুন, তা হ'লে আমাদের আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

লক্ষ্মণ। মহিষি, আমি তোমাদের কাছে কি ক'রে থাক্‌ব ? আমার দ্বাদশ পুত্র সংগ্রামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তারা এতক্ষণে জীবিত আছে কি না, তাও আমি জানি নে। পূর্ব্বে এই রূপ দৈববাণী হ'য়েছিল যে, বাপ্পা বংশোদ্ভব দ্বাদশ কুমার একে একে রাজ্যাভিষিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণ না দিলে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাক্‌বে না। আমি মন্ত্রীকে ব'লে এসেছি, যেন এই দৈববাণীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করা হয়।

রাজমহিষী। মহারাজ ! আমাকে কি তবে একেবারেই পুত্রহীন কর্‌বেন ?

লক্ষ্মণ। মহিষি, তুমি রাজপুত-মহিলা হ'য়ে ওরূপ কথা কেন বল্‌চ ? যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তো রাজপুতের প্রধান ধর্ম্ম।

রাজমহিষী। আচ্ছা, মহারাজ ! আপনার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিলে আপনার ঘরে রাজলক্ষ্মীই বা কি ক'রে থাক্‌বে ? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। তা হ'লে তো আপনার বংশ একেবারে লোপ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ। মহিষি, দেবতাদের কার্য্য মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। যখন এইরূপ দৈববাণী হ'য়েছে, তখন আর তাতে আমাদের কোন সন্দেহ করা উচিত নয়।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ।

রামদাস। মহারাজ, আপনার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এগার জন রীতিমত অভিষিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এখন কেবল আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট।

লক্ষ্মণ। কি! এখন কেবল একমাত্র অজয়-সিংহ অবশিষ্ট?—হা!——

রাজমহিষী। মহারাজ, আমার অজয়কে আর যুদ্ধে পাঠাবেন না। আমি ওকে আপনার নিকট ভিক্ষা চাচ্চি। মহারাজ! এই অনুরোধটী আমার রক্ষা করুন।

লক্ষ্মণ। মহিষি, তা কি কখন হ'তে পারে? দৈববাণীর বিপরীত কার্য্য ক'ল্লে আমাদের কখনই মঙ্গল হবে না।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুরদাসের প্রবেশ।

সুরদাস। মহারাজ! মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র সব প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে। এরূপ ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র কেও কখন স্বপ্নেও মনে ক'ত্তে পারে না! কুমার বিজয়সিংহ এই সংবাদ আপনাকে দেবার জন্যে আমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হ'তে পাঠিয়ে দিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্র আর একটু আগে প্রকাশ হলেই সকল দিক্ রক্ষা হ'ত।

লক্ষ্মণ। সে কি সুরদাস?—মুসলমানদের ষড়্‌যন্ত্র?

রামদাস। সে কি?

সুরদাস। মহারাজ, ভৈরবাচার্য্য, যাকে আমরা এতদিন ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, সে এক জন ছদ্মবেশী মুসলমান।

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ?—সে মুসলমান?—সেকি সুরদাস?

সুরদাস। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, সে মুসলমান।

রামদাস। সে কি কথা?

লক্ষ্মণ। সে মুসলমান!—তবে কি সেই যবনকুমারী বাস্তবিকই তারি কন্যা?—ওঃ এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তা সম্ভব বটে। কি আশ্চর্য্য! এত দিন সে ধূর্ত্ত যবন আমাদের প্রতারণা ক'রে এসেছে! আমরা কি সকলে অন্ধ হ'য়ে ছিলেম?

সুরদাস। মহারাজ! তার মত ধূর্ত্ত আর জগতে নাই। সকলেই তার কাছে প্রতারিত হ'য়েছে। চতুর্ভুজাদেবীর মন্দিরের পূর্ব্ব পুরোহিত সোমাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সে ব্রাহ্মণের পুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে তাঁর ছাত্র হ'য়েছিল। পরে তাঁর এমন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, যে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত ক'রে যান। মহারাজ, দৈববাণী প্রভৃতি সকলি মিথ্যা, সমস্তই তারি কৌশল। বলিদানের সময় যখন আপনাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় চিতোর আক্রমণ করবার জন্যে সে যবন-রাজকে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়। মহারাজ! কুমার অজয়-সিংহের আর যুদ্ধে গিয়ে কাজ নাই, তিনি চিতোর হ'তে প্রস্থান করুন, তিনি যুদ্ধে প্রাণ দিলেই আপনি নির্ব্বংশ হবেন, আর তা হ'লেই ধূর্ত্ত যবনদের সকল মনস্কামনাই পূর্ণ হবে।

লক্ষ্মণ। কি আশ্চর্য্য! আমরা কি নির্ব্বোধ, এত দিন আমরা এর বিন্দু-বিসর্গও টের পাই নি! সুরদাস, এ সমস্ত এখন কি ক'রে প্রকাশ হ'ল?

সুরদাস। মহারাজ! ফতেউল্লা ব'লে এক জন চ্যালা ছিল। সেও ছদ্মবেশে মন্দিরে থাক্ত। সে এক দিন এই নগর দিয়ে যাচ্ছিল, এখানকার প্রহরীরা তাকে চোর মনে ক'রে ধরে তার পর তাকে ছেড়ে দেয়; সেই একটা কাপড়ের বুচ্‌কি ফেলে যায়,—সেই বুচ্‌কির মধ্যে কতকগুলি পত্র ছিল, সেই পত্রের সূত্র ধ'রে এই সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মণ। ওঃ—কি শঠতা! কি ধূর্ত্ততা! চল, আর না—ঐ ধূর্ত্ত যবনদের এখনি সমুচিত শাস্তি দিতে হবে—অজয়-সিংহকে নগর হ'তে এখনি প্রস্থান কর্‌তে বল—সেই আমার বংশ রক্ষা ক'র্‌বে। আমি এখন যুদ্ধে চল্লেম। এই হস্তে যদি শত-সহস্র যবনের মুণ্ডপাত ক'র্ত্তে পারি, তাহলেও এখন কতকটা আমার ক্রোধের শান্তি হয়। ওঃ!—কি চাতুরী! কি প্রতারণা!—কি শঠতা! মহিষি, আমি বিদায় হ'লেম; যদি যুদ্ধে জয় লাভ ক'ত্তে পারি,—চিতোরের গৌরব রক্ষা ক'ত্তে পারি, তা হলেই পুনর্ব্বার দেখা হবে, নচেৎ এই শেষ দেখা।

রাজমহিষী। (গদগদস্বরে) যান্ মহারাজ, বিজয়লক্ষ্মী যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চতুর্ভুজা দেবী যেন আপনাকে রক্ষা করেন, আর আমি কি ব'ল্‌ব।

লক্ষ্মণ। বৎসে সরোজিনি, আশীর্ব্বাদ করি, এখনও তুমি সুখী হও। সৈন্যগণ! চল, আর না।

(রামদাস ও সুরদাসের সহিত সসৈন্য লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।)

নেপথ্যে। রে পাপিষ্ঠ যবনগণ! প্রাণ থাক্‌তে বিজয়সিংহ, তোদের কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে দেবে না।

নেপথ্যে। নির্ব্বোধ রাজপুত! এখনও তুই জয়ের আশা করিস্?

(দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। বাছা, ঐ শোন্, এইবার সর্ব্বনাশ! আর রক্ষা নেই—(সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া) আয়্, এই বেলা আমরা অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করি, আয়্।

সরোজিনী। মা যাচ্চি, একটু অপেক্ষা কর—আমি কুমার বিজয়-সিংহের স্বর শুন্‌তে পেয়েছি—আমি একটীবার তাঁকে দেখ্‌ব।

(পুনর্ব্বার কোলাহল ও দ্বারদেশে আঘাত)

রাজমহিষী। বাছা! আর এখন দেখ্‌বার সময় নাই—আমার কথা শোন্—তোর সোণার দেহ পুড়ে যদি ছাই হয়, তাও আমি দেখ্‌তে পার্‌ব, কিন্তু তোর সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আমি কখনই সহ্য ক'ত্তে পার্‌ব না। আয়্ বাছা—আমার বোধ হ'চ্চে মুসলমানেরা একেবারে দ্বারের নিকট এসেছে—আর বিলম্ব করিস্ নে,—আয়্ আমি বল্‌ছি এই বেলা আয়—

সরোজিনী। মা! কুমার বিজয়সিংহ নিকটে এসেছেন, তাঁর স্বর আমি শুন্‌তে পেয়েছি, তিনি বোধ হয় এখনি আস্‌বেন।——

রাজমহিষী। (অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া যোড়হস্তে স্বগত) হে অগ্নিদেব! তোমার নাম পাবক, তুমি যেখানে থাক, সেখানে কলঙ্ক কখন স্পর্শ ক'ত্তে পারে না, তোমার হস্তে আমার সরোজিনীকে সমর্পণ ক'ল্লেম, তুমিই তার সহায় হ'য়ো।

নেপথ্যে। হা! এইবার আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল! মহারাজ! ধরাশায়ী হ'লেন—চিতোরের সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্ত হ'ল। (দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। ও কি!—ও কি! হা!—কি শুন্‌লেম—মহারাজ ধরাশায়ী! বাছা, আমি চল্লেম,——অগ্নিদেব! আমাকে গ্রহণ কর।

(অগ্নিকুণ্ডে পতন।)

সরোজিনী। মা, যেও না মা,——আমাকে ফেলে যেও না। মা, আমি কি দোষ করেছি? আমাকে ফেলে কোথা গেলে মা! হা! এর মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে গেছে,————কাকে আর ব'ল্‌চি। আমিও যাই———আর কা'র জন্যে থাক্‌ব——কুমার বিজয়সিংহের সঙ্গে এ জন্মে বুঝি আর দেখা হ'ল না। (অগ্নিকুণ্ডে পতনোদ্যম।)

নেপথ্যে। রে পাষণ্ডগণ! তোরা কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'ত্তে পার্‌বি নে।

সরোজিনী। ঐ—আবার তাঁর গলার শব্দ শুন্‌তে পেয়েছি। একটু অপেক্ষা করি, এইবার বোধ হয় তিনি আস্‌চেন।

নেপথ্যে। দুর্ম্মতি, নরাধম, যতক্ষণ আমার দেহে এক বিন্দু

রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ আমি তোদের কখনই ছাড়্‌ব না। (যুদ্ধ-কোলাহল)

সরোজিনী। এবার তিনি নিশ্চয়ই আস্‌চেন।

(দূরে যুদ্ধ-কোলাহল)

(আহত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিজয়-সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। (সরোজিনীকে দেখিয়া) হা! সরোজিনি—

(পতন ও মৃত্যু)

সরোজিনী। (দৌড়িয়া আসিয়া বিজয়সিংহের নিকট পতন) হা! এ কি হ'ল?—কি সর্ব্বনাশ হ'ল! নাথ! কেন তুমি ডাক্‌চ?—আর কথা কও না কেন———নাথ! একটী বার চেয়ে দেখ, একটী বার কথা কও। যুদ্ধের শ্রমে কি ক্লান্ত হয়েছ? তা হ'লে এ কঠিন ভূমিতলে কেন?—এস, আমাদের প্রাসাদের কোমল শয্যায় তোমাকে নিয়ে যাই। আমি যে তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে মার কথা পর্য্যন্ত শুন্‌লেম না—তা কি তোমার এইরূপ মলিন শুষ্ক মুখ দেখ্‌বার জন্যে?—মা গেলেন, বাপ গেলেন—আমি যে কেবল তোমার উপর নির্ভর ক'রে ছিলেম,—হা! এখন তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে?—নাথ, তুমি গেলে যবন-হস্ত হইতে আমাকে কে রক্ষা করবে? প্রাণেশ্বর!—ওঠ—ওঠ—আমার কথার উত্তর দাও,—একটী কথা কও—নাথ!—আর একবার সরোজিনী ব'লে ডাক,—আর আমি তোমাকে

ওরূপ কথা ব'ল্‌চ্ছ বল দিকি? আমি বল-প্রকাশ ক'ল্লে, কে এখানে তোমাকে রক্ষা ক'রে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?

সরোজিনী। জানিস্‌ নরাধম, অসহায়া রাজপুত মহিলার ধর্ম্মই একমাত্র সহায়।

আল্লা। তবে আর অধিক কথার প্রয়োজন নেই। অনুনয় মিনতি দেখ্‌ছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখ্‌ব, কে তোমায় রক্ষা করে—দেখ্‌ব কে তোমার সহায় হয়? (ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী। এই দেখ্‌ নরাধম! আমার সহায় কে?

(অগ্নিকুণ্ডে পতন।)

আল্লা। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনায়াসে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ কল্লে?—এতে কিছুমাত্র ভয় হ'ল না?—হা!—আমি যার জন্যে এত কষ্ট ক'রে এলেম, শেষকালে কি তার এই হ'ল?

একজন সৈনিক। জাহাঁপনা! আপনার ভ্রম হয়েছে, ও বেগমের নাম পদ্মিনী নয়।

আল্লা। তবে পদ্মিনী বেগম কোথায়?

সৈনিক। হজ্‌রৎ, ভীম-সিংহ ও পদ্মিনী বেগম স্বতন্ত্র প্রাসাদে থাকেন।

আল্লা। আমাকে তবে সেই খানে নিয়ে চল্‌।

সৈনিক। জাহাঁপনা, সেখানে এখন যাওয়া বৃথা। পদ্মিনী বেগমও এই রকম আগুনে পুড়ে মরেচেন।

আল্লা। একি আশ্চর্য্য কথা! এ রকম তো আমি কখনও শুনিনি।

সৈনিক। হুজুর, আপনাকে আর কি বল্‌ব, আমার সঙ্গে চলুন, আপনি দেখবেন, ঘরে ঘরে এই রকম চিতা জল্‌চে, এ নগরে আর একটীও স্ত্রীলোক নেই।

আল্লা। আচ্ছা, চল দিকি যাই।

এক দিক্‌ দিয়া সকলের প্রস্থান ও অন্য
দিক্‌ দিয়া পুনঃ প্রবেশ।

(পট পরিবর্ত্তন!)

চিতাধূমাচ্ছন্ন চিতোরের রাজপথ।

আল্লা। তাই তো!——এ কি!——সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটী জ্বলন্ত চিতা ব'লে বোধ হ'চ্চে। পথ ঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি চিতা জ্বল্‌চে——ওঃ!——কি ভয়ানক দৃশ্য!——ও কি আবার?——ওদিকে আগুন লেগেছে নাকি?

সৈনিক। জাহাঁপনা! ওদিকে কতকগুলি বাড়ি পুড়্‌চে, কোন কোন রাজপুত গৃহে আগুন লাগিয়ে গৃহ শুদ্ধ সপরিবারে পুড়ে ম'র্‌চে।

আল্লা। কি আশ্চর্য্য!

নেপথ্যে। জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,—

আল্লা। ও কি ও ? (সকলের কর্ণপাত)

নেপথ্যে। (কতকগুলি রাজপুতমহিলা সমস্বরে)——

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন,—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

আল্লা। কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর না? চতুর্দ্দিকে এতক্ষণ গম্ভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব ক'চ্ছিল, হঠাৎ আবার এরূপ শব্দ কোথা থেকে এল ?——তবে দেখ্‌চি এখনও এ নগরে স্ত্রীলোক আছে।

সৈনিক। রাজপুতরা পরাজিত হ'লে তাদের স্ত্রীরা চিতা-প্রবেশের পূর্ব্বে 'জহর' ব'লে যে অনুষ্ঠান করে, আমার বোধ হয় তাই হ'চ্চে। হুজুর, আমি বেশ ক'রে দেখে এসেছি, নগরে স্ত্রীলোক

আর অধিক নাই। আমার বোধ হয়, যে কজন স্ত্রীলোক এখনও ছিল, এইবার তারা পুড়ে মর্‌ছে।

নেপথ্যে। (এক দিক্ হইতে একজন রাজপুত-মহিলা)

পরাণে আহুতি দিয়া সমর-অনলে,
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চলে,
এখন কি সুখ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,
এখন কি সুখে আর ধরিব পরাণ।
হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,
চিতার অনলে শোক করিব নির্ব্বাণ।
দূর হ দূর হ তোরা ভূষণ-রতন!
বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায়;
কবরি, তোরেও আজি করিনু মোচন,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়;
অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
ল'য়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায়;
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়!

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে [illegible]ালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

আল্লা। একি ? আবার কোন্ দিক্ থেকে এ শব্দ আস্‌চে ?

নেপথ্যে। (আর এক দিকে একজন)——

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।

রাম-বনবাস।

makmuilu iraila Ri

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজা দশরথ নববধূদিগের মুগ্ধমুখ নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইলেন, এবং মহাসমারোহে পুত্রোদ্বাহ-মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া, মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা নববধূদিগকে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া, কন্যাজনয়িত্রী না হইয়াও, কন্যালালন-সুখে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজ-কুমারেরা অভিমত বধূর পাণিগ্রহণ করিয়া, পিতা বিদ্যমান থাকায় নিশ্চিন্ত-চিত্তে বিষয়সুখভোগে সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ রাজার শাসন-গুণে সুখ-সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। ফলতঃ শুভ-সময়-গুণে সর্ব্বপ্রকার সুখ, সম্পদ্বন্ধুবর্গের ন্যায়, অযোধ্যাধামে উপস্থিত হইয়াছিল।

অনন্তর অশ্বক-দেশের অধিপতি কেকয় নরপতি দৌহিত্র-স্নেহের পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ-ধানীতে আনয়ন করিবার মানসে দশরথ-সকাশে অনুরোধ করিয়া পাঠান। রাজা দশরথ চারিটী পুত্রকেই সমান স্নেহ ও সমান আদর করিতেন, কাহাকেও চক্ষুর অন্তরালে

বয়সের সন্তান। সর্ব্বদা সন্নিধানে থাকিয়া সুখসচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়ান ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অপত্য-স্নেহের বশ্যতা প্রযুক্ত মাননীয় কুটুম্বের অভ্যর্থনা ভঙ্গ করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি অগত্যা ভরতকে কেকয়-রাজধানীতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু রাম যেমন লক্ষ্মণকে ভাল বাসিতেন, ভরতও তদ্রূপ শত্রুঘ্নকে স্নেহ করিতেন, লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও তদ্রূপ ভরতের বশবর্ত্তী ছিলেন। সৌভ্রাত্র-গুণে তাঁহারা পরস্পর একান্ত সম্বদ্ধ থাকিলেও, যজ্ঞীয় চরুর বিভাগানুসারে লক্ষ্মণ রামে ও শত্রুঘ্ন ভরতে অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার সময় শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

এক দিন পরাহ্নে সভা-মণ্ডপে পৌরবৃদ্ধেরা বৃদ্ধ রাজার সমীপে রামচন্দ্রের গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাজা সাদর-বাক্যে তাঁহাদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সভা-ভঙ্গ করিলেন। অনন্তর অন্তঃকরণে ঐ কথার আন্দোলন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া সায়ন্তনী ক্রিয়া-সমাপনপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন এবং যথানিয়মে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া মন্ত্রচিন্তার প্রকৃত সময় নিশা-শেষে জাগরিত হইলেন। পরে সুষুপ্তিসম্ভূত বিশুদ্ধবুদ্ধির সহকারে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি প্রাচীন হইয়াছি, বৃদ্ধাবস্থায় রাজকার্য্য প্রকৃতরূপে সম্পাদিত হয় না, জরা মন স্থির করিতে দেয় না; যদিও

শরীর জীর্ণ হওয়ায় আলস্য, প্রিয় সহচরের ন্যায়, এক ক্ষণও আমায় পরিত্যাগ করে না; ইন্দ্রিয় সকল চিরকাল কার্য্য করিয়া বিকল ও নিস্তেজ হইয়াছে। পরাক্রম-সাধ্য সাহসিক কার্য্যে আর উৎসাহ জন্মে না। এ সময় নিশ্চিন্ত থাকাই একান্ত অভিলষণীয়। কিন্তু বিষয়লালসা এখনও বলবতী থাকিয়া বিষয়ত্যাগ করিতে দিতেছে না। সামান্য সূত্রে ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইয়া এরূপ চিত্ত-চাপল্য জন্মাইয়া দেয় যে, ক্রোধের কারণ সমূলে উচ্ছিন্ন হইলেও অনেকক্ষণ শরীর সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হয় না। বস্তুতঃ জীর্ণ জীব কোন কর্ম্মের নহে; সে আপন দেহকে দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহার পক্ষে রাজ্যভার বহন করা যে কত কঠিন, তাহা বলা যায় না।

প্রজাপুঞ্জের নানাপ্রকার বিবাদ ভঞ্জন করা এবং সর্ব্বদা স্বয়ং সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা বলিষ্ঠের কর্ম্ম। আমার এক্ষণে তাদৃশ বল নাই; দুর্ব্বলের রাজ্য অধিক কাল স্বায়ত্ত থাকে না। মন্ত্রীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাদৃশ পুরুষের উপযুক্ত কার্য্য নহে। রাজ্য শ্রমায়ত্ত; আমার এক্ষণে শ্রম করিবার সামার্থ্য নাই। আর যদি চিরকালই শ্রম করিতে হয়, তবে বিশ্রাম-সুখ কবে ভোগ করিব? রাজ্য-ভোগে সুখের লেশমাত্র নাই; পরের সুখের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হয়। পরম চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন রাজ-কার্য্যের চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হয়। নিত্য হিত বিসর্জ্জন করিয়া অনিত্য হিতের জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কেবল রাজাভিমানিতা ভূপতিদিগকে প্রতারিত

অনুরাগই রাজার প্রধান বল। ফলতঃ রাজার সকল বিষয়ই প্রজায়ত্ত, কেবল প্রভুতা নিজায়ত্ত। যে প্রভুতা হইতে প্রজাদিগের ভক্তি, প্রীতি ও ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত প্রভুতা। যিনি এই রাজনৈতিক রহস্য অবগত আছেন, তিনিই রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত পাত্র। রামে এই নিগূঢ় তত্ত্বের অভিজ্ঞতা লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আমার বাসনা।

রাজ্যসংক্রান্ত কোন সামান্য কার্য্যই হউক, অথবা গুরুতর ব্যাপারই হউক, সাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আর, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আমার সর্ব্বাঙ্গীন বিষয়চিন্তায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য নহে। পারত্রিক চিন্তায় মনোনিবেশ করা এ বয়সের অনুরূপ কর্ম্ম। আমার চারি পুত্র। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম; শাস্ত্রানুসারে তিনিই রাজাসনের অধিকারী। আমার অন্য পুত্রেরাও রামের সৌভ্রাত্রগুণে বদ্ধ ও তাঁহার নিতান্ত অনুগত; তাহারা আমাকে যেরূপ ভক্তি করে, রামকেও সেই রূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পণ্ডিত-মণ্ডলী রামের বিদ্যাবুদ্ধির ও গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। মন্ত্রিবর্গ রামের কার্য্যদক্ষতার সমধিক সুখ্যাতি করেন। সম্প্রতি প্রজাবর্গও রামকে যুবরাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব যদি আপনাদিগের মত হয়, তবে রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া দুর্ব্বহ রাজ্যভার হইতে অপসৃত হই, এবং শেষাবস্থায় বানপ্রস্থ অবলম্ব করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করি।

রাজার বচনাবসানে বশিষ্ঠদেব দণ্ডায়মান হইয়া মন্দ্রমধুরস্বরে সভাস্থ সমস্ত লোককে অনন্যমনা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনার বাক্যগুলি তদনুরূপই হইয়াছে। যখন রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রকৃতিপুঞ্জের প্রার্থনীয় হইয়াছে, তখন এবিষয়ে আপনার অভ্যর্থনা শিষ্টাচারমাত্র। মহারাজ! আমরা যাহা প্রস্তাব করিব ভাবিয়াছিলাম, আপনি তাহারই উল্লেখ করিলেন; সুতরাং আমাদিগের বক্তব্য ও প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই দেখিতেছি না। রামচন্দ্র অনেক দিন হইতেই রাজ্যভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন, পাছে আপনার চিত্তখেদ জন্মে, এই ভাবিয়া আমরা রামাভিষেক-সম্ভূত আনন্দোৎসব দেখিতে তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করি নাই। রামের পবিত্র চরিত্র ও অলৌকিক গুণে সকলেই বশ্যভাব অবলম্বন করিবে; রামের স্বভাবসিদ্ধ সুশীলতায় সকলেই চিরানুগত থাকিবে। আপনি জানেন যে, নিয়মবন্ধন অপেক্ষা সুশীলতাবন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। আর, রাম মহাজনবহুমত অপক্ষপাতিতার সহিত রাজকার্য্যের যত পর্য্যালোচনা করিবেন, এবং প্রজার সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধির প্রতি যত দৃষ্টি রাখিবেন, ততই বিচার কার্য্যে বিচক্ষণ ও প্রজারঞ্জনে সুনিপুণ হইয়া উঠিবেন। বিশেষতঃ আপনি পরিদর্শক থাকিলে, রামের রাজকর্ম্মে অনেক সুব্যবস্থা হইবে। উপরে কর্তৃপক্ষ আছেন ভাবিয়া, লোকনিন্দার ভয় রাখিয়া, এবং উত্তমরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিয়া, যাঁহারা কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পঠদ্দশাতেই রামের বুদ্ধি ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, রামের কোন শাস্ত্রই অবিজ্ঞাত নাই; তাঁহার বুদ্ধি কোন স্থানেই কুণ্ঠিত হয় না; অতএব সেই মার্জ্জিত বুদ্ধি নিশ্চয় রাজকার্য্যে সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইবে। রামের পরিশ্রম করিবার অভ্যাসও বিলক্ষণ আছে; অন্যান্য রাজকুমারের ন্যায়, তাঁহার সময় আলস্যে বা বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত হয় না। সময় যে বহুমূল্য ও অপুনরাবর্ত্তনীয় তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, নতুবা এত অল্প বয়সে বহুদর্শী ও অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হইবেন কেন?

মহারাজ! শুভকর্ম্মে ক্ষণবিলম্ব বিধেয় নহে। ক্ষিপ্রকারিতা রাজনীতির একটী প্রধান অঙ্গ। যাহা মন্ত্রণাসিদ্ধ হইল, সত্বর তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া বিলম্ব করিলে কাঙ্ক্ষিত-ফল-লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। সম্প্রতি মধুর বসন্ত সময় চৈত্রমাস উপস্থিত। এ সময় শীত-গ্রীষ্মের সন্ধিস্থান। দিবামান রাত্রিমান উভয়ই সমান; শীত-গ্রীষ্মের সমান ভাব; জলদজালের অত্যাচার প্রায় দৃষ্ট হয় না; সর্ব্বপ্রকার শস্য সুলভ। এই কালে শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। পরিশ্রম করিলেও শ্রমবোধ হয় না, এজন্য প্রমোদকর কার্য্যের এই প্রকৃত সময়। মহারাজ! পরশ্ব চন্দ্রমাসহ পুষ্যার যোগ আছে। ঈদৃশ শুভদিনের সংযোগ হওয়া দুর্ঘট। অতএব পরশ্বই অভিষেকের দিন অবধারিত করুন। আপনি ঐ দিনে শুভক্ষণে রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া পূর্ণমনোরথ হইবেন। আমরাও বৎসকে নৃপাসনে আসীন দেখিয়া দর্শনীয় দর্শনে নয়ন-যুগল সার্থক করিব। সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন এবংবিধ মহৎ কার্য্যে সমারোহের

ত্রুটি হইবে সে আশঙ্কা করিবেন না। ক্রমশঃ উদ্যোগ করিয়া কার্য্য করা মধ্যবিত্ত লোকের কর্ম্ম। আপনি সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আপনার কার্য্য-সমাধান-প্রণালী সাধারণের দৃষ্টান্তানুসারিণী নহে। রাজন্যবর্গকে জানাইতেও বিলম্ব হইবে না; সকলেই ভবদীয় প্রসাদ-প্রার্থনায় এই স্থানে উপস্থিত আছেন। কার্য্যচতুর রাজকিঙ্করেরা বর্ষসাধ্য কার্য্য স্বল্পদিনে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। রাজাকে কোন কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হয় না; রাজশাসন ও রাজাজ্ঞাই রাজার অভীপ্সিত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দেয়। মহারাজ! আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলেই, কর্ম্মচারিগণ যাবতীয় অভিষেক-সামগ্রী এই অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত করিয়া দিবে। এইরূপ বলিয়া, বশিষ্ঠদেব আসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলেই প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে তদীয় বাক্য অনুমোদন করিলেন।

সভাস্থ সমস্ত জনের মত অবগত হইয়া কুলগুরুর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিয়া রাজা দশরথ উল্লসিত-মনে বিলাসভবনে গমন করিলেন। অনন্তর সাদরবচনে সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! কুলগুরুর অভিপ্রায় বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে সর্ব্বাধিকারীদিগকে বল, অদ্য হইতে যেন তাঁহারা অভিষেকসামগ্রীর আহরণে ও ইতিকর্ত্তব্যতাসম্পাদনে বিলম্ব না করেন। আর, রামেরে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে।

সুমন্ত্র, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া প্রস্থান করিলেন; এবং রাজার আদেশমতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় কার্য্য সমাধান করিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া

বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, কুমার! বিলাসভবনে উপস্থিত হইতে মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন। রামচন্দ্র পিতার আদেশ শুনিবামাত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুমন্ত্র সহ রথে আরোহণ করিলেন, এবং মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পিতা কি নিমিত্ত রাজবেশে যাইতে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি কি বলিবেন, কিরূপ উত্তর করিব। সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা ইহাঁকে জিজ্ঞাসারই বা প্রয়োজন কি; নিযুক্তেরা প্রভুর আদেশ-মাত্র সম্পন্ন করে, কারণ অনুসন্ধান করে না। যাহা হউক, ক্ষণকাল পরেই জানিতে পারিব, কেনই বা এত চলচিত্ত হইতেছি। সন্তান অবাধে পিতার নিকট যাইতে পারে। পিতার বাক্য পুত্রের হিতকর ভিন্ন অহিতকর নহে। বোধ হয়, নীতিশিক্ষা কিংবা উপদেশ প্রদানের জন্য মহারাজ আহ্বান করিয়া থাকিবেন। রামচন্দ্র এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য রাজপথ এরূপ জনতাপূর্ণ হইয়াছিল যে, সুমন্ত্রকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রথ চালনা করিতে হইয়াছিল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই রাজীবলোচন রামকে বিলোকন করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছিল। তৎকালে রাজাও স্নেহ-বশতঃ এরূপ সমুৎসুকচিত্ত হইয়াছিলেন যে, রাম সমাগত-প্রায় জানিয়াও স্বয়ং বাতায়ন-কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক রামের তৎকালীন মুখশ্রী অবলোকন করিবার নিমিত্ত অধীর হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র প্রাসাদের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার মুখকমল অনিমেষলোচনে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বারংবার দেখিয়াও

রাজার তৃপ্তিবোধ হইল না, প্রতিদর্শনেই তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। রামচন্দ্র স্বভাবতই প্রিয়দর্শন, তাহাতে আবার রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, সুতরাং ইন্দ্রধনু-ভূষিত নব-জলধরের ন্যায় সহস্রচক্ষুর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, এবং রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সুমন্ত্র সহ কৈলাস-সন্নিভ বিলাসভবনের উপরিতলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজার চরণারবিন্দে প্রণিপাতপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা স্নেহবশতঃ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, বাহুযুগল-প্রসারণ-পূর্ব্বক রামকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং নিমীলিতলোচনে সুতস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া রহিলেন; পরে রামের মুখচন্দ্রে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহপূর্ণবচনে বলিলেন, বৎস! পরশ্ব পুষ্যাযোগে তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং জেষ্ঠা মহিষীর গর্ভসম্ভূত; তুমি লোকাচারের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছ; তোমাকে উপদেশের উপযুক্ত পাত্র জানিয়া কুলগুরু সকল বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন; তুমিও উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক; তথাপি স্নেহাধিক্যবশতঃ এইমাত্র উপদেশ দিতেছি যে, আত্মনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিবে; যে ব্যবহারে আত্মসুখানুভূতি ও সহানুভূতি হইতে পারে, প্রজার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে। ইহাও তোমার অবিদিত নহে, যে ব্যক্তি আপনাকে শাসনে রাখিতে না পারে, পরকে শাসন করা তাহার পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার। অন্তঃশত্রু অপেক্ষা বাহ্যশত্রু অধিকতর প্রবল

নহে। যে ব্যক্তি ক্রোধাদি অন্তঃশত্রুকে সহজে জয় করিতে পারে, বহিঃশত্রু গুণলুব্ধ হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিতে যত্ন করে; যে শরীরস্থ ষড়্রিপু দমন করিতে না পারে, সে যেন দূরস্থ প্রবল-রিপু-জিগীষায় প্রবৃত্ত না হয়।

পিতার উপদেশ ও আদেশ পুত্রের শিরোধার্য্য, এই বলিয়া রামচন্দ্র পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন; অনন্তর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিলাসভবন হইতে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাও অমাত্য ও মিত্রগণের সহিত অভিষেক বিষয়ক কথার আলপনে সানন্দমনে সেই দিন যাপন করিলেন।

পর দিন রামচন্দ্র পিতার চরণ বন্দনা করিতে পিতৃমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তদীয় অনুমতি ক্রমে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা কাতরস্বরে বলিলেন "বৎস! গত রজনীতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন দিগ্দাহে দশ দিক্ আলোকময় হইতেছে; অনর্থহেতু ধূমকেতুর উদয় হইতেছে; প্রবলবেগে উল্কাপিণ্ড ভূতলে পতিত হইতেছে; ঘোরতর নির্ঘাতরবে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; বজ্রাঘাতে মহাবৃক্ষ পতিত হইতেছে; হৃৎকম্পের সহিত অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; নিশানাথ স্বস্থানচ্যুত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন; তদীয় শ্রী মলিনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন; নগর হইতে ক্রমাগত হাহাকার রব উঠিতেছে; রাজলক্ষ্মী শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছেন; মাতঙ্গতুরঙ্গগণ অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। শুনিয়াছি, এই সকল অলক্ষণ এককালে

উপস্থিত হইলে, ভূপালের অমঙ্গল ও রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হয়। এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত পর্য্যাকুল হইয়াছে।” এই বলিয়া ভয়কম্পিত-কলেবরে রামকে ক্রোড়ে লইয়া মুক্তাফলতুল্য অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র পিতার কাতর-ভাব দেখিয়া বলিলেন, “মহারাজ! কাতর হইবেন না; স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র, উহা কোন কার্য্যকর নহে। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, দুঃস্বপ্ন কাকতালীয়বৎ কদাচিৎ সম্ভবে; তাহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখন ভীত হয়েন না। মহারাজ! আপনি অসাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-পরিজ্ঞানে পারদর্শী। আপনি সংসার স্বপ্নতুল্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, নিদ্রাসম্ভূত স্বপ্ন অবাস্তবিক পদার্থ, উহাতে আপনার অন্তঃকরণ পর্য্যাকুলিত হইতে পারে না। আপনি বলিয়া থাকেন, অচিন্তাই দুশ্চিন্তারোগের মহৌষধ, আপনি তাহাই সেবন করিয়া নিশ্চিন্ত ও স্থিরচিত্ত হউন।”

রাজা, পুত্রের যুক্তিযুক্ত বাক্যশ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং বলিলেন “বৎস! আমার সকল অভিলাষ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তোমারে যুবরাজ করিবার অভিলাষ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। অতএব অদ্য তুমি ও বধূমাতা নিয়মে থাকিবে। কল্য তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।” এই বলিয়া রাজা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। রামও বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে মাতৃদর্শনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী ভক্তি-সহকারে দেবতারাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পুত্রের অভ্যুদয় কামনা করিতেছেন। সুমিত্রা

প্রিয় সম্ভাষণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত আছেন। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া সানন্দমনে জননী-সন্নিধানে রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাম উপস্থিত হইয়া জননীদ্বয়কে অভিন্নভাবে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মাতঃ! পিতৃদেব কল্য আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, এজন্য ঋত্বিক্ ও পুরোহিতেরা বলিলেন, অভিষেকোচিত নিয়মবিধি অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্য রাত্রি যাপন করিতে হইবে, এবং সীতাও কুলোচিত স্ত্রী-সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়া যামিনী যাপন করিবেন।"

কৌশল্যা, রামের মুখকমলবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, চিরমনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া, আনন্দ-গদ্গদ-স্বরে বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে শুভক্ষণে জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি গুণে মহারাজকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়াছ, পুষ্করাক্ষ পুরুষে তোমার অচলা ভক্তি আছে। অতএব ইক্ষ্বাকুরাজর্ষিদিগের রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করুন। আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

রাম অবনত-মস্তকে মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিনয়-নম্রভাবে মাতৃদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা সুখে থাকিবে বলিয়া, রাজ্যে ও জীবনে আমার প্রয়োজন।" এই প্রকার স্নেহ সম্ভাষণে সুমিত্রা-নন্দনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আপন আবাসে গমন করিলেন, এবং পুরোহিতের আদেশক্রমে নিয়মক্রম অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পুরবাসিগণ স্ব স্ব আবাসে মনের উল্লাসে মঙ্গল উৎসব

করিতে লাগিল। পুরদ্বার কদলী-স্তম্ভে, পূর্ণকুম্ভে, এবং কুসুম-পল্লব-খচিত তোরণে সুশোভিত হইল। রাজভবনে পতাকাশ্রেণী উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। পুরন্ধ্রী ও সৈরিন্ধ্রীবর্গ মঙ্গলসংবিধান সাধন করিতে লাগিল। রাজপরিচারকগণ অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অভিষেকসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিল। সঙ্গীত-সংকীর্ত্তন-বাদিত্র-ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইল। এই রূপে অযোধ্যাধাম আনন্দধাম হইয়া উঠিল।

ঐ সময়ে কৈকেয়ীর প্রিয়সখী মন্থরা বাতায়নমধ্য দিয়া পুর-শোভা অবলোকন করিয়া বলিল, "ধাত্রেয়িকে! রাজা পুরবাসীদিগের কি প্রিয়কর কার্য্য করিলেন যে সকল লোকই আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতেছে? বিশেষতঃ কৌশল্যা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, কারণ কি বলিতে পার?"

ধাত্রেয়িকা বলিল, "তুমি বুঝি পরের মঙ্গল জানিতে পার না? কল্য মহারাজ রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; এজন্য সকলে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী সকলকে অলঙ্কার দিয়াছেন, পরিচারিকারা নূতন বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া মনের আনন্দে আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে।" মন্থরা রামের অভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র, মূর্ত্তিমতী ঈর্ষ্যার ন্যায়, আরক্তনয়নে বিরক্তবদনে কৈকেয়ীর সদনে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে সচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া কুক্কুরী-কঠোরস্বরে বলিল, হতভাগ্যে কৈকেয়ি! তুমি এখনও ঘুমাইতেছ? নিদ্রাই তোমার কাল; তুমি সুভগা বলিয়া বৃথা অহঙ্কার কর। রাম রাজা হইল, তোমারও সৌভাগ্যের শেষ হইল।

জানি না, সপত্নীতনয়ের আনন্দোৎসবে যাহার সুনিদ্রা হয়, তাহার কেমন হৃদয়।

মন্থরার কঠোরস্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র কৈকেয়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "মন্থরে! ভাল ত!" মন্থরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আর ভাল! আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা পাই, তুমি আপনিই আপনার অমঙ্গল ডাকিয়া আন!" কৈকেয়ী তাহার বিষণ্ণ বদন ও ম্লান ভাব দেখিয়া বলিলেন, "তোমারে কি কেহ অবমাননা করিয়াছে?" মন্থরা বলিল, না, ইহা অপেক্ষা অবমাননাও ত আমার ভাল ছিল, তাহাতে ত তোমার ক্ষতি হইত না। কল্য তোমার সপত্নীপুত্র রাম রাজা হইবে; তুমি ঘুমাও।

কৈকেয়ী রামাভিষেকের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কুশল সংবাদের পুরস্কারস্বরূপ মন্থরাকে মুক্তাহার প্রদান করিলেন; পরে বলিলেন, "রাম আমার ভরত অপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্র, তাঁহার অভিষেকসংবাদে যার পর নাই প্রীত হইলাম।" মন্থরা শুনিয়া অসূয়াপ্রকাশপূর্ব্বক বলিল, "কৈকেয়ি! এই তোমার প্রিয়সংবাদ! তুমি হিত বলিলেও শুন না; তোমার ভাল মন্দ বোধই নাই; রাম রাজা হইলে তোমার সপত্নী কৌশল্যা রাজমাতা, এবং সপত্নীবধূ সীতা রাজমহিষী হইবে; তুমি ও তোমার বধূ সামান্য রাজপরিবারের মধ্যে গণনীয় হইবে; তোমার এত স্নেহের পাত্র ভরত চিরকাল রামের দাস হইয়া থাকিবে। আর রামের সন্তানপরম্পরা উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে পরে পরে রাজা হইবে; তোমার ভরতের সন্তান

সন্ততি, এক রাজপরিবার হইয়াও পরিশেষে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিবে, ইহা অপেক্ষা ক্ষতি ও আক্ষেপের বিষয় কি আছে?” মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মন দোলায়মান হইল। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ও প্রলোভনপরতন্ত্র, তাহারা যে পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ পায়, সেই পথই অবলম্বন করে, হিতাহিত, কার্য্যাকার্য্য, কিছুই বিচার করে না; যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান বিবেচনাসাপেক্ষ, তাহা তাহারা সহসা করিয়া বসে। কুৎসিত কার্য্যে তাহাদিগের অধ্যবসায় এরূপ প্রবল যে, উহা সম্পন্ন না হইলে, তাহাদিগের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। স্বামিসৌভাগ্যমদে তাহাদের চিত্ত এত উদ্ভ্রান্ত থাকে যে, সৌভাগ্যের হেতুভূত পতির অনিষ্ট ঘটিলেও ক্ষুব্ধ হয় না।

অনন্তর কৈকেয়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রামের প্রতি বিমাতৃভাব প্রদর্শন করিলে, আমার অপযশের পরিসীমা থাকিবে না; কিন্তু স্বীয় অপযশের জন্য পুত্রের অপকার করাও কর্ত্তব্য নহে; সকলেই আপন স্বার্থ অনুসন্ধান করিয়া থাকে; স্বার্থশূন্য লোক অতি বিরল। এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, মন্থরে! যাহা করিতে হইবে, অগ্রে তাহার মূল বন্ধন করা আবশ্যক; প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিলে, যাহার পর নাই, উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যাহাতে রামের রাজ্য ভরতের হয়, যদি এরূপ কোন অব্যর্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, তবে চেষ্টা পাই।

মন্থরা কহিল, উপায় স্থির না করিয়াই কি তোমাকে ব্যস্ত করিয়াছি? আমার পরামর্শ অনুসারে চলিলে সহজে

রাজা হইলে, তোমার সোণার কুজ রত্ন দিয়া মণ্ডিত করিয়া দিব; আমার পরিচারিকারা তোমার পরিচর্য্যা করিবে; তুমি দেবীর ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে। এই বলিয়া স্বহস্তে রত্নময়ী মালা মন্থরার গলে লম্বমান করিয়া দিলেন।

মন্থরা সহাস্য বদনে বলিল, কৈকেয়ি! এখন প্রশংসা বা পুরস্কারের সময় নয়; কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ; ক্রোধাগারে প্রবেশ কর; কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া ম্লানভাবে ভূতলে পড়িয়া থাক; রাজা অনুনয় করিলেও সহসা উত্তর দিও না।

রামাভিষেকপ্রসঙ্গে অবমানিতা কৈকেয়ী মন্থরার উপদেশ গুরূপদেশের ন্যায় জ্ঞান করিলেন; অনন্তর ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। এবং কিরূপে দুষ্ট মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া বিসদৃশ বেশ ধারণ করিলেন এবং বিষাদবিষে ক্রমশঃ বিবর্ণ ও বিশ্রী হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা দশরথ রাজকার্য্য সমাপন করিয়া কেকয়রাজ-সুতার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার শয়নাগার শূন্য; সখীগণ বিরসবদনে সদনের এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে; দেখিয়াও কেহ সমুচিত সম্ভাষণ করে না, জিজ্ঞাসিলেও উত্তর দেয় না। রাজা এপ্রকার উদাসীন ভাব বিলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং অসম্ভাবিত ভাবের নবাবতার দেখিয়া ইতস্ততঃ কৈকেয়ীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে দেখিলেন, ক্রোধাগারের একদেশে কৈকেয়ী ম্রিয়মাণা হইয়া ভূতলে শয়ানা রহিয়াছেন; বিষধরীর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। দেখিবামাত্র রাজার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইল; তাঁহার হৃদয় হইতে রামাভিষেকসম্ভূত আনন্দসন্দোহ তিরোহিত হইয়া গেল।

রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রিয়ার এরূপ বেশ ও ঈদৃশী দশা কখনও দেখি নাই। হা কি কষ্ট! সৌভাগ্যের সমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! স্বামী জীবিত থাকিয়া, পত্নীর যে অসৌভাগ্য-দশা দেখিতে পায় না, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই দেখিলাম। যাহা হউক, প্রেয়সীর সন্তোষ-সাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া, রাজা অতিদীনভাবে সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, প্রেয়সি! তুমি এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ কেন? তোমার ভাবান্তরের কারণ কি? তুমি আমার একমাত্র

প্রেয়সী মহিষী ; তোমাকে কেহ অবমাননা করিবে ইহা তর্ক করিতেও পারা যায় না ; ফণিমণি গ্রহণ করা কাহার সাধ্য ? তোমার আন্তরিক কষ্ট দেখিতে আমার অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে ; সংসার অসার বোধ হইতেছে ; ধনজনপূর্ণ জগৎ জীর্ণারণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। যে উপায়েই হউক, তোমার কষ্ট দূর করা আমার একান্ত সংকল্প ; তোমাকে সন্তুষ্ট রাখা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা ; কায়মনোবাক্যে তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার বাসনা ; তোমার মুখ বিরস দেখিলে আমার জীবনযাত্রা নীরস হইয়া উঠে। রাজা এইরূপ অনেক স্তুতিবিনতি করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কৈকেয়ীর মনে সন্তোষের উদয় হইল না, তিনি পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়াই রহিলেন !

তখন রাজা একান্ত হতাশ হইয়া তদীয় প্রিয়সখী মন্থরাকে বলিলেন, মন্থরে ! তুমি প্রেয়সীর প্রিয়সখী, আমার অপেক্ষাও তুমি তাঁহার প্রিয়তরা। বাল্যাবধি একত্র সহবাস প্রযুক্ত তোমাদিগের অকৃত্রিম প্রণয় উদ্ভূত হইয়াছে, মহিষী যাহা আমার নিকট লজ্জা বা অন্য কারণে ব্যক্ত করেন না, তোমার নিকট তাহা অব্যক্ত রাখেন না। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আজি অকারণে প্রেয়সী কোপনা হইলেন কেন ? কি জন্যই বা উঁহার অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর আবির্ভূত হইয়াছে ? বল, যদি অজ্ঞানবশতঃ আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তাহা ক্ষালন করিতে চেষ্টা পাই। কারণ না জানিলে প্রতীকারের উপায় হইতে পারে না।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা, স্ত্রৈণ-

পুরুষদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; তাহারা স্ত্রীর মুখ বিষন্ন দেখিলে হতবুদ্ধি হয়। যে মন্থরা এরূপ অনর্থোৎপত্তির কারণ, রাজা তাহাকেই মহিষীর কোপাপনয়নের উপায় বলিয়া অবধারণ করিলেন। অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করা যে কত অপকার, তাহা ক্ষণকাল পরে অনুভূত হইবে।

মন্থরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি সখীর প্রতি সদয় আছেন, আপনি অনুকূল থাকিলে তাঁহার কিসের ভাবনা? কিন্তু মহারাজ তাঁহার মনে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছেন। মহারাজ! সামান্য কারণে প্রণয়ি-হৃদয় বেদনা অনুভব করিয়া থাকে; অনুকূল পতি প্রতিকুল হইলে মনোবেদনার পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, আপনি ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকুন, আমি মানাপনয়নের চেষ্টা পাইতেছি।

রাজা কহিলেন, যদি আমিই মহিষীর ক্রোধের কারণ হই, তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে রূপেই হউক, উঁহার ক্রোধ অপনয়ন করিব! মহিষীর সুখ-সচ্ছন্দতা সম্পাদন করাই দশরথের জীবন ধারণের প্রয়োজন; আমি জীবিত থাকিতে, যদি উঁহাকে ঈদৃশী দশা ভোগ করিতে হইল, তবে আমার এ নিষ্ফল জীবনে প্রয়োজন কি?

চতুরা মন্থরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কপট নাটকের অদ্ভুত প্রস্তাবনা করিল। মহারাজ! রাজমহিষী এই বলিয়া বিমনা হইলেন যে, ভূপুত্রী যাহার পত্নী, তাহাকে ভূপতি করিয়া রাজা সূর্য্যবংশে কলঙ্ক আরোপ করিলেন। মহারাজ! আমরা এই বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; অনুমান করিলাম, বুঝি মহারাজ রামকে পরিহাস

করিয়া থাকিবেন; যাহা পরিহাস তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। "মহিষি! ক্ষান্ত হও; অলীক জনরবে উন্মনা হইও না। মহারাজ তোমাকে এরূপ ভাল বাসেন যে, না জিজ্ঞাসিয়া কোন কার্য্যই করেন না;" এইরূপ অনেক বুঝাইলাম। মহারাজ! উনি নিতান্ত মানিনী, আপনার বহুমানেই এতদূর সৌভাগ্য মানিয়া থাকেন। বাস্তবিকও ইহা যথার্থ কথা, আমরা দেখিয়াছি, আপনি কখনও মহিষীর কথার অবাধ্য হন নাই। মহারাজ! আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, প্রিয়সখী অভিমান করিয়াছেন, আবার মহারাজের দুই চারিটী তোষণ বাক্য-শ্রবণেই উহাঁর সমস্ত অভিমান দূর হইয়াছে। তবে এবার যে উঁহাকে এতক্ষণ বিমনা দেখিতেছি, বোধ করি, তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে। যাহা হউক, আমি একবার বুঝাইয়া দেখি। এই বলিয়া কৈকেয়ীর কর্ণমূলে দুষ্টমনোরথ-সিদ্ধির অনুকূল উপদেশ প্রদান করিল।

কৈকেয়ী সমীহিত-সিদ্ধির নিমিত্ত অর্দ্ধোত্থিতা হইয়া রাজাকে ভৎর্সনা করিয়া ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিলেন। কৈকেয়ীর নীরস কথায় রাজার শুষ্ককণ্ঠ সরস হইল। রাজা অবসর পাইয়া কাতরবচনে বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কোপকঠোর বচনেরও কেমন মধুরিমা! তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ অমৃতরসাভিষিক্ত হইয়াছে, তুমি ভৎর্সনা না করিলে আমার অপরাধের লাঘব হইত না। প্রভুকর্ত্তৃক দণ্ডিত না হইলে অপরাধী দাসের দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি নাই। এতক্ষণের পর তোমার যে যাতনার লাঘব হইল, ইহাই আমার পরম লাভ ও সৌভাগ্যের হেতু।

ক্রোধাবশেষ এখনও তোমার কোমল হৃদয়কে উত্তেজনা করিতেছে, নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে, বিম্বাধর মধ্যে মধ্যে বেপমান হইয়া আমাকে তর্জ্জনা করিতেছে, মন তুষারলিপ্ত শিশিরকালীন গগনের ন্যায় আবিল রহিয়াছে; ইহাতেই আমার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইতেছে। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; আমার ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলই তোমার অধীন; রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা। অধিক কি, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব রামকে দিয়াও যদি তোমার অভীষ্টসাধন করিতে পারি, তাহাতেও অসম্মত নহি; নিশ্চয় জানিবে, তোমার সন্তোষ সম্পাদনের জন্যই আমার যথাসর্ব্বস্ব সঙ্কল্পিত হইয়া রহিয়াছে।

কৈকেয়ী অবসর পাইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, সকলেই আপনার এই যশ ঘোষণা করিয়া থাকে; স্মরণ করিয়া দেখুন, যখন দানব-যুদ্ধে আহত হইয়া অঙ্গুষ্ঠ-ব্রণে বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, তখন আমি মহারাজের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকি, এবং রসনাবলেহনে ব্রণবিরোপণ করিয়া দিই; আপনি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। রাজা সহাস্যবদনে বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার সে ঋণের পরিশোধ করিতে পারি নাই, সে অপরিশোধ্য; জন্মজন্মান্তরেও তাহা পরিশোধ করিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না; কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমার প্রতি এরূপ অনুকূল যে, আমি যখন যাহা অভিলাষ করিতাম, তখনই তাহা সম্পাদন করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রার্থনীয় বিষয়ের অসদ্ভাবে এত দিন প্রতিশ্রুত বর

প্রার্থনা করি নাই। রাজা বলিলেন, প্রেয়সি! অনুগ্রহার্থীর নিকট প্রার্থনা আবার কি? আমি তোমার অভিলাষ-প্রকাশকে অনুগ্রহাদেশ বিবেচনা করি। প্রসন্ন হইয়া যে আদেশ করিবে, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। আমি প্রতিশ্রুতপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

অনন্তর, যেমন বিবর হইতে ভুজঙ্গযুগল বহির্গত হয়, তদ্রূপ কৈকেয়ীর বদন হইতে ভয়ঙ্কর বরদ্বয় বিনির্গত হইল। কৈকেয়ী এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাস প্রার্থনা করিলেন। রাজা কৈকেয়ীর প্রার্থনা শুনিবামাত্র ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া নিস্পন্দভাবে রহিলেন; অনন্তর চেতনা লাভ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; এবং বাষ্পগদ্গদবচনে বলিলেন, কৈকেয়ি! তোমার মনে এই ছিল? হায়! আমার হর্ষের সময় বিষাদ সাগর উচ্ছলিত করিলে? আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। রামই বা তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন, যে তাঁহাকে কুলদূষকের ন্যায় বনবাস দিতে ইচ্ছা করিতেছ? রাম আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। সেই সর্ব্বস্ব ধন কি রূপে সামান্যবস্তুর ন্যায় অরণ্যে বিসর্জ্জন করিব? রাম আমার নয়নাভিরাম এবং বিনোদনস্থান; তাঁহার অপকার করিলে আমার সমুদায় সুখ বিনাশ করা হইবে! সেই নিরপরাধের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে কি প্রবৃত্তি জন্মে? রামের মোহনমূর্ত্তি স্মরণপথে উদিত হইলে শত্রুতাভাব কি কাহারও মনে উদিত হইতে পারে?

রামের প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ ও জীবন শুষ্ক হইতে থাকে।

রাম আমার নিতান্ত শিশু ও একান্ত ঋজু। শিশু সন্তানের প্রতি স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক স্নেহ থাকে, তাহা কি তোমার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে? স্বামীর প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা পতিব্রতা নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। প্রেয়সি! সেই প্রাণাধিকের মঙ্গলসাধনে সম্মতি প্রদান কর। তুমি আর যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। অধিক কি, প্রাণ দিয়াও যদি তোমার অন্য কোন মনোরথ পূরণ করিতে হয়, তাহাও করিব, কিন্তু প্রাণাধিক পিতৃবৎসল রামেরে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেকয়রাজপুত্রি! রামেরে পরিত্যাগ করিলে তোমার ও আমার অযশ চিরকাল ঘোষিত হইবে। তুমি রাম হইতে কোন্ সুখের প্রত্যাশা না করিতে পার? রাম কৌশল্যা অপেক্ষা তোমাকে অধিক ভক্তি করিয়া থাকেন, ভরত অপেক্ষাও অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। তুমিও ভরত অপেক্ষা রামকে সমধিক স্নেহ করিয়া থাক। ভরতে ও রামে তোমার কোন ভিন্ন ভাব নাই এই কথা বারংবার বলিয়া থাক। তবে এই ঘৃণাকর কথা তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইল কেন? আর, যখন জগতীস্থ যাবতীয় লোক রামের গুণগ্রামের প্রশংসা করে, এবং রাম হইতে তোমারও উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর সমুচিত কর্ম্ম নহে।

রাম নিরপরাধ, আমি কি অপরাধ উল্লেখ করিয়া

বৎসকে বনে যাইতে বলিব? অতএব দেবি! এরূপ বর প্রার্থনায় বিরত হও, বরান্তর গ্রহণ কর, দারুণ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। আমি গলে বসন দিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, ক্ষান্ত হও। কৈকেয়ী কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর করিলেন না, বরং অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন।

রাজা ভাবিলেন, কৈকেয়ী যথার্থই আমার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। হা! কি পরিতাপ! কৈকেয়ীকে বর দিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি! আমি আপনার মৃত্যু আপনিই আহ্বান করিয়াছি! হা রাম! কি দোষে তোমারে বনবাস দিব? কৈকেয়ীর মুখ দিয়া এ দারুণ কথা কেন নির্গত হইল? হা ধিক! আমি পিতা হইয়া পুত্রকে বনবাস দিব, বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছিলেন? হা দগ্ধ দৈব! তোর মনে কি এই ছিল? হা বৎস! হা পিতৃবৎসল! হা সর্ব্বস্বধন! হা কৌশল্যানন্দনবর্দ্ধন! আমিই তোমার অমঙ্গলের কারণ, কৈকেয়ীই তোমার কালরাত্রি, অভিষেকই তোমার মহাবিপদ্, কৈকেয়ীকে বর-প্রদানই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, অধিবেদনই* পুরুষের মূর্খতা, স্ত্রৈণ পিতাই পুত্রের শত্রু; এই বলিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক রাজা দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কৈকেয়ী জলদাবলীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; মন্থরা অন্তরালে হাস্য করিতে লাগিল।

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং সমধিক স্নেহের পাত্র।

* বহুবিবাহ।

তাঁহাকে দেখিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না, নয়ন-নির্ম্মাণের সফলতা, জীবকুসুমের প্রফুল্লতা, সংসারের সারবত্ত্বা, মানবজন্মের সার্থকতা এবং সুখসম্ভোগের উপযোগিতা একেবারে উপস্থিত হয়; না দেখিলে সংসার অসার, দশ দিক্ অন্ধকারময়, জগৎ জনশূন্য, রাজ্য সুখহীন, জীবন উদ্দেশ্যবিহীন, এবং দেহ দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। অধিক কি, সলিল ব্যতিরেকে মরুভূমিতে মীন যেমন ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ জীবনের জীবন রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব কৈকেয়ি! আমি তোমার চরণ ধরিতেছি, তুমি এই অহিত সংকল্প ও দারুণ মনোরথ হইতে নিবৃত্ত হও। রাজার ঈদৃশ হৃদয় বিদারক বিলাপে দুষ্টমতি কৈকেয়ী কর্ণপাতও করিলেন না।

তখন রাজা দশরথ কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, আমারে ধিক্! স্ত্রীর কথায় রামেরে বনবাস দিব! কৈকেয়ি! এখনও বিরত হও। যদি স্বামীর সমীহিত কার্য্য পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, যদি স্বামীর মঙ্গল সহধর্ম্মিণীর একান্ত প্রার্থনীয় হয়, যদি স্বামিসৌভাগ্য স্ত্রীর স্পৃহণীয় হয়, যদি স্বামীর কথারক্ষা স্ত্রীর কর্ত্তব্য হয়, যদি স্বামীর জীবন পত্নীর চিরসুখের নিদান হয়, তবে এই অশুভকরী দুরাশা পরিত্যাগ কর।

কৈকেয়ী সক্রোধে বলিলেন, যদি বর দিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে, তবে বর না দেওয়াই উচিত ছিল। তুমি আপনাকে ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী দেখাইবার ভাণ কর; যাহারা জানে না, তাহারাই তোমাকে ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী বলিয়া থাকে;

যাহারা তোমার কার্য্য অবগত আছে ও ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা তোমাকে স্বার্থপর ও কৈতবপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারে না। স্বয়ং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিলে, ধার্ম্মিক হওয়া যায় না; কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না। কথা রক্ষা করা ও সত্যব্রত পালন করা মহাত্মার কার্য্য; যে বিবেচনা না করিয়া কথা কহে, সে অনর্গলমুখ,* কখনও কথা রক্ষা করিতে পারে না। আপনি সভায় বসিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আমাকে বরদ্বয় প্রদান করিবেন। এ কথা আপামর সাধারণ সকলেই জানে। সভামণ্ডপে রাজাসনে উপবেশন করিলে, সর্ব্বজন-সমক্ষে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসিব, মহারাজ! প্রতিশ্রুত বরদ্বয় কৈকেয়ীকে কেন দিলেন না, তখন কি বলিবেন? নিরুত্তর ও লজ্জায় অধোমুখ হইবেন না কি? দশ জনের সমক্ষে লজ্জা পাওয়া অপেক্ষা ভদ্রের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

মহারাজ! আপনার অঙ্গীকার অনুসারে আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। ইহাতে আমার ধর্ম্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক, এবং মহারাজের যশই হউক, বা অপযশই হউক, আমি কিছুই গণ্য করিব না। যদি মহারাজ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে ধর্ম্মরাজই তাহার বিচার করিবেন, রাজার উপর তিনি ভিন্ন আর কাহারও প্রভুত্ব নাই। মনস্কামনা সফল না হইলে, নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার সমক্ষে বিষ পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; স্ত্রীহত্যার

* আলগা মুখ।

পাতক ও প্রতিজ্ঞার অপরিপালনজনিত দুষ্কৃতি আপনাকে আশ্রয় করিবে। অথবা, যে ব্যক্তি সত্যের অপহ্নব করিতে পারে, অবলা-বধের পাতক তাহার পক্ষে গুরুতর নহে। আর, আপনি জানেন যে, আমার নির্ব্বন্ধ কখনও অন্যথা হইবার নহে। পুত্র অপেক্ষা নারীদিগের অধিক স্নেহাস্পদ আর কিছুই নাই; আমি মহারাজের সমক্ষে সেই পুত্রের শপথ করিয়া কহিতেছি, রামের নির্ব্বাসন ভিন্ন কৈকেয়ী কোন মতেই সন্তুষ্ট হইবে না। মহারাজ! অন্য কথায় প্রয়োজন নাই, আমার অভিলষিত বর প্রদান কর। সপত্নীপুত্র রাম রাজা হইবে, আমার ভরত তাহার দাস হইয়া চিরকাল অবমানিত থাকিবে, ইহা আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। এই বলিয়া কৈকেয়ী ক্রোধভরে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

রাজা কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি উৎপাদন করিতে পারিলেন না। তখন অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া "হা রাম!" বলিয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন, এবং দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। পরিশেষে বলিলেন, কৈকেয়ি! তুমি ভূতাবেশিত বনিতার ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? অথবা, বালভুজঙ্গী গৃহে পালিত হইলে এইরূপই জ্বলিতে হয়। অশান্তমতি লজ্জাহীনা নিষ্ঠুরহৃদয়া সীমন্তিনীর কার্য্যই এই প্রকার।

রে অনার্য্যে! মূর্খে ও পণ্ডিতে যত বিভেদ, রাম ও ভরতে তত অন্তর। রাজমহিষীর পুত্র রাজা হইবার

উপযুক্ত, দাসীপুত্রের দাস্যভাব অবলম্বন করা অন্যায় নহে! ভরত রামের দাস্য-কার্য্যের যোগ্য, তাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কার্য্য। উপ-যুক্ত কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে, অনভিজ্ঞ অজ্ঞলোকের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করা যেরূপ অন্যায্য, গুণধাম রাম উপস্থিত থাকিতে ভরতের উপর রাজ্যভার দেওয়া সেইরূপ অসঙ্গত। সূর্য্যবংশের রাজধানীতে উপযুক্ত পাত্রই রাজা হইয়া আসিতেছেন। রাম রাজা হইলে অযোধ্যার শ্রী হইবে; নতুবা অযোধ্যাপুরী তোমার ন্যায় বিশ্রী ও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবে।

ক্ষণকাল পরে রাজার ক্রোধের অবসান হইল। কিন্তু শোক প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহারে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিল। তখন তিনি অধীর হইয়া বলিলেন, হা বৎস! বনগমনসময়ে উপরক্ত * চন্দ্রমার ন্যায়, তোমার মুখচন্দ্রের ম্লানভাব অবলোকন করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব? কৈকেয়ি! তুমি ভার্য্যারূপে আমার কালরাত্রি হইয়া আসিয়াছ, নতুবা কেন আমার প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইবে? এখন আমন্ত্রিত সমাগত ভূপতিবর্গ আমারে কি বলিবেন? যদি তাঁহাদিগকে সত্য কথা বলি, তাহাও কেহ বিশ্বাস করিবেন না; যদি বা কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বলিবেন, রাজা দশরথ অতিশয় স্ত্রৈণ, অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরবশ, তিনি স্ত্রীর কথায় অনায়াসে প্রিয়পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। সুত-বৎসলা কৌশল্যাকেই বা কি বলিব? রাম তাঁহার জীবিত-সর্ব্বস্ব; সেই রামকে দুর্দ্দান্ত দস্যুর ন্যায় নগর হইতে

* রাহুগ্রস্ত।

বহিষ্কৃত করিলাম; হা প্রিয়বাদিনি কৌশল্যে! তুমি কেন দুরাচার দশরথের মহিষী হইয়াছিলে? কৈকেয়ীর ভয়ে একদিনও তোমারে যথোচিত সম্মান করিতে পারি নাই। হা সুমিত্রে! তুমি নিরপরাধ রামের ঈদৃশ দণ্ড শুনিয়া আর আমারে বিশ্বাস করিবে কেন? আমি স্বকর্ম্মদোষে তোমাদের নিকট বিষম অপরাধী হইলাম। হা বৎসে সীতে! তোমারে দেখিলে আমার সকল দুঃখের অবসান হয়; এখন তোমার দুঃখ চিন্তা করিয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিব? রে বজ্রসার প্রাণ! তুই সীতার ভবিষ্য দুরবস্থা ভাবিয়া দশরথের পাষাণময় হৃদয় বিদারণ করিয়া কেন নির্গত হইতেছিস না? রে দগ্ধ জীবন! আর কি সুখে হতভাগ্য দশরথের দেহে থাকিবি? কর্ণ! তুমি এখনই বধির হও, মৈথিলীর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আর কি করিবে? চক্ষু! তুমি এখনই অন্ধ হও, জনকসুতার মলিন বেশ দেখিবার জন্য সতেজ ও দর্শনক্ষম থাকিবার আবশ্য-কতা নাই। ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা ভোক্তব্য বিষয় ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে বিদায় লও, আর যন্ত্রণাভোগের জন্য প্রাণের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকিও না। সুখের পর দুঃখ নিতান্ত অসহ্য, তোমরা তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। মূর্চ্ছা! এবার আমারে স্পর্শ করিয়া দগ্ধজীবনের উপকার করিও না, যদি স্পর্শ কর, তবে আর পরিত্যাগ করিও না। হা পুত্রি সীতে! তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল? এই বলিয়া রাজা দশরথ আবার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পরিজন সকল হাহাকার করিয়া উঠিল।

অনেক ক্ষণের পর, বহু যত্নে মহীপতির মূর্চ্ছা অপ-নোদিত হইল। কিন্তু শোকাবেগ পূর্ব্ববৎ বলবান্ রহিল।

রাজা এই বলিয়া পুনরায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, বৎস রাম! যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে "বনে গমন কর" বলিলে, তুমি বনে যাইও না। আমার অপ্রিয় না বুঝিয়া কথানুরূপ কার্য্য করিও না। আজ্ঞাভঙ্গ রাজার প্রতিকূল ও দণ্ডনীয় হইলেও আমার অনুকূল ও অনুমোদনীয় হইবে। হা বৎস! তুমি সরলস্বভাব, আমার ভাব বুঝিতে পারিবে না। "বনে গমন কর" বলিলেই, তুমি যে আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কথা বলিবে না। কৈকেয়ি! তোমার দুষ্ট মনোরথ পূর্ণ হইল।

হা বৎস রাম! তুমি তুরঙ্গে, মাতঙ্গে, রথে বা নরযানে ভ্রমণ করিয়া থাক, কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে কিরূপে পদচারণ করিবে? তোমার আহারার্থ সূপকারেরা যত্নসহকারে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ সুরস সুস্বাদু ভক্ষ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখে, যদি তাহা কোন অংশে বিরস হয়, তাহা হইলে তোমার আহারে তৃপ্তি জন্মে না। হা বৎস! তুমি কিরূপে কটু, তিক্ত, বা কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিবে? তুমি মহামূল্য কোমল বসন পরিধান করিয়া থাক, কিরূপে কঠিন তরুবল্কল পরিধান করিবে? সর্ব্বপ্রকার সুখ তোমার করায়ত্ত, দুঃখ কাহাকে বলে তাহা জান না; অতএব কিরূপে দুঃসহ বনবাসক্লেশ সহ্য করিবে? হা রাম! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল! তুমি ধরাধীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া, দীন দুঃখী ব্যাধের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিবে! সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিসেবিত তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরে বাস করিবে! বিলাসসামগ্রীশোভিত মনোহর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ গহন বনে অবস্থান করিবে।

রাজার তৎকালীন করুণার কথা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিতান্ত নিষ্ঠুরেরও অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হয়। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কি কঠোর! তিনি কাতরভাবাপন্ন স্বামীকে অকাতর-ভাবে বলিলেন, প্রতারণা করিতে হইলে, অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন হয়; স্বার্থ সাধন করিতে হইলে, অনেক মায়াজাল বিস্তার করিতে হয়! তোমার অকারণ রোদনে কৈকেয়ী ভুলিবে না; তুমি আপনারে সত্যবাদী, বদান্য, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক বলিয়া থাক। ক্রন্দন কি সত্যবাদিতার কার্য্য? পরিতাপ কি দানশীলতার অঙ্গ? অস্থিরতা কি প্রতিজ্ঞার প্রতিপালন? দত্তাপহারিতা কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ? মহারাজ! সত্য-প্রতিপালন যদি ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান কর, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন যদি পুরুষার্থ বলিয়া গণনা কর, প্রতিশ্রুত যদি ঋণবৎ অবশ্য পরিশোধ্য বিবেচনা কর, এবং ধর্ম্ম যদি তোমার রক্ষণীয় হয়, তবে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার প্রার্থনা পরিপূরণ কর।

কৈকেয়ীর বচন শুনিয়া রাজা ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! আমি অজ্ঞানবশতঃ বিষধরীর ন্যায় তোমাকে আত্মবিনাশের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি, সসর্প গৃহে বাস করিলে যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা এখন জানি-লাম। তুমি শঙ্খিনীর ন্যায় স্বামীর শোণিত শুষ্ক করি-তেছ; কেকয়বংশের পাংশুলা হইয়া সূর্য্যবংশ দূষিত করি-তেছ; দস্যুকন্যার ন্যায়, স্বকর্ম্ম সাধন করিবার জন্য পতি-হত্যা করিতেছ; কৌশল্যার প্রতি সাপত্ন্যভাব অবলম্ব

করিয়া স্বামীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছ; দুর্লক্ষ্য ছিদ্রে অলক্ষ্মীরূপে প্রবেশ করিয়া রাজলক্ষ্মীকে দূরীকৃত করিতেছ। ব্যাধ যেমন বীণারবে বিমোহিত করিয়া হরিণের প্রাণ বধ করে, তদ্রূপ তুমি কপট-প্রণয়পূর্ণ প্রিয়বচনে বিমোহিত করিয়া আমার প্রাণ সংহার করিতেছ! বালক যেমন ক্রীড়নকভ্রমে কালসর্প ধারণ করিয়া তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বুঝিতে পারে না, আমিও সেইরূপ তোমাকে আমার মৃত্যু বলিয়া জানিতে না পারিয়া প্রমোদ-সহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। রাম বনে যাইলে তুমি সুখী হইবে, ইহা মনেও করিও না; তোমার পুত্র রাজা হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবিও না; আমি একেবারে তোমার পরিণয় অস্বীকার করিলাম; তোমার দোষে ভরতকে পরিত্যাগ করিলাম; তোমার ভরত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে না। তুমি ও তোমার পুত্র আমার সলিলক্রিয়া করিতে পারিবে না।

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। কৈকেয়ীর ভয়ে ভীত হইয়াই যেন সকল-ভুবন-প্রকাশক দিনকর অস্তশৈল-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন; কমলকুল রাজার মুখের ন্যায় মলিন হইল; কুমুদিনী কেকয়নন্দিনীর ন্যায় প্রফুল্ল হইল; রাজার জীবনের ন্যায় গগনমণ্ডল নক্ষত্রোদয়ে মৃদুপ্রভ প্রতীয়মান হইল; কৈকেয়ীর দুরাশার ন্যায় নিশা ঘোরতর হইয়া উঠিল; বায়ু, রাজার প্রাণের ন্যায় দীপশিখাকে কম্পিত করিতে লাগিল; রাজার মনের অন্ধকার বর্দ্ধমান হইয়াই যেন ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল।

অনন্তর রাজা রজনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নক্ষত্রভূষিতে রজনি! তুমি জগতীস্থ জীবগণের বিরাম-

দায়িনী ও শান্তিজননী, তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া কদাচ প্রভাত হইওনা, তুমি প্রভাত হইলে রামকে বনে যাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আমারও বিরাম ও শান্তির অবসান হইবে। তুমি সকল সুখের নিদান, শ্রান্ত জীবগণ দিবসের শ্রান্তি দূর করিয়া পরিশেষে যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে, তুমি তাহারও কারণ। তুমি জীবগণের সন্তাপ হরণ কর, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত কর। অতএব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করি, আজি প্রভাত হইও না।

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে বলিলেন, হে কেকয়রাজনন্দিনি! তোমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে আমার এই আপতিত ঘোর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। আমি তোমার একান্ত অনুগত; অধীনের প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নহে। দেখ, নিশার অবসান হইল, তথাপি তোমার ঈর্ষ্যার শেষ হইল না; আমারে আর কত কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। প্রসন্ন হও; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে! এক্ষণে সদয় হইয়া তুমিই রামকে রাজা কর; তোমার দত্ত রাজ্য রাম পালন করুন। অপরিপূরণীয় প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া বালকের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রকাশ কর; সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বাপত্যনির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীজাতির দৃষ্টান্তস্থানীয় হও।

কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ! পাপাচরণ করিতেছেন না ত, এত কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন কি? অঙ্গীকৃত সত্য প্রতিপালন করিয়া ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করুন; ধর্ম্মরক্ষার জন্য বীতসর্ব্বস্ব হইলেও ক্ষোভ করা বিধেয় নহে; মহর্ষিরা

সত্যপালন পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অসার সংসারমধ্যে ধর্ম্মই সার পদার্থ; সেই ধর্ম্মেই মহারাজকে নিয়োজিত করিতেছি; ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মের সাধন হয় সেই যথার্থ স্ত্রী; স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মের সাধন হয় বলিয়া স্ত্রীর নাম ধর্ম্মপত্নী, আপনি সেই স্ত্রীর কথা অনুসারে ধর্ম্ম পালনে তৎপর হউন; ধর্ম্মকে সার পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

রাজা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইলেন এবং বলিলেন, কৈকেয়ি! তোমার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসি নাই। দুষ্টা স্ত্রীর হৃদয় শাঠ্য কাপট্য প্রভৃতি অসদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, তোমার হৃদয় পয়োমুখ বিষ-কুম্ভের সমান; তুমি মুখে অমৃতময় বচন বর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ বশীভূত কর; পরিশেষে হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়া হলাহলবিষে জ্বালাতন কর। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি এত দিন অনার্য্যা স্ত্রীর ক্রূরাভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই; এক্ষণে বুঝিলাম, কিন্তু কেবল ধর্ম্মভয়ে তাহার অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না।

দুঃশীলা স্ত্রীদিগের মন স্বভাবতঃ অস্থির, মৎসরপূর্ণ ও অসূয়াপরবশ। তাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না; কিসে আপনার ভাল হয়, তাহাও জানে না; সর্ব্বদা কলহ করিতে ভাল বাসে। তাহাদের হৃদয় অহঙ্কারের আশ্রয়, অভিমানের আকর, বিলাসবাসনার উৎস। তাহারা অকারণে অসন্তুষ্ট, পরিহাসে সন্তুষ্ট, অসৎগল্পে ধীর, সৎপ্রসঙ্গে বধির, তোষামোদের বশংবদ, অমঙ্গলের নিকেতন, অসৎপ্রবৃত্তির রঙ্গ-ভূমি, সৎপ্রবৃত্তির মরুভূমি, গৃহবিচ্ছেদের

দিব্যাস্ত্র। তাহারা সকলকেই বশে রাখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বন্যকরিণীর ন্যায় আপনারা কোন ক্রমে নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

রাজার আশার সহিত নিশার অবসান হইল। ভূপতির নয়ন-তারকার ন্যায় গগনে তারাগণ নিস্তেজ হইল। নিশানাথ নরনাথের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন অদর্শন হইলেন, ভূপতির দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন বিহগকুল আর্ত্তরব করিয়া উঠিল। কৈকেয়ীর লজ্জাবরণের ন্যায় পূর্ব্বদিক্ তিমিরাবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিল। রাজার দুঃখ দেখিয়াই যেন তরুগণ শিশিরচ্ছলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজার মুখের ন্যায় অরুণ তাম্রবর্ণ হইল। সূর্য্যবংশের দুরপনেয় কলঙ্ক চিন্তা করিয়াই যেন সূর্য্য মন্দভাস হইয়া প্রকাশমান হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, রাম পিতার চরণ বন্দনা করিতে কৈকেয়ীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। রামকে দেখিবামাত্র রাজার শোকাবেগ এত প্রবল হইল যে, 'রাম!' এইমাত্র বলিয়াই বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, বাক্য নিঃসারণ করিতে পারিলেন না; অনবরত অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিল। উচ্ছ-লিত শোকাবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, কি রূপে প্রিয় পুত্রকে অপ্রিয় কথা বলিবেন ভাবিয়া, রাজা অধোমুখ হইলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ও অজস্র অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বাহে * গাম্ভীর্য্যশালী সলিলরাশি যেমন উৎকূলিত হয়, সেইরূপ রাজার শোক-হেতু নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া রাম উৎকলিকাকুল হইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্য দিন পিতৃদেব আমাকে দেখিবামাত্র প্রসন্ন হন ও যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করেন; আজি সেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন না কেন?

অনন্তর বিনয়নম্র-বচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন, জননি! যদি. অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিতেছি। অথবা আপনিই মহারাজকে প্রসন্ন করুন। পিতৃদেবের অপ্রসন্ন-ভাব আর দেখিতে পারি না। তিনি আমাকে দেখিবা-

---

* অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্ব। এস্থলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা।

মাত্র প্রসন্ন হন। আজি বিষণ্ণবদনে দীননয়নে অবস্থান করিতেছেন কারণ কি? অনুমান করি, কোন শারীরিক বা মানসিক সন্তাপ মহারাজকে একান্ত ক্লেশ দিতেছে। শরীরের ভাব ও অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, মহারাজের সুখ-সচ্ছন্দতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, পিতৃ-দেবের দুঃখ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং গূঢ় কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেছে। যিনি আমার স্রষ্টা ও অনন্ত সুখের বিধাতা; যাঁহার অনুগ্রহে পরিবর্দ্ধিত ও এতকাল পরিপালিত হইয়া আসিয়াছি; সেই মহামান্য পিতৃদেবের দুঃখ দেখিয়া স্থিরচিত্ত থাকিতে পারিতেছি না; আমি পিতার আদেশে সন্ন্যাসিবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে পারি; মহারণ্যে প্রবেশিয়া যাবজ্জীবন কাল হরণ করিতে পারি; অধিক কি, জীবন দিয়া পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তদীয় বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি দেখিতে পারি না।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী অবসর পাইয়া বলিলেন, রাম! মহারাজ কুপিত হন নাই; ইঁহার কোন বিপদ্‌ও উপস্থিত হয় নাই। তুমি রাজার প্রিয় পুত্র; তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে ইহাঁর মুখ দিয়া বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না। বৎসলতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না; লজ্জাবশতঃ অবনতমুখে রহিয়াছেন। কি করি, আমাকেই মহারাজের অভিপ্রেত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। তোমার ভক্তিপ্রবৃত্তি ও বাক্যনিষ্ঠা যেরূপ বলবতী, তাহাতে তুমি কদাচ মহারাজের বাক্যের অন্যথাচরণ করিবে না। তোমার জন্য মহারাজ ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপদ হইবেন, এরূপ আশঙ্কা কদাচ হইতে পারে না। স্ত্রীপুত্র বিদ্যমান

থাকিতে যদি মহারাজ ধর্ম্মচ্যুত হন, তবে আমাদিগের জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য বলিতেছি, মহারাজ পূর্ব্বে আমারে বরদ্বয় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা প্রার্থনা করিয়াছি। পাছে তোমার চিত্ত-খেদ জন্মে, এই ভয়ে মহারাজ প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় পশ্চাত্তাপ করিতেছেন। বৎস! তুমি রাজার উপযুক্ত পুত্র; অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য তোমার জনককে ধর্ম্মচ্যুত করা উচিত নহে। রাজা অপ্রিয় কথা বলিবেন না বলিয়াই, আমি এই রূপ বলিতেছি।

রাম শুনিয়া ব্যথিত হইয়া বলিলেন, জননি! পিতার আদেশক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি, হলাহল পান করিতে পারি, মহার্ণবে নিমজ্জন করিতে পারি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, পিতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। আপনি জানেন, রামে দ্বিরুক্তি নাই। রাম মুখে যাহা বলিবে, কার্য্যেও তাহাই করিবে।

এই কথা শুনিয়া কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী অনাকুলিতচিত্তে ও অম্লানবদনে বলিলেন, বৎস রাম! দেবাসুর যুদ্ধে তোমার পিতা অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, আমি অনেক সেবাশুশ্রূষা করি, সেই সেবাশুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমারে দুইটি বর দিয়াছিলেন, এক্ষণে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অপরবরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য-বাস প্রার্থনা করিয়াছি। তুমি পিতৃসত্য পালন করিয়া জনককে সত্যপ্রতিজ্ঞ কর, এবং স্বয়ং সৎপুত্র বলিয়া ভূমণ্ডলে গণনীয় হও। তোমার অভিষেকার্থ সমাহৃত সামগ্রী দ্বারা ভরতের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হউক।

তুমি জটাচীর ধারণ করিয়া অবিলম্বে বনে গমন কর, এই আমার অভিলাষ। তুমি উপস্থিত থাকিলে মহারাজ ভরতকে রাজা করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যাহাতে মহারাজের ধর্ম্মসাধন ও ক্লেশ-নিরাকরণ হইতে পারে, সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর।

রাম কৈকেয়ীর বিষতুল্য অপ্রিয়ভাষিত শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, জননি! এখনই আমি বনে চলিলাম, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া জটাচীর ধারণ করিব এবং চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব ইহাতে সংশয় কি? রামের প্রতি মহারাজের এ আদেশ অনুগ্রহ, নিগ্রহ নহে। প্রভু যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকেই আদেশ করিয়া থাকেন। আমি ভৃত্য, আমাকে কোন আদেশ করিতে মহারাজ কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমাকে এই কথা বলিবেন বলিয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন কেন? যে আদেশ-পালনে রাম আপনাকে চরিতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবে সেই বাঞ্ছনীয় আদেশ স্বয়ং না বলিবারই বা কারণ কি? পিতা পুত্রের দেবতা, পিতা পুত্রের গুরু, পিতা পুত্রের বিক্রেতা। ফলতঃ পুত্রের উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। আমি পিত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সানন্দচিত্তে অটবী-পর্য্যটনে কাল যাপন করিব। কিন্তু পিতা প্রতি-দিন আমারে যেরূপ আদর ও স্নেহ করিয়া থাকেন, আজি সামান্য সূত্রে সেরূপ করিলেন না, এই মাত্র মনঃ-ক্ষোভ থাকিল। আমি ভরতকে যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকি, তাহাতে তুচ্ছ পদার্থ রাজ্য কি, প্রাণ পর্য্যন্ত

দিতে পারি। তাঁহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। পিতার অভিপ্রায় জানিলে, আমি স্বয়ং সন্তুষ্টচিত্তে ভরতকে রাজ্যভার সমর্পণ করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে পিতা যাহাতে প্রসন্ন হয়েন, আপনি তাহাই করুন; তিনি প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে, আমার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলে কৃতার্থ হই। সামান্য কারণে তাঁহার বাষ্পবারি বিমোচন করিবার আবশ্যকতা নাই। মাতঃ! মহারাজের আদেশানুসারে দূতেরা এই দণ্ডেই দ্রুতগামী তুরঙ্গম আরোহণ করিয়া কেকয়রাজ্যে গমন করুক, এবং মাতুলালয় হইতে প্রিয়দর্শন ভরতকে এখানে আনয়ন করুক! আমি এখনই পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি!

কৈকেয়ী রামের কথা শুনিয়া প্রীতমনে বলিলেন, দূতেরা ভরতকে আনয়ন করিতে চলিল; তুমি বিলম্ব করিও না, তোমার বিলম্বে মহারাজের কষ্টবৃদ্ধি হইবে। তিনি লজ্জাবশতঃ স্বয়ং বলিলেন না বলিয়া মনঃক্ষোভ করিও না। তুমি অরণ্যে গমন না করিলে, মহারাজ স্নান ভোজন করিবেন না। অতএব তুমি শীঘ্রই তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া অরণ্যে যাত্রা কর।

রাম কৈকেয়ীর ঈদৃশ নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ক্ষুভিত না হইয়া বলিলেন, জননি! আমি পিতার যাহা কিছু প্রিয়কার্য্য করিতে পারি, অবশ্যই করিব, সন্দেহ নাই। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতার আজ্ঞা-প্রতিপালন অপেক্ষা পুত্রের গুরুতর ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কি আছে? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভবাদৃশ গুরুজনদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পারি।

ভরত যেন আমার ন্যায়, পিতার শুশ্রূষা করেন। আপনিও সর্ব্বদা মহারাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। অনন্তর রাম কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, জ্যেষ্ঠা জননীর নিকট বিদায় লইতে যে সময় আবশ্যক, কেবল সেই সময় মাত্র আমার বন-গমনে বিলম্ব হইবে।

কৈকেয়ী বলিলেন, বৎস ! শীঘ্র যাও, দেখিও প্রসূতির কথাক্রমে যেন জনককে সত্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিও না। পরে রাম নেত্র-জল-ধৌত পিতার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া মাতৃ-দর্শনে প্রস্থান করিলেন। রাজাও এককালে শোকসলিলে মগ্ন হইয়া, 'হা বৎস !' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত মাতৃভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী অভিষেকসামগ্রী আয়োজন করিতেছেন, এবং দেবতার নিকট পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। রামকে দেখিবা মাত্র কৌশল্যা বাৎসল্যভাবে তদীয় শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস ! ইক্ষ্বাকুদিগের আয়ু, কীর্ত্তি এবং রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করুন ; সত্য-প্রতিজ্ঞ মহারাজ তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, তজ্জন্য এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। বৎস ! উপবাসে তুমি নিতান্ত অবসন্ন ও মলিন হইয়াছ ; কিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী দিতেছি ভক্ষণ কর। এই বলিয়া আসনে উপবেশন করিতে ও সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাম জননীর আজ্ঞা-ক্রমে আসনে উপবেশন করিয়া অঙ্গুলিবন্ধন পূর্ব্বক বলিলেন, জননি ! আপনার লক্ষ্মণ এবং

জানকীর ক্লেশকারিণী এক বিষম ঘটনা উপস্থিত। আমি রত্নাসনে বসিবার যোগ্য নহি; অধুনা কুশাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছি। আমাকে রাজার আদেশক্রমে কন্দমূলফলাহার দ্বারা জীবনধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিতে হইবে। মহারাজ ভরতকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটা-বল্কল-ধারণ-পূর্ব্বক এখনই বনে গমন করিব; আপনার নিকট বিদায়-গ্রহণ মানসে উপস্থিত হইয়াছি। রামের কথা শুনিবা-মাত্র কৌশল্যা, পরশুচ্ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং জড়প্রায় হইয়া ক্ষণকাল নিষ্পন্দ ভাবে রহিলেন।

রাম সহসা জননীকে ভূমিতল হইতে উত্থাপিত করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সন্তান কেবল জনকজননীকে দুঃখ দিতে জন্ম গ্রহণ করে; পুত্র জায়মান হইয়া জননীর জীবন হরণ করে; বর্দ্ধমান হইয়া জনকের ধনক্ষয় করিতে থাকে; এবং ম্রিয়মাণ হইয়া জনকজননীর প্রাণ সংহার করিতে বসে। তথাপি স্নেহের কি মধুর ভাব! এরূপ শত্রুরূপী পুত্রের প্রতিও তাঁহারা অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন; পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলে সকল দুঃখ বিস্মরণ করেন; এবং পুত্রের কষ্ট দেখিলে সমুদায় ক্লেশ আপনার ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করেন। আমার এই সামান্য কষ্ট দেখিয়া জননী যখন প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হই-য়াছেন, তখন যাঁহারা পুত্রের চিরবিয়োগ ভোগ করেন, তাঁহারা কিরূপে জীবিত থাকেন, বলা যায় না।

কৌশল্যা চেতনা লাভ করিয়া রামকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমারে কিছুতেই বনে যাইতে

দিব না; তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব; তোমারে বনবাস দিয়া কি লইয়া ঘরে থাকিব? তোমারে ক্ষণকাল না দেখিলে দশদিক্ শূন্য দেখি, এবং আমার প্রাণ অস্থির হয়; চতুর্দ্দশ বৎসর তোমারে না দেখিয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিব? পরে, হা বৎস রাম! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাম জননীর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ ও শোকাচ্ছন্ন হইলেন, কিন্তু আপন মনের ভাব সংবরণ করিয়া জননীর অশ্রুজল মার্জ্জনা পূর্ব্বক বলিলেন, জননি! রোদন করিবেন না। সন্তানের জন্য কেন এত কষ্ট পাইতেছেন? এই সামান্য ঘটনা সমধিক ক্লেশকরী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

কৌশল্যা বিষণ্ণবদনে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, [illegible] সকলেই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু [illegible]

সুখেও বঞ্চিত করিলেন। বৎস! তুমি কেবল দুঃখভোগ করিতে, ও জননীরে দুঃখনীরে নিমগ্ন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; যদি কৈকেয়ীর উদরে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ত আজি তোমাকে এরূপ দুঃখভোগ করিতে হইত না, আমাকেও এত যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হইত না। বৎস! আমার পক্ষে বন্ধ্যা হওয়াই ভাল ছিল। সন্তান হইল না, এই মাত্র বন্ধ্যার দুঃখ; কিন্তু যাহার পুত্র হইয়াছে, এবং যে পুত্রের বিয়োগ সহ্য করিতেছে, তাহার দুঃখের অন্ত নাই, ও মনস্তাপের সীমা নাই। বৎস! আমি বন্ধ্যা হইলে এখন এত যন্ত্রণা ভোগ করিতাম না।

সপত্নীর বাক্য স্বভাবতই স্ত্রীলোকের অসহ্য; আমি

সকলের প্রধান হইয়া কিরূপে সপত্নীর কটুবাক্য সহ্য করিব? তুমি উপযুক্ত পুত্র নিকটে থাকিতেই, আমি এই প্রকার অবমানিতা হইলাম। বৎস! তুমি দূরদেশে গমন করিলে, আমার দশা কি হইবে, তাহা মনেও ধারণা করিতে পারি না। আমি কেবল তোমার মুখ চাহিয়া চিরকাল কালরূপা সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; প্রাচীন বয়সে আর তাহা সহ্য করিতে পারি না!

বৎস! আমি ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করি না; অবমানেও অবমান জ্ঞান করি না; মর্ম্মভেদী সপত্নীবাক্য শুনিয়াও তাহা গ্রাহ্য করি না; কেবল তোমার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিয়া থাকি। এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইব না, অথচ সপত্নীর বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার অধিক যন্ত্রণা আর কি আছে? আমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন, তাই তোমার দুঃখ ভাবিয়া এখনও বিদীর্ণ হইল না; আমার প্রাণ পাষাণময়, কিছুতেই ক্ষয় পাইবে না। তোমার দুঃখ দেখিতে হইবে বলিয়াই আমি দীর্ঘ দিন জীবিত আছি; চিরকষ্টভোগের জন্যই যথেষ্ট পরমায়ু পাইয়াছি। কৌশল্যা এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ কৌশল্যার অস্থিরতা ও কাতরতা এবং কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা ও পর-শুভ-দ্বেষিতা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, জননি! আর্য্য কৈকেয়ীর কথাক্রমে রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, ইহা লক্ষ্মণের সহ্য হইবে না। রাজা এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃদ্ধের বুদ্ধি বিপরীত হওয়া অসম্ভব নহে। বার্দ্ধক্য হেতু অসমীক্ষ্যকারী রাজা কৈকেয়ীর

বশবর্ত্তী হইয়া যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। নিরপরাধ উপযুক্ত পুত্রকে বনবাস দিবেন, আর অপরিপক্কমতি সন্তানকে রাজপদ প্রদান করিবেন, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজধর্ম্মে এমন কোনও বিধি নাই যে, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে হয়; এমন কথাও কোথায় শুনি নাই যে, পিতা ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর এরূপ নির্ব্বোধ পুত্রও কুত্রাপি দেখি নাই যে তাদৃশ পিতার কথা শিরোধার্য্য করিয়া থাকে।

কল্য রাজা বলিয়াছিলেন, আজি আর্য্যকে যুবরাজ করিবেন; এখন শুনিলাম ভরতকে রাজ্য দিবেন। তাঁহার কোন কথার স্থিরতা নাই; তাঁহার বাক্য উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আর্য্যের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা সকল লোকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে; ভরতের কথা এখনও কেহ শুনিতে পায় নাই; রাজার পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে আমিই আর্য্যকে রাজাসনে আসীন করাইব। ইহাতে যদি কেহ অন্তরায় হয়, অথবা ভরতের পক্ষ হইয়া আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার করিব, কিছুমাত্র সংশয় নাই। অধিক কি যদি অযোধ্যাবাসী সমুদায় লোক ভরতের পক্ষ হয়, আর বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া তাহাদের সহায়তা করেন, তাহা হইলেও সকলকে পরাজয় মানিতে হইবে। আর্য্য আমার বলবিক্রমের পরিচয় অবগত আছেন; আপনিও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। আপনি স্থির হউন, রোদন

করিবেন না, কৈকেয়ীই ক্রন্দন করুক। কাহার এত যোগ্যতা, কাহার এত শক্তি, যে আর্য্যকে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিবে? আর বৃদ্ধ রাজাই বা কাহার বলে এত গর্ব্ব করেন যে, কৈকেয়ীর কথাক্রমে আর্য্যকে বনবাস দিবেন?

আর্য্য স্বভাবতই নম্র, এবং গুরুজনদিগের নিকট অতিশয় বিনীত; জানেন না যে তাঁহাদিগের তেমন সারবত্ত্বা নাই। তাঁহারা কেবল শান্তবিনীতের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন; দুর্দ্দান্ত দেখিলে একেবারে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়েন। জননি! নিতান্ত মৃদু হওয়া বড় দোষ; সে না সেই অবজ্ঞা করে। আর্য্য আপনার বলবিক্রম আপনি জানেন না, এবং গুরুজনের নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। এই জন্যই রাজা আর্য্যকে বনবাস দিতে সাহসী হইয়াছেন। জননি! আমি যদি ধনুষ্পাণি হইয়া আর্য্যের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হই, তবে পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও লক্ষ্য করি না, সুরাসুরকেও ভয় করি না। ক্ষত্রিয়ের যত বলবিক্রম, পরশুরামের নিকট তাহার পরিচয় হইয়াছে! সেই ক্ষত্রিয়নিধনকারী মহাবীর জামদগ্ন্য যাঁহার নিকট নতশিরা হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ও আমি একত্র হইয়া আপত্তিকারী হইলে, রাজার কি শক্তি যে ভরতকে যুবরাজ করেন? আর্য্যের আদেশ ব্যতীত আমি কিছুই করি না বলিয়া নিশ্চেষ্ট আছি; ক্রোধানলে আপনা আপনি দগ্ধ হইতেছি, এত অত্যাচার ও এত অবিচার সহ্য করিতেছি, বদ্ধহস্ত বীরপুরুষের ন্যায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য কালভুজঙ্গের ন্যায়, আপন বিষে আপনি

জ্বলিতেছি; নতুবা আর্য্যকে একপার্শ্বে ম্লানবদনে অবস্থিতি করিতে হইত না। জননি! জ্যেষ্ঠে আমার এরূপ অচলা ভক্তি যে, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিব। আর যদি আর্য্যের বনগমনই স্থির হয়, তবে লক্ষ্মণ অগ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথপ্রদর্শক হইবে, জানিবেন। জননি! আপনার সমীপে অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস; অগ্রজ মহাশয় আমারে যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব; তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করিব না।

কৌশল্যা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া আশ্বস্তচিত্তে বলিলেন, বৎস রাম! তোমার হিতৈষী ভ্রাতার কথা শুনিলে? এক্ষণে উহাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ কর; বিমাতার কথা শুনিয়া শোকসন্তপ্তা জননীরে দুঃখনীরে ভাসাইয়া বনে যাইও না। ধর্ম্মাচরণ যদি তোমার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে গৃহে থাকিয়া জননীর সেবা শুশ্রূষা কর; তাহাই তোমার পরম ধর্ম্ম। মহারাজ তোমার যেরূপ পূজ্য আমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। আমি নিষেধ করিতেছি, বনে গমন করিও না, গৃহে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, তাহা হইলেই ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবে। আর যদি রাজার আদেশ বলবান্ মানিয়া একান্তই বনে যাও, তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল। সন্তান নিকটে থাকিলে মাতার সকল সুখ। তোমার সহিত আমি বনেও সুখে থাকিব; তোমা ব্যতীত রাজভবনেও সুখী হইব না। যদি পিতৃনিদেশ প্রধান ভাবিয়া শোকাকুলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তবে আমি প্রায়োপবেশন

দ্বারা দেহপাত করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

রাম প্রশান্ত ভাবে জননীরে সান্ত্বনা করিয়া, সস্নেহ-হৃদয়ে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! আমাতে তোমার প্রগাঢ় স্নেহ ও ভক্তি আছে। তোমার বল, বিক্রম ও ক্ষমতা অল্প নহে। বৎস! সত্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া স্নেহপ্রযুক্তই জননী আমার দুঃখকে সমধিক ক্লেশের কারণ বিবেচনা করিতেছেন। এ সংসার অতি অসার; কেবল ধর্ম্মই এখানে সার পদার্থ। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া, যদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হয়, তবে মানবজন্ম গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি? যদি কেবল সুখভোগের জন্য মানব-জন্ম গ্রহণ করা হয়, তবে স্বেচ্ছাচারী বিষয়ভোগী পশুতে আর ধর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বিষয়ভুক্ মনুষ্যে প্রভেদ কি? বিষয় অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; উহা ভোগকালে সরস, পরিণামে একান্ত বিরস। এজন্য পরিণামদর্শীরা বিষয়ে আসক্ত হইতে চাহেন না।

ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত অর্থ আবশ্যক, এ কথা বৃথা। যে ক্লেশে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহার সহস্রাংশের একাংশ মাত্র স্বীকার করিলে এত পরিমাণ ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, যাহা বিপুল বিত্তেও বিক্রীত হইতে পারে না। অর্থের দ্বারা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয় তাহা গর্ব্বানুস্যূত; অর্থ যদি ধর্ম্মের সাধন নির্দ্দিষ্ট হইত, তবে নিঃস্ব ব্যক্তিরা কদাচ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিত না; ধনিগণেরও ধর্ম্মের অসদ্ভাব থাকিত না। অতএব রাজা হইয়া ধনের

দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কখনই প্রশংসনীয় নহে। অর্থ কেবল লোকের উপকার ও জগতের শোভা বর্দ্ধনের জন্যই আদরণীয়; কায়মনোবাক্যের দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; বিশুদ্ধ মনে চিন্তা করিলেই উহা সঞ্চিত হয়; তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিলেই উহা সংগৃহীত হয়; মুখে সত্য কথা বলিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যই সকলের অবলম্বনীয়। সত্য আছে বলিয়া, সংসার শৃঙ্খলাবদ্ধ। অতএব সত্যের প্রতি আস্থা কর, সত্য রক্ষা করিতে যত্নশীল হও। সত্যসংশ্রিত বলিয়া পিতার কথা অলঙ্ঘনীয়; সত্যপথে চলিতে হইলে পিতার কথা অন্যথা করিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে আমি পিতৃ-বাক্য অতিক্রম করিতে পারিব না।

জননী কৈকেয়ী আমারে সত্যপথেই চলিতে বলিতে-ছেন; পিতার যাহা বক্তব্য, জননী তাহাই ব্যক্ত করিয়া-ছেন; সুতরাং বরপ্রার্থনায় তাঁহার উপর কোন দোষা-রোপ করা যাইতে পারে না। আমার উপর তোমার অবিচলিত ভক্তি আছে; বৈষয়িক সুখ আমার কিছুমাত্র স্পৃহণীয় নহে; সুতরাং সে সুখের ব্যাঘাত হইলে দুঃখ বোধ করি না। কষ্ট ব্যতীত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না; ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত কষ্টই হউক না কেন, তাহা আমার প্রার্থনীয়। যদি আমাতে তোমার ভক্তি থাকে, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে উগ্রতর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; প্রশান্ত সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সৎপথের পথিক হও।

লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন; একবার রামকে রাজা করিয়া কৌশল্যার শোক-শল্য

উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন; আর বার জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মোপদেশ স্মরণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হন; একবার কৈকেয়ীর ব্যবহার মনে করিয়া ক্রোধে অধীর হন; আর বার পিতৃবাক্যের অন্যথাচরণ অধর্ম্ম ভাবিয়া স্থির হন। লক্ষ্মণের এইরূপ ব্যাকুলতা দর্শনে কৌশল্যা ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া আর্ত্তস্বরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলেন। তখন লক্ষ্মণ একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং কুপিত কেশরী-কিশোরের ন্যায় ভীষণ ভ্রূভঙ্গী বিস্তার করিয়া আরক্ত-নয়নে বলিলেন, রাজা লোকাচার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছেন, ছলক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাস দিতেছেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিয়া পাপাচরণ করিতেছেন, স্ত্রীবশীভূত হইয়া গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই কি রাজার রাজধর্ম্ম? জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চনা করা কি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? আর্য্য! আপনি ক্ষমা করিবেন। এত অন্যায়াচরণ আমার সহ্য হইবে না, এখনই ইহার প্রতীকার করিব।

স্ত্রৈণ পিতা কদাচ পুত্রের মিত্র নহে; তাদৃশ পিতার কথা কি শ্রবণযোগ্য? আপনি সেই কথা অনুসারে কখনই চলিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিবেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বঞ্চকেরা উৎপন্নমতি; বঞ্চনাই তাহাদিগের অভ্যসনীয় বিদ্যা; আত্মকার্য্য-সিদ্ধিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য; পরের শুভ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের মন সমৎসর হয়; যতক্ষণ পরশুভানুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, ততক্ষণ তাহারা স্থির হইতে পারে না। যাহারা উপস্থিত রাজ্যাভিষেকে এত বিঘ্ন ঘটাইল, তাহারা যে পরে ভদ্রতাচরণ

করিবে ইহা মনেও ভাবিবেন না। যাহারা প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বপ্রভাবে সহসা স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, তাহারা কাল পাইলে যে কত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া রাখিবে তাহা বলা যায় না।

আর্য্য! আর দৈব অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। দুর্ব্বল কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে; বীরপুরুষেরা বাহুবলে সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন। আপনি স্থির হইয়া থাকুন; অনুমতি করুন আমি একাকীই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। আজি যদি কোন দিক্‌পাল আসিয়া অভিষেকের অন্তরায় হয়, তাহাকেও প্রেতপতির আতিথ্য স্বীকার করাইব। যে আপনারে বনে যাইতে বলিবে, তাহারে জন্মের মত বনবাস দিব; কৈকেয়ী যে দুরাশা-লতা রোপণ করিয়াছে, তাহার মূল উন্মূলিত করিব। লক্ষ্মণের এই বাহু শোভার জন্য নহে; লক্ষ্মণ এই ধনুক ভূষণের জন্য ধারণ করে নাই; এই অসিলতা কক্ষে বন্ধন করিবার জন্য গ্রহণ করে নাই; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া এই শাণিত শর তূণীরে ধারণ করে নাই। যে জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছি, তাহা এখনই সকলকে প্রত্যক্ষ করাইব; নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিব। অধিক কি, এক কালে খণ্ড প্রলয় করিয়া তুলিব।

রাম লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বৎস! লোকে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য সন্তানের কামনা করিয়া থাকে, যদি সন্তান দ্বারা পিতৃদেবের সেই সুখ না হইল, তবে তাঁহার সন্তানে প্রয়োজন কি? পিতৃ-সত্য পালন না করিলে পিতা মহাশয় পতিত হইবেন। যে পুত্রের দোষে পিতাকে পতিত হইতে হয়, সে পুত্রের জন্ম না হওয়াই

ভাল। পিতা সন্তানের গুরু ও উপাস্য দেবতা; তাঁহার আদেশ কোনক্রমে অন্যথা করিতে পারিব না; পিতৃসত্য পালন করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিব। ক্ষণিক সুখভোগের জন্য গুরুজনের মনে ক্লেশ দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। যদি আমাতে তোমার স্নেহ ও ভক্তি থাকে, তবে কোপসমুদ্ভূত কুটিলমতি পরিত্যাগ কর। আমার প্রিয়কার্য্য করা যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে আমি বনে গমন করিলে, দেবতার ন্যায় পরমারাধ্য পিতাকে সেবা করিবে; কেকয়নন্দিনী প্রভৃতি জননীবর্গকে অভিন্নভাবে শুশ্রূষা করিবে; আর প্রাণাধিক ভরতকে আমার ন্যায় মান্য করিবে ও তাঁহার প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিবে।

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের উপদেশ শুনিয়া কথঞ্চিৎ ক্রোধাবেগ পরিত্যাগ করিলেন; এবং অনুনয় করিয়া বলিলেন, আর্য্য! আপনার যে গতি, এদাসেরও সেই গতি হইবে; আপনি বনে গমন করিলে, আমি আপনার অনুগমন করিব; আপনার পরিত্যক্ত স্থান অনন্ত সুখের আকর হইলেও লক্ষ্মণের মনোনীত হইবে না। আপনার পরিত্যক্ত রাজধানী অপেক্ষা আপনার অধিষ্ঠিত নির্জন নিবিড় অরণ্যও আমার স্পৃহণীয় ও রমণীয় হইবে। আমি বনে বনেচর হইয়া বনবিহারী চরণচারী আর্য্যের আহারার্থে ফলমূল আহরণ করিব, দুর্গমগিরিগহনে অনুগমন করিব, এবং আজ্ঞাকর কিঙ্করের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্কতাসহকারে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। অতএব আর্য্য! অনুগত অনুজের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনুগমনে অনুমতি করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সাদরবচনে কহিলেন, তুমি আমার সমদুঃখসুখ অভিন্ন-হৃদয় ভ্রাতা; তুমি নিকটে থাকিলে আমার ক্লেশের লাঘব হইবে বটে, কিন্তু আমার দুঃখের অংশভাগী হও, এরূপ ইচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৌশল্যা শোকব্যাকুলহৃদয়ে দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার অনেক যত্নের ধন, কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া, কত কঠিন ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, কত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, তোমারে পাইয়াছি। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, রাম বড় হইলে আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। বৎস! তুমি এক্ষণে উপযুক্ত হইয়াছ। আমি ভাবিতেছি, রাম আমার আজি রাজা হইবেন, আমি রাজমাতা হইয়া মনের সুখে কালযাপন করিব, এবং পুত্রচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া সকল সন্তাপ দূর করিব। আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, নির্দ্দয় দৈব তাহা ঘটাইল। কোথায় রাম আমার আজি রাজা হইবেন, না সেই রাম আজি চোরের মত, নির্ব্বাসিত হইলেন। যাহার জননী আজি দিনযামিনী আমোদ-আহ্লাদে নিমগ্ন থাকিবে, আজি কি না তাহাকে কাঙ্গালিনীর ন্যায়, উন্মাদিনীপ্রায়, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে হইল! হা বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল, যাহাকে কত আশার সহিত পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিলাম, ফলভোগের সময় তাহা হইতে আমাকে বিরহিত করিলে।

হা রাম! হা কৌশল্যার জীবনধন! তুমি সপত্নীর কথা-

ক্রমে আমারে ক্লেশ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া বনে যাইও না ; দুষ্কৃতকারীর ন্যায়, অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার কথা শুনিয়া মাতৃবধে প্রবৃত্ত হইও না। বৎস রাম! মাতৃসেবাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম ও একান্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ; এই ভূমণ্ডলে মাতার সমান গুরু কেহই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, "জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা, প্রতিপালয়িতা প্রভৃতি দশ প্রকার গুরুর মধ্যে মাতার গৌরব অধিক। পিত্রাদি গুরুলোক পতিত হইলে পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু মাতা পতিতা হইলেও পরিত্যাগের যোগ্য নহেন ; গর্ভে ধারণ ও পোষণদ্বারা মাতা সর্ব্বপ্রকার গুরু অপেক্ষা গরীয়সী, পিতা অপেক্ষা মাননীয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে পালনীয়া"। মাতাকে পরম গুরু জ্ঞান করিয়া সেবা করিলেই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় ; উহা সঞ্চয় করিবার জন্য বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। সন্তান নিকটে থাকিলেই জননী সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাতেই পুত্রের ধর্ম্ম হয়, সন্তানের মুখ দেখিলে মাতার যেরূপ আনন্দের উদয় হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। যদি যুক্তি ও শাস্ত্রকে সমধিক প্রমাণ বলিয়া চলিতে হয়, তবে জনক অপেক্ষা জননীই পরম গুরু, এবং জনকের আদেশ অপেক্ষা জননীর আদেশই প্রধান। আমি নিষেধ করিতেছি, তুমি বনে যাইতে পারিবে না। সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইয়া থাকে, অন্য পুত্রেরা তাহার অনুচর হইয়া রাজকার্য্যে সাহায্য করে—এই চিরাগত ইক্ষ্বাকুকুলধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া তুমি স্বয়ং রাজা হও ; অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সহায় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন কর, কাহারও উপরোধ অনুরোধ গ্রাহ্য করিও না।

রাম বিনয়মধুরবচনে বলিলেন, জননি! মহারাজ

আমার এবং আপনার প্রভু; যখন আপনার উপর মহারাজের প্রভুতা আছে, তখন আমাকে নিবারণ করিতে আপনার অধিকার নাই। যে স্থলে জনকের আদেশ জননীর আদেশের প্রতিকূল, সে স্থলে জনকের আদেশ রক্ষা করা ন্যায়ানুগত ও শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম। বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীদিগের দেবতা, স্বামীই স্ত্রীদিগের ঈশ্বর, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর আদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। আপনি বিশাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার পতিপরায়ণতা সুশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ভুবনবিখ্যাত; অতএব বৎসলতা বশতঃ পুত্রহিতানুরোধের পরতন্ত্র হইয়া স্বামীর মত অতিক্রম করিবেন না।

মহারাজ কৈকেয়ীজননীর নিকট দুই বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বর দিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করিলেন। তাহাতে সত্যবাদী ধর্ম্মভীরু মহারাজের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম কি হইল? পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বর এত দিনের পর লাভ করিলেন বলিয়া, কৈকেয়ী জননীকে ন্যায়পথের প্রতিকূলবর্ত্তিনী বলা যায় না; ভরতও পিতৃদত্ত যৌবরাজ্য লাভ করিবেন, তাহাতেই বা তাঁহার অপরাধ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও কোন দোষ নাই; কেবল আমার ভাগ্যের বিরুদ্ধ-পরিণামই এরূপ বিসদৃশ ঘটনা ঘটাইয়াছে, তজ্জন্য পরিতাপ করিবেন না। আপনি মহারাজকে গুরুর ন্যায় সেবা করিবেন; কৈকেয়ীজননীকে ভগিনীবৎ সম্ভাষণ করিবেন; এবং ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে আমার ন্যায় স্নেহ করিবেন। আমি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে সচ্ছন্দ-মনে ও নির্ব্বিকার চিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর

অন্তে পুনর্ব্বার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব ; অনুগ্রহপূর্ব্বক বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ইহাতে ইহলোকে সুখ্যাতি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হইবে।

কৌশল্যা রামের ধর্ম্মানুসারিণী বাণী শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন, রাজা আমাদিগের পরমগুরু, তাঁহার মত অতিক্রম করা আমার উচিত নহে। কিন্তু সপত্নীগণের মধ্যে অবমানিতা হইয়া বাস করিতে পারিব না, অতএব আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি ঋষিপত্নীদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া, বনে ফলমূল আহরণ করিয়া তোমারে খাওয়াইব। জননী নিকটে থাকিলে, তুমি ক্লেশ পাইবে না ; আমিও তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া সুখে থাকিব। বৎস! পুত্রবিহীন হইয়া রাজপ্রাসাদে অবস্থান পূর্ব্বক অতুল-সুখসামগ্রী সম্ভোগ করা অপেক্ষা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বনবাসে উপবাস করিয়াও দিনপাত করা জননীর পক্ষে আনন্দদায়ক, তাহাতে সংশয় নাই।

রাম বহুমান-প্রদর্শন-পুরঃসর বলিলেন, জননি! স্বামী বিদ্যমান থাকিতে স্ত্রীলোকের সন্তানের অধীন হওয়া অনুচিত ; সাধ্বীস্ত্রীর স্বামি-শুশ্রূষা প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আপনি গৃহে থাকিয়া মহারাজের সেবা শুশ্রূষা করিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। স্বামী মহাত্মাই হউন, বা হীনাশয়ই হউন, তিনিই স্ত্রীলোকের প্রধান গুরু, তিনি যে পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, দেবতারাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন ; স্বামীকে পরিত্যাগ করা বা তাঁহার প্রতি নৃশংসব্যবহার ও উদাসীনভাব অবলম্বন করা অবোধ স্ত্রীর লক্ষণ। এরূপ অসদাচরণপ্রবৃত্তি কখনই আপনার মনে

উদিত হইবে না। কৈকেয়ী জননী মহারাজকে ক্লেশ দিয়াছেন; মহারাজ আমার বিয়োগে একান্ত কাতর হইয়াছেন, এবং স্বকর্ম্মজ-লজ্জাবশতঃ ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছেন। এসময়ে আপনি তাঁহার প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া শুশ্রূষা না করিলে তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিবে না। অতএব জননি! আপনি গৃহে থাকিয়া যাহাতে মহারাজের ক্লেশ না হয়, তাহাই করিবেন; ধর্ম্মের আলোচনায় সময় অতিবাহন করিবেন; দেবতার নিকট আমার মঙ্গল কামনা করিবেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি নিরাপদে পিতৃ-সত্য পালন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি। সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহা হইলে শোক তাপের অল্পতা হইবে; আপনি প্রসন্নমুখে অনুমতি করিলে আমার কোন বিপদ্ ঘটিবে না; আপনার আশীর্ব্বাদে নিরাপদে থাকিব, এবং সর্ব্বত্র জয়ী হইব। জননীর আশীর্ব্বাদ সন্তানের বর; জননীর চরণধূলী পুত্রের আপদুদ্ধারক অক্ষয় কবচ; জননীর সকল ভাবই সন্তানের মঙ্গলের কারণ; অধিক কি, যাত্রাকালে ক্রন্দন শুনিলে যাত্রা ভঙ্গ করিতে হয়, কিন্তু তখন মাতৃ-রোদন শুনিলে সন্তানের কল্যাণ হয়। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করুন। আমি পিতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আপনার চরণারবিন্দ পুনর্দর্শন করিব। আপনি একক্ষণও আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না; সত্যপালনসম্ভূত ধর্ম্ম, এবং জননীর শুভাশীর্ব্বাদ, উভয়ই আমার সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করিবে। এই বলিয়া রাম জননীর চরণযুগল ধারণ করিয়া অশেষ প্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা রামের বিনয়প্রধান বাক্য শুনিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, এবং ধর্ম্মসংশ্রব কথা অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া, সজলনয়নে বলিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে; কুলদেবতারা তোমার সকল আপদ্ দূর করিবেন; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সর্ব্বত্র কুশলে থাকিবে; এবং বনবাসরূপ দুরূহ তাপসব্রতে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিবে। আমি মহারাজের সুখ সচ্ছন্দতা সম্পাদনে যত্ন করিব, তজ্জন্য চিন্তিত হইবে না। পথে তোমার কোন বিঘ্ন না হউক; এস বৎস, একবার চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ক্রোড়ে করি; মধুরস্বরে একবার মা বলিয়া ডাক, তুমি গমন করিলে এ অভাগিনীরে মা বলিয়া ডাকে, এমন আর কেহ নাই। এই বলিয়া রামকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম জননীকে সান্ত্বনা করিয়া বনগমনে আজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত সীতা দেবীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

জনকদুহিতা সীতাদেবী নিজ নিকেতনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত বিপৎ-পাতের বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেন না। তাঁহার স্বামী রাজবেশ ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তিনি নারীজন-প্রার্থিত দুর্লভ মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাঁহার এই চিরলালিত মনোরথ ফলোন্মুখ হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সমুচিত দেবার্চ্চনা সমাধান করিয়া মনোহর বেশ-বিন্যাস সমাপন পূর্ব্বক তদীয় শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় রামচন্দ্র তথায়

উপনীত হইলেন। জানকী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক প্রণয়স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাষণে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

রামচন্দ্র সত্য অথচ অপ্রিয় বাক্যে প্রণয়িনীর মনে ক্লেশ প্রদান করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া অবনত-বদনে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সীতা উষা-শশীর ন্যায় রামচন্দ্রের মুখশ্রীর মলিন ভাব বিলোকন করিয়া অপ্রসন্ন মনে বলিলেন, অয়ি জীবিতেশ! অপ্রিয় ঘটনা বচনীয় নহে বিবেচনা করিয়া, আপনি হৃদয়গত ভাব গোপন করিতে যতই যত্ন করিতেছেন, ততই আপনার বদনকমল ম্লানভাব ধারণ করিতেছে; স্বজন সমীপে শোচনীয় বিষয় অধিকক্ষণ অব্যক্ত থাকিতে পারে না; শোকানল আত্মীয়-সমাগম-পবনে স্বতই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আপনি প্রযত্ন সহকারে বিষাদবেগ ও বাষ্প-নির্গম নিরোধ করিতে সমধিক চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেই আপনার মুখ-কমল মলিন ও বিম্বফল তুল্য সরস ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, অন্তর্যাতনায় দেহ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, বিকসিতরাজীবনিভ নয়নযুগল শিশিরসিক্ত নিশামুখ-কমলের ন্যায় ক্রমশই সঙ্কুচিত ও জলার্দ্র হইতেছে, মধ্যাহ্ন মারুতের ন্যায় অবিরত উষ্ণ নিশ্বাস নির্গত হইতেছে; আন্তরিক শোক-চিহ্ন অন্ত-র্নিহিত প্রকৃত ভাবের আদর্শ স্বরূপ মুখাবয়বে প্রতি-ফলিত হইয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যখন আপনি অপ্রিয় সংবাদ বলিয়া দুঃখিত করিবেন না নিশ্চয় করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম আমারই দুঃখের দশা উপ-স্থিত হইয়াছে। আমার নিজের দুঃখ যতই কেন উপস্থিত হউক না, তাহাতে অণুমাত্র কাতর হইব না; কিন্তু

আপনার সামান্য দুঃখও আমার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হইবে। রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না; পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পর্য্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর হইতে মন্দ মন্দ স্বেদ-কণা, এবং লোচন হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তৎকালে তাঁহার নবজলধর-শ্যাম নাম সার্থক হইয়াছিল।

সীতা নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, অয়ি জীবিতেশ্বর! আজি শুভদিনে আপনাকে এত দুর্ম্মনায়মান দেখিতেছি কেন? কেনই বা শত-শলাকাবৃত মুক্তাফলশোভিত দুগ্ধফেন-নিভ বিচিত্র সিতাত-পত্র লক্ষিত হইতেছে না, রাজলক্ষণভূত চামরদ্বয় উভয় পার্শ্বে সঞ্চালিত হইতেছে না, মগধ-দেশীয় বন্দীগণ সুললিত মঙ্গল-সংগীত গান করিতেছে না, কাঞ্চন-ভূষিত সুসজ্জিত তুরঙ্গ চতুষ্টয় বল্গিত গমনে রাজপথের শোভা সম্পাদন করিতেছে না, সজ্জীভূত মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি চতুরঙ্গ-বল দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইতেছে না, এবং কোন প্রকার অভিষেক সজ্জা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না? এই সমস্ত না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হই-য়াছে। যতক্ষণ কারণ জানিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আপতিত দুর্ঘটনা যতই কেন অপ্রিয় ও অপরিজ্ঞাপনীয় হউক না, প্রার্থনা করিয়া জানিলে বক্তার দোষ স্পর্শে না।

রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞাক্রমে আমাকে দয়া, মমতা ও বন্ধুতা সমস্তই

পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি কাহারও উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া যে সান্ত্বনা করিয়া যাইব, কৈকেয়ী সে বিলম্বও সহিতে পারিবেন না। অপ্রিয় নিবেদন করিলে অসৌজন্য প্রকাশ হইবে, না বলিয়া গেলে ঔদাসীন্য প্রকাশ হইবে, এবং তাহাতে সমধিক চিত্তখেদ উপস্থিত হইবে। এইরূপ চিন্তার পর বলিলেন, সীতে! আর বলিব কি! অপ্রিয় নিবেদনে তোমার মনে অসুখ জন্মাইয়া দিতে আমার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না; পুত্রকে পিতার আদেশ দেবাদেশের ন্যায় পালন করিতে হয়, তাহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিতে সন্তানের ক্ষমতা নাই, "যে আজ্ঞা" ভিন্ন তাহার উপযুক্ত উত্তর নাই; পিতাও কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্তানকে কষ্ট দিতে অভিলাষ করেন না, সুখে রাখিতে চেষ্টা পান, এবং ধর্ম্মপথে চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু আমার ভাগ্যে বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে।

সীতে! তুমি বিশালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ, তদনুযায়ী কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাক। ধর্ম্মপালনার্থে আমাকে বনে প্রস্থান করিতে হইল। তজ্জন্য তুমি অধিক কাতর হইবে না। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ পূর্ব্বে কৈকেয়ীমাতাকে দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; মহারাজ আমার অভিষেকের অনুষ্ঠান করিলে পর, তিনি মহারাজের নিকট সেই দুই বর প্রার্থনা করেন। তাহার এক বরে আমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে হইবে, অপর বরে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন! আমি এখনই তপস্বিবেশে বনবাসে প্রস্থান করিব। জননীর নিকট

অনুমতি লাভ করিয়া তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ-মানসে উপস্থিত হইয়াছি। আমি বনে গমন করিলে, তুমি ব্রতপরায়ণা হইয়া কালযাপন করিবে; প্রত্যুষে উঠিয়া পূজাবিধি সমাপন পূর্ব্বক সকলের প্রভু মহারাজকে পিতার ন্যায় বন্দনা করিবে; অনন্তর শোকাকুলা জননীকে বন্দনা ও শুশ্রূষা করিবে; বিমাতারা সকলেই আমার সমানপূজ্য ও সমানমাননীয়; তুমি তাঁহাদিগকে অভিন্নভাবে বন্দনা করিবে; আমার কনীয়ান্ ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথোচিত স্নেহসম্ভাষণ করিবে; ভরতের নিকট কথঞ্চিৎ আমার গুণগরিমা প্রকাশ করিবে না; পুরুষ সম্পত্তিসম্পন্ন হইলে, পরপ্রশংসাবাদ শুনিতে ভাল বাসে না। মহারাজ যাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বৈদেহি! তুমি স্ত্রীসদাচার বিলক্ষণ অবগত আছ, যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা তোমার অবিদিত নাই, তুমি আপনা হইতেই এ সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে, আমার বলা বাহুল্য। কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে মদ্বিষয়িণী উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ তোমাকে আকুল করিতে পারিবে না। তুমি ব্রতপরায়ণা হইয়া সময় অতিবাহন করিবে, আমার নিমিত্ত অণুমাত্র চিন্তা করিবে না, আমি সত্যব্রত পালন করিবার নিমিত্ত এখনই বনে গমন করিব, ব্রতান্তে পুনরায় তোমার সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিব।

সীতা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিয়োগকাতরহৃদয়ে বাষ্পাকুলিতলোচনে দীনবচনে কহিলেন, অয়ি নাথ!

সৌদামনী নবজলধরের সহচরী হইয়া থাকে, প্রভঞ্জনের উপদ্রব উপস্থিত হইলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌দিগন্তে গমন করে; দ্বন্দ্বচর খেচরেরা ব্যাধ ভয়ে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না; দাম্পত্যের বন্ধনই এইরূপ। আপনি দাম্পত্য ধর্ম্ম অবগত থাকিয়া কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে যাইবার অভিলাষ করিতেছেন? ইহা কি ভবাদৃশ মহাপুরুষের উপযুক্ত ব্যবহার? আপনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতা পুত্র, বন্ধু বান্ধব, সকলেই স্ব স্ব ভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভার্য্যা ভর্ত্তৃভাগ্যোপজীবিনী; তাহার সুখ দুঃখ স্বামীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব, আর্য্যপুত্র! নিরাশ্রয়া পতিভাগ্যপরায়ণাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে গমন করিবেন না। আপনি পরিশ্রান্ত হইলে, আমি চেলাঞ্চলে ব্যজন করিব, হস্ত মার্জ্জনা করিয়া উপবেশনস্থান প্রস্তুত করিয়া দিব। গৃহে দাস দাসী সতত সমীপবর্ত্তী থাকায়, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই করিতে পারি নাই, বনবাসে সন্তুষ্টচিত্তে তাহা সম্পন্ন করিব। অতএব আমাকে একান্তবাঞ্ছিত সুখে বঞ্চিত করিবেন না।

রামচন্দ্র বনবাসকষ্ট মনে মনে চিন্তা করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, সীতে! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সুখে পরিবৃত আছ, কখনও দুঃখভোগ কর নাই; এবং দুঃখ যে কি পদার্থ, তাহা জান না; দুঃখে পড়িলে নিশ্চয় তোমার জীবন সংশয় হইবে। বন নিরবচ্ছিন্নদুঃখময়, তথায় সুখের লেশ মাত্র নাই; সুখী লোক বনে গমন করিলে তাহার জীবন নাশের সম্ভাবনা। বনের নাম

শুনিলেই জনপদবাসীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; নিবিড় বনে বিটপীর শাখাপ্রশাখা, বেতসপ্রভৃতি কণ্টকিত-লতায় আচ্ছন্ন থাকায়, দিবাভাগেও তাহার অভ্যন্তরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না; তথায় কেবল অন্ধকার চির বিরাজ করিতে থাকে; বনচর শ্বাপদগণ সচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়; অন্য জীব নিয়তিক্রমেই তাহাদের আহারের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয়; জনপদবাসী কেহই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বনে যাইতে চাহে না; যদি কাহাকেও কার্য্যানুরোধে তথায় যাইতে হয়, তবে তাহাকে দূর হইতে গিরিদরীশায়ী কেশরীর গভীর গর্জ্জন ও নির্ঝরতট-নিবাসী শার্দ্দূলের ভীষণনিনাদ শুনিয়া সেই প্রাণ-সঙ্কট স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে হয়। সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে গতায়াত করাই দুরূহ ব্যাপার, তথায় বসতি করা যে কত কঠিন কার্য্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোথায় বা শ্বাপদগণ হিংসাবৃত্তি পরিতৃপ্তির নিমিত্ত উগ্র স্বভাব ধারণ করিয়া স্বজাতিকে আক্রমণ করিতেছে, কোথায় বা বৃক্ষমূলে ঋক্ষকুল তরক্ষুর প্রতি রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, কোথায় বা বরাহকুল ব্যাঘ্র-বিগ্রহে ব্যাকুল হইয়া বিশাল-দশনাগ্রভাগ দ্বারা বন্ধুর বনভূমি বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায় বা গণ্ডারের প্রচণ্ড প্রতাপে উদ্বেজিত হইয়া দুর্দ্দান্ত দন্তিযুথ শুণ্ড উদ্ধৃত করিয়া দন্ত দ্বারা গণ্ডশৈল খণ্ড খণ্ড করিতেছে, অথবা মৃগেন্দ্রপরাক্রমে পরাজিত হইয়া পাদপ-ভঙ্গে বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কোথায় বা করীন্দ্রপরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া সামর্ষ মহিষকুল বিশাল বিষাণ দ্বারা পাষাণ-পুলিন বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায়

বা জরাজীর্ণ অজগরগণ নিবিড় গুল্মমূলে লুক্কায়িত ভাবে বিলীন থাকিয়া বনপথে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোগ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করিতেছে এবং অসাবধান জীব সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে উদরস্থ করিবার পূর্ব্বেই ক্রমাকর্ষণে বিষম যাতনা প্রদান করিতেছে।

বনস্থলীতে পথের আদর্শও নাই; স্থলভাগ কেবল অরণ্যময়, কণ্টকময় ও দুর্গম; তথায় এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহা দেখিয়া নিজ নিবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারা যায়। সরিৎসরোবর প্রভৃতি জলাশয় সকল ভয়ঙ্কর নক্রচক্রে আকীর্ণ; পিপাসার্ত্ত জীব অসতর্কভাবে তথায় অবতীর্ণ হইলে গ্রাহগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রকার ভীষণ স্থানে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা চিন্তা করিলেও অন্তঃকরণ ভয়াকুল হইয়া উঠে। স্নান, ভোজন, পান, শয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারই ভয়-বিমিশ্র। এরূপ দুঃখময় স্থলে কোন্ ব্যক্তি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বসতি করিতে চাহে? কোন্ ব্যক্তিই বা তাদৃশ স্থলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সহচর সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহসী হয়? অতএব, সীতে! বন অতি ভয়ানক দুঃখময় স্থান, তথায় তুমি কোন ক্রমেই অবস্থিতি করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবে না; গৃহে অবস্থান কর, এখানে মনের কষ্টে থাকিলেও অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে।

সীতা রামের কথা শ্রবণ করিয়া সজলনয়নে বলিলেন, অয়ি নাথ! হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য সহায়হীন ভীরুজনেরই ভয়াবহ স্থান, পতিসনাথ বীরপত্নীর নহে। আপনি মহাবল পরাক্রান্ত, আপনার আশ্রয়ে থাকিব, তাহাতে আমার

ভয়ের বিষয় কি? আপনি অভয় প্রদান করিলে সামান্য ভীতির ত কথাই নাই, দুর্নিবার ভয়কেও ভয় বলিয়া গণ্য করি না; আমি ছায়ার ন্যায় আপনার অনুসারিণী হইয়া থাকিব, তাহাতে আমার ভয়ের সম্ভাবনা কি? আপনি আমাকে একাকিনী রাখিয়া বনে গমন করিবেন এই ভয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে, এমন ভয় ত পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। আপনার বনবাস কষ্ট স্মরণ করিয়া আমি গৃহে সুখে জীবিত থাকিব, ইহা মনেও ধারণা করিবেন না। স্বামীর সন্নিধানে থাকা স্ত্রীলোকের অবিচ্ছিন্ন সুখ ও অভয়; তাহার অন্যথাভাব ঘটিলে অসুখের সীমা থাকে না, ভয়েরও শেষ হয় না। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার পদে পদে উৎকণ্ঠা ও পদে পদে অসুখ; এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাহার উৎকণ্ঠিত চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না, কেবল প্রিয়তমের কল্পিত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হয়। তাহার জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অস্থির হয়, নির্গত হইতে পারে না। অঙ্গনাপ্রিয় বেশভূষায় তাহার ইচ্ছা থাকে না, এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যেও তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না। কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করা তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে; জীবন ক্ষয় করাই তাহার সংকল্প হয়।

আপনি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইবেন, ঐ চতুর্দ্দশ বৎসর আমার পক্ষে চতুর্দ্দশ যুগ হইবে। আমি কি রূপে ঐ দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিব; আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন। যদি আমাকে ক্লেশ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে চাহেন, তবে প্রত্যাগমন করিয়া আর আমারে জীবিত দেখিতে পাইবেন না। অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীবন স্বতই নির্গত হয়,

অথবা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া উহা বাহির করিবার ইচ্ছা জন্মে। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন "সীতে! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সুখে পরিবৃত আছ, দুঃখে পড়িলে নিশ্চয় তোমার জীবন সংশয় হইবে"। জীবন সংশয় ত এখনই হইয়াছে। একাকী বনে গমন করিবেন, এই বাক্য যখন আপনার মুখে শুনিয়াছি, তখনই আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে। আপনি যখন পুরী হইতে নির্গত হইবেন, তখন সেও নির্গত হইবে; এতক্ষণ কেবল আপনার মোহনমূর্ত্তি দর্শনে আমি জীবিত রহিয়াছি; ভবদীয় দর্শনই আমার জীবনৌষধি, তাহার অভাব হইলে জীবনেরও অভাব হইবে, নিশ্চয় জানিবেন। এই কথা বলিয়া সীতা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক মুক্তাফল তুল্য অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অঙ্গগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া উঠিল। রাম, হায়! কি হইল, বলিয়া সহসা বাহুলতা প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে রহিলেন।

রাম সীতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পুর্ব্বক অনিমিষনয়নে তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবীর মুখারবিন্দ জলোদ্ধৃত কমলের ন্যায় ক্রমেই শুষ্ক, বিশাল লোচনযুগল সলিলমগ্ন রক্তোৎপলের ন্যায় শোণবর্ণ, অঙ্গযষ্টি পরিমৃদিত* মৃণালের ন্যায় শিথিল হইয়া উঠিল, এবং হৃদয় নির্ব্বাত নিষ্কম্প হ্রদের ন্যায় নিস্পন্দ হইল। তখন, হায়! কি হইল, বলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি

* করদ্বারা মর্দ্দিত।

নিক্ষেপ করিলেন। ইঙ্গিতবিচক্ষণ লক্ষ্মণ তালবৃন্ত-ব্যজন ও সলিল-নিষেচন দ্বারা জনক-তনয়ার মূর্চ্ছার অপনয়ন করিলে তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনিমেষনয়নে রামচন্দ্রের মুখকমল বিলোকন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! জানকী বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে পারিবেন না; আমি বনে গমন করিলে ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই। রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছি, সীতাকে হারাইতে পারিব না, ইহাতে অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক। সীতার কাতর ভাব আর আমি দেখিতে পারি না; অন্য যত প্রকার দুঃখ আছে সকলই সহ্য করিতে পারিব, সীতার দুঃখ আমার একান্ত অসহ্য হইবে। অনন্তর সীতাকে বলিলেন, অয়ি বিয়োগ-বিধুরে! তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিতেছে; তুমি দারুণ শোকাবেগ পরিত্যাগ কর। আমি তোমার ঈদৃশ দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। আর তুমি ভাবী বিরহযন্ত্রণা মনেও করিও না; বনবাস দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়াই বনবাসে সহচরী হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে বুঝিলাম, আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করা যত ক্লেশকর, বনবাস তোমার তত ক্লেশকর হইবে না। এক্ষণে প্রসন্নচিত্তে বসন, ভূষণ, যান, আসন প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্য সকল বিপ্রগণকে দান ও ভৃত্যবর্গকে অর্পণ করিয়া বন গমনের উদ্যোগ কর।

সীতাদেবী দাসদাসীদিগকে বসন ভূষণে সন্তুষ্ট করিলেন, ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে নানাবিধ মহামূল্য সুবর্ণময় অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দিলেন, হীরকরত্নরাজিনির্ম্মিত বিবিধকারুকর্ম্মশোভিত মণিময় আভরণ সমূহে স্বামীর প্রিয় সহচরবর্গের সহধর্ম্মিণীদিগকে ভূষিত করিলেন; এবং অন্য অন্য পরিজনদিগকে দানমানে সন্তুষ্ট করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে অক্ষয় তূণীরদ্বয়, অমোঘ অস্ত্র শস্ত্র, ও শার্ঙ্গকধনু সংগ্রহ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র সমীপোবিষ্ট পুরোহিত-পুত্র সুযজ্ঞকে সাদর সম্ভাষণে ও প্রভূত ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার উপর আপন কক্ষের সমগ্র ভার অর্পণ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর কক্ষ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
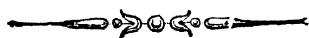
পুরবাসিবর্গ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে চরণচারী দেখিয়া পরিতাপ করিয়া বলিল, যিনি যদৃচ্ছাক্রমে বহির্গমন করিলে, তুরঙ্গ মাতঙ্গাদি চতুরঙ্গ বল সজ্জীভূত হইয়া অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতে থাকে, রাজকুমার বহির্গত হইলেন বলিয়া, নগর কোলাহলময় হইয়া উঠে, পুরবাসিবর্গের দিদৃক্ষাকৌতুকে চতুর্দ্দিক জনতাপূর্ণ হইয়া থাকে, দর্শকগণের কতই আনন্দ উপস্থিত হয়, তিনি আজ দীন দুঃখীর ন্যায় ভার্য্যার সহিত পদব্রজে গমন করিতেছেন, শোকে ও মনস্তাপে কেহ তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে না; সকলেই নয়ন-সলিলে ভাসমান হইতেছে। হা কষ্ট! যে বধূকে আকাশগামী বিহগগণও দেখিতে পায় নাই, আজ তাঁহাকে রাজপথগামী পিশুনগণও বিলোকন করিতেছে। যিনি মিথিলাধিপতি মহারাজ জনকের কন্যা, রাজাধিরাজ দশরথের বধূ, পরশুরামবিজয়ী শ্রীরামের সহধর্ম্মিণী, তিনি আজ সামান্য বনিতার ন্যায়, হীনবেশে সর্ব্বজন-সমক্ষে গমন করিতেছেন; বোধ হয়, রাজা দশরথের শরীরে পিশাচ প্রবেশ করিয়া থাকিবে, নতুবা তাঁহার ঈদৃশী কুমতি কেন হইবে? নির্গুণ পুত্রকেও কেহ কখন বনবাস দেয় নাই; রাজা, গুণবান্ রামকে কি দোষে বনবাস দিতেছেন, বলিতে পারি না। আমরা গৃহস্থা-শ্রমের উপযোগী প্রধান সামগ্রী ও মহামূল্য সম্পত্তি সকল

সঙ্গে লইয়া, শ্রীরামের অনুগমন করিব ; ভগ্ন ভাজন সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি অসার বস্তু সকল কৈকেয়ীর উপভোগের জন্য রাখিয়া যাইব। আমরা বনে গমন করিলে, বন নগর হইবে, এবং জনশূন্য রাজধানীও অরণ্যানী হইয়া উঠিবে। কৈকেয়ীব্যাঘ্রী তাহাতেই বসতি করিবে। পুরবাসিগণের অনুরাগ সূচক ভক্তিপ্রদর্শক বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া রামের মনে কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী পূর্ব্বানুরূপই লক্ষিত হইয়াছিল, কিরূপে পিতৃসত্য পালন করিবেন, পিতাকে সত্য-প্রতিজ্ঞ রাখিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার মনে চতুর্দ্দশ বৎসর জাগরূক থাকিবে ভাবিয়া, তিনি বারংবার তাহারই আন্দোলন করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রাম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান শুনিয়া রাজা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোর অশুভ লগ্নের কথা ফলবতী হইল ; তোর ক্রূর অভিসন্ধি পূর্ণ হইল, রাম বনে গেল ; দশরথের প্রাণত্যাগ হইল। কৈকেয়ি রাক্ষসি! তোর দুরাশা সুসিদ্ধ হইল ; নির্ঘৃণে কৈকেয়ি! তুই বিধবা হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ কর্ ; স্বাধীনা হইয়া সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্ ; আমি আর তোর ও তোর ভরতের মুখ দেখিব না ; একেবারে তোদের পরিত্যাগ করিলাম ; অতঃপর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কৃতাঞ্জলি হইয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন বহুবিবাহ করিতে হয় না, এবং পাপীয়সী কৈকেয়ীর মত স্ত্রীর যেন স্বামী হইতে হয় না। কৈকেয়ি! শেষ কালে আমারে বড় জ্বালাতন করিলি,

রাম আমার বনে যাইবে, শিশু ভরত রাজ্য শাসন করিবে, আমি প্রাণত্যাগ করিব, এ দুর্ব্বুদ্ধি তোরে কে দিয়াছিল?

অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোর হৃদয় কি কঠিন! কি নিষ্ঠুর! আমি এত অনুনয় করিলাম, এত বিনয় করিয়া বলিলাম, এত প্রার্থনা করিলাম, এত বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিলাম, তথাপি তোর পাষাণহৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, রাজ্যভোগেই তোর সার পদার্থ হইল, স্বামীর জীবনকে নিতান্ত অসার ও তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। বুঝিলাম, তুই আমার কালরাত্রি হইয়া আসিয়াছিস্, নতুবা আমার জীবন পণ করিবি কেন? তুই ভার্য্যা হইলে কখনই স্বামীর প্রাণবিয়োগ প্রার্থনা করিতিস্ না। মনুপ্রণীত-ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ শাসনই নহে যে, স্বামীর প্রাণান্ত হইলে পত্নী সুখভোগে অধিকারিণী হইতে পারে। কৈকেয়ি! তোর সুখের দশার শেষ হইয়াছে। পতি-ঘাতিনী স্ত্রী কুম্ভিপাক নরকে বাস করে; এপর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই, বোধ হয়, তোর জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। তুই ইহকালে বিধবা হইয়া দীর্ঘ-জীবন ক্লেশে ক্ষয় করিবি, পরকালে কর্ম্মার্জ্জিত নূতন নরকে অনন্তকাল বাস করিবি।

বৎস রাম! পিতা পুত্রের কল্যাণ সাধন জন্য সতত সচেষ্ট থাকেন, আমি তোমার এরূপ পিতা যে, তোমাকে বনবাস দিলাম, তুমি সুকুমার রাজকুমার হইয়া কিরূপে বনবাস দুঃখ সহ্য করিবে? হা বিশুদ্ধভাব! হা ধর্ম্মাত্মন্! হা পিতৃবৎসল! পিতাই তোমার অমঙ্গলের কারণ। আমি কি নৃশংস, কি অনার্য্য, কি দুরাত্মা, কি পাপিষ্ঠ,

কি নরাধম, যে ধর্ম্মিষ্ঠ শুশ্রূষু প্রিয়পুত্রকে স্ত্রীর কথায় পরিত্যাগ করিলাম। নির্দ্দোষ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব? কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য পুত্রকে বনবাস দিলাম, কিন্তু নিরপরাধের দণ্ড করিয়া পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম, কোন রূপেই দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না! দশরথের এমনই দগ্ধ অদৃষ্ট যে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, অধর্ম্ম ও অপযশের ভাগী হইতে হইল। এমন দগ্ধ অদৃষ্ট আর কাহারও নাই; কেবল বিলাপ ও পরিতাপই আমার সার হইল।

সুমন্ত্র সামন্তেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! রাজকুমার ধন বিপ্রসাৎ করিয়া, স্বজনদিগকে সভাজন করিয়া, বান্ধবদিগকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, মহারাজের দর্শনার্থে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, অনুমতি হইলে উপস্থিত হইতে পারেন।

রাজার অনুমতিক্রমে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসবেশে রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা রামকে দেখিবা মাত্র শোকাকুল হইয়া ভূতলে পড়িলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া সান্ত্বনা বাক্যে সুস্থ করিলেন।

অনন্তর রাম অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! সীতা ও লক্ষ্মণকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, ইহাঁরা কোনও ক্রমে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহেন না; আপনি সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগকে বনে গমন করিতে অনুমতি করুন।

রাজা সজললোচনে বাষ্পগদ্গদ বচনে বলিলেন, বৎস!

অসমীক্ষ্যকারিতা বশতঃ কৈকেয়ীকে বর দিয়া ভাল করি নাই, তুমি আমার ন্যায়বিরুদ্ধ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং বাহুবলে যুবরাজ হও, ক্ষত্রিয় কুমারের ইহা অযশস্কর নহে। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ! চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া সত্যব্রত উদ্‌যাপন করিব, রাজ্যে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" রাজা রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, বৎস! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পিতাকে পবিত্র রাখা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমি ধর্ম্মচ্যুত হইব ভাবিয়া, তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু আমি এরূপ নির্দ্দয় পিতা, যে অপত্যস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে দারুণক্লেশকর কর্ম্মে নিয়োগ করিলাম। তুমি যথার্থ আজ্ঞাবহ পুত্র; পিতার দুষ্কর আদেশ প্রতিপালন করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলে। আমি এরূপ নির্ঘৃণ ও দুরাত্মা, যে পুত্রবৎসলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষে তোমারে বনে যাইতে অনুমতি করিলাম।

বৎস! তুমি ভাবিয়াছিলে পিতাকে ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপদ হইতে দিবে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট এতই মন্দ যে, নির্দ্দোষে তোমারে বনবাস দিয়া আপন কর্ম্ম-দোষে পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপের পরিতাপ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করিয়া সতর্ক হও বলা যেমন নির্দ্দয়ের বাক্য, তোমারে বনবাস দিয়া, সাবধান হইয়া থাকিও বলাও সেইরূপ নিষ্ঠুরের কথা। কর্ম্মদ্বারা অমঙ্গল করিয়া মুখে কল্যাণ-কথা কহিলে, হাস্যাস্পদ হইতে

হয়; তথাপি পিতার আশীর্ব্বাদ পুত্রের শুভাবহ হইয়া থাকে ইহা জানিয়া বলিতেছি, আমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বদা নিরাপদে থাকিবে। সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে। বৎস! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কেবল ভস্মাগ্নিকল্পা কৈকেয়ীর ছলনাক্রমে অগত্যা তোমার প্রতি এরূপ স্নেহশূন্য নিদারুণ ব্যবহার করিলাম। বৎস! তোমার বনগমন অপরিহার্য্য হইলেও একদিন আমার নিকটে থাক; ভালরূপে আহার করাইয়া এবং অনিমেষ-নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। বৎস! তোমাকে নির্দ্দোষে বনবাস দিলাম, মনোমধ্যে এই বিষম মনস্তাপ থাকিল।" এই বলিয়া রাজা দশরথ রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনযুগল হইতে অবিশ্রান্ত-ধারে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রাম পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "তাত! মন স্বভাবতই চঞ্চল; এত চঞ্চল যে উহার গতি নিরূপিত করা যায় না, উহা সকল সময় সমভাবে থাকে না; আজি আমার যেরূপ মনের গতি হইয়াছে, যেরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে, নির্ব্বেদ ও শান্ত-ভাবের যেরূপ উদয় হইয়াছে, কালি যদি সেরূপ না হয়, তাহা হইলে আমি অপবিত্র হইব, এবং মহারাজাকেও অপবিত্র করিব। আজি যেরূপ রাজার্হ পানভোজন করিব, কালি বনে সেরূপ আহার কোথায় পাইব? পিতা জীবিত কাল পর্য্যন্ত সন্তানকে খাওয়াইয়া পরাইয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না; আপনি কত বৎসর প্রতিপালন করিয়াছেন, একদিনে কতই পরিতৃপ্ত হইবেন? আমি প্রত্যাগত হইলে তখন রাজভোগ্য বস্তু আহার করাইয়া পরিতুষ্ট

হইবেন। আর আপনি নির্দ্দোষে বনবাস দিলেন বলিয়া পরিতাপ করিবেন না; আমি দোষী হইয়া নির্ব্বাসিত হইলে মহারাজের অধিকতর পরিতাপ হইত। অতএব আমার এখনই বনে যাওয়া ভাল। আপনি জননীরে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত-বর প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হউন। আমি জনাকীর্ণ দ্রবিণপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম; আপনি সন্তুষ্টচিত্তে ভরতকে সেই রাজ্য প্রদান করুন।

মহারাজের আজ্ঞা-প্রতিপালন অপেক্ষা আমার প্রিয়-কার্য্য ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম আর কিছুই নাই, আপনার সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে; আপনি শোক দুঃখ পরিত্যাগ করুন। এই মাত্র কৈকেয়ীজননীর সন্নিধানে বনগমনে বিলম্ব করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; বনে আমি পরমসুখে থাকিব; সুরস ফলমূল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইব; নানা প্রকার পক্ষি-জাতির কলরব শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় সার্থক করিব; নির্ম্মল নির্ঝর জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিব। হরিদ্বর্ণশষ্পবীথিপরিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন প্রদেশ, ফলকুসুমশোভিনী নয়নানন্দদায়িনী পাদপশ্রেণী, জলদজালপরিবৃত উচ্চতরশৈলশিখর, হরিণ-সমাকীর্ণ অরণ্য, ভ্রমর গুঞ্জিত নিকুঞ্জ, বেগবতী গিরিনদী, হংসসারস-শোভিত সরোবর, আর স্বভাবসুন্দর সেই সেই বনস্থান বিলোকন করিয়া পরম সুখে সময় অতিবাহন করিব; এবং সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতভাব অবগত হইয়া পরমসুখী হইব, তপস্বী-সেবিত-পুণ্য-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পবিত্র হইব। মহারাজ! আপনি মদ্বিষয়িণী চিন্তায় ব্যাকুল হইবেন না; বনের স্বাভাবিক সুষমাদর্শনার্থে

আমার এরূপ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে যে, ক্ষণবিলম্বও সহ্য হইতেছে না। আপনি আমাকে কালব্যাজ না করিয়া এখনই বনগমনে অনুমতি করুন।" এই বলিয়া রাজার চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিলেন।

রাজা রামকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! একবার পিতৃসম্বোধন করিয়া আমারে আহ্বান কর, আমার সকল দুঃখের অবসান হউক। এত অধিক কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার তোমার মুখে মধুময় পিতৃসম্বোধন শ্রবণ করিব; এই বলিয়া রামের স্কন্ধদেশে স্বীয় গলদেশ স্থাপন পূর্ব্বক বাহুলতা দ্বারা তাঁহারে বলয়িত করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা গলদশ্রুলোচনে সস্নেহবচনে লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি রামের ক্লেশনিবারণের জন্য অনুগমন করিতেছ, সাবধান, যেন কোনরূপে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি না হয়; অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ অনুবৃত্তি করিবে, যেন রামকে ভৃত্যাভাবনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিতে না হয়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গুরু; তুমি গুরুর ন্যায় রামের সেবা শুশ্রূষা করিবে; কোন ক্রমে অনবধানতার কার্য্য করিবে না। জ্যেষ্ঠের বিপদ্ আত্মবিপদ্ জ্ঞান করিবে। বৎস! রামকে মহারাজের ন্যায় মান্য করিবে; সীতাকে আমার ন্যায় জ্ঞান করিবে; এবং অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিবে; তাহা হইলে জনকজননীসন্নিধানে রাজধানীতে যেরূপ সুখে থাকিতে, অরণ্যেও সেইরূপ সুখী হইবে। অতএব, বৎস! তুমি সচ্ছন্দচিত্তে গমন কর।" লক্ষ্মণ জননীর

উপদেশ শ্রবণপুর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জননীদিগকে অভিবাদন ও গুরুজনদিগকে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর পিতার নিদেশক্রমে কলধৌতমণ্ডিত মুক্তাফলশোভিত রথে সীতা ও লক্ষ্মণকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ আপনিও আরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র সজলনয়নে বিষণ্নমনে ধীরে ধীরে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ রথ দেখা গেল, ততক্ষণ সকলেই অনিমিষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম দৃষ্টিপথের অতীত হইলে অন্তঃপুরে ও নগরে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

অবরোধ মধ্যে রামের বিমাতৃবর্গ বিলাপ করিয়া বলিলেন, "আজ আমাদিগের কি হইল? আমরা কোথায় যাইব? কাহার মুখ দেখিয়া তৃপ্ত হইব? কে আমাদের আর মা বলিয়া ডাকিবে? কাহার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া প্রতীকার পাইব? যিনি অপুত্রের পুত্র, দুর্ব্বলের বল, সেই মহাত্মা রাম আজ কোথায় চলিলেন? যিনি আমাদিগকে কৌশল্যার মত ভক্তি করিতেন, যাঁহার প্রতি স্নেহ করিয়া আমরা অপত্যস্নেহ-সুখ অনুভব করিতাম, যিনি রাজা হইলে সকলের আশালতা ফলবতী হইত, সেই মহাত্মা রামচন্দ্র আজ কোথায় গেলেন? কৈকেয়ি! একেবারে ফলোম্মুখী আশালতার উচ্ছেদ করিলি! তোর কর্ম্মদোষে আর কেহ জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতি স্নেহ করিবে না; পিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে বিচার করিবে না; সুযোগ পাইলে কেহ আর সপত্নীর সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; স্বামী আর

কখনও ভার্য্যার প্রতি অনুরাগবান্ থাকিবে না; পাপীয়সি কৈকেয়ি! বহুপরিবার মধ্যে কেন আসিয়াছিলি? অনেকের ক্লেশকারিণী হইয়া চিরজীবিনী হওয়া অপেক্ষা তোর আশু মৃত্যু অমঙ্গল নহে।” এইরূপে অন্তঃপুরিকারা বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবরোধ মধ্যে এরূপ লোক নাই যে, কেহ কাহাকে সান্ত্বনা করে; সকলেই রামের শোকে অভিভুত; কেবল হাহাকার আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর পরিপুর্ণ হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন রামশোকানল অন্তঃপুরে প্রদীপ্ত হইয়া সকলকে দগ্ধ করিতেছে।

রাম যে দিকে গমন করিলেন, কৌশল্যাও সেই দিকে একদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। অনন্তর সৌধশিখরে আরোহণ করিয়া যতক্ষণ রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, ততক্ষণ অনিমেষনয়নে একমনে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাম নয়নের অগোচর হইলে কৌশল্যার চক্ষু দর্শনীয়াভাবে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিল। তখন শোকশল্যবিদ্ধা কৌশল্যা শূন্যহৃদয়ে কথঞ্চিৎ প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক হা হতাস্মি বলিয়া সৌধতলে পতিতা হইলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভাবিয়াছিলেন, রামের সঙ্গে সঙ্গে জীবন গমন করিবে; কিন্তু যখন শোকাবেগ আর্ত্তস্বরের সহিত বহির্গত হইয়া জীবন রক্ষা করিল, তখন সে আশায় হতাশা হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার জন্য বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন; এবং রামকে দেখিবার জন্য বারংবার বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু রক্ষিগণের যত্নে তাঁহার মরণাশা এবং দর্শনলালসা উভয়ই বৃথা হইল; তখন তিনি কাতরস্বরে

বলিলেন, তোমরা আমারে ছাড়িয়া দাও, আমি বৎসকে একবার দেখিয়া আসি; অথবা তোমরা তাহারে ফিরাইয়া আন। বৎস আমার এখনও অধিক দূর যায় নাই।

রে হতজীবন! দুরাচার রক্ষিগণের আচরণ দেখিলি! রাম আমার বনে গিয়াছে বলিয়া, উহারা আর আমার কথা শুনে না; আর কেন বিলম্ব করিতেছিস? বহির্গত হ! বৎস আমার অধিক দূর যায় নাই; এখনও পুরীমধ্যে আছে; এখনও ধরিতে পারিবি; এ সুযোগ পরিত্যাগ করিস্ না; দগ্ধদেহে থাকিয়া আর কি সুখ ভোগ করিবি? কেবল সর্ব্বদা জ্বালাতন হইবি! আমার সকল সুখ বৎসের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। আমার মন তোর অপেক্ষা অনেক ভদ্র, সে রামের নিকটে আছে, এবং সংসার রামময় ভাবিতেছে; আমার চক্ষুও প্রিয়দর্শী; সে সকল দিকে রামকে দেখিতেছে; অন্য অন্য ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে। রে হতজীবন! তুই ত ব্যাকুল হইয়াছিস্, কেন বহির্গত হইতেছিস না?

অনন্তর দীনস্বরে বলিলেন, আমার রামের এতক্ষণ ক্ষুধা হইয়াছে; কে তাহারে আহার দিবে; বৎস! তোমার তৃষ্ণা হইলে কে তোমাকে শীতল জল পান করাইবে; তোমার দুঃখ দেখিয়াই বা কে স্নেহ-বাক্য বলিবে; তুমি রৌদ্রের সময় কখনও বহির্গত হও নাই, গ্রীষ্মের আতপ কি রূপে সহ্য করিবে? বর্ষাকালে কাহার ঘরে মস্তক দিয়া নিরাপদে থাকিবে? দুরন্ত হেমন্তকাল কি রূপে অতিবাহিত করিবে? এক দিন নয়, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিবে, রাজার কুমার হইয়া হীনজাতীয় ভিল্লদারকের ন্যায় বনেচর হইবে;

তরুতলে বাস, গিরিগুহায় শয়ন, তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম, করপাত্রে পানভোজন করিবে। হা ধিক্! আমার বধূ সীতা, পুলিন্দপত্নীর ন্যায়, রুক্ষকেশে হীনবেশে বনে বনে পর্য্যটন করিবে। সুমিত্রানন্দন প্রাণাধিক লক্ষ্মণ কিরাতকুমারের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া বন্যবেশে রাম ও সীতার অনুগমন করিবে।

হায়! এখনও জীবিত আছি! অনিবার্য্য অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতেছি; পুত্রের রাজ্যনাশ, বনবাস, ইহাদের অন্যতর জননীর সর্ব্বনাশের কারণ; আমার অদৃষ্টে যুগপৎ দুইটীই ঘটিয়াছে; তথাপি এখনও জীবিত আছি; শোকে দেহ দগ্ধ হয় কৈ, আমার শরীর ত এখনও ভস্মরাশি হইল না? পুত্রবিয়োগ নিতান্ত অসহ্য, এ কথা মিথ্যা; এই যে অনায়াসে সহ্য করিতেছি। শোক ক্লেশকর ইহা অলীক কথা, এই দেখ অক্লেশে উহা ভোগ করিতেছি। সন্তাপে আর তাপকতা শক্তি নাই, পুত্রের বিয়োগসম্ভূত সন্তাপ অপেক্ষা আর অধিক সন্তাপ কি আছে? কৈ, সে সন্তাপে ত কৌশল্যার শরীর শুষ্ক হইতেছে না? মনুষ্যের শরীর ত অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে! স্থিতিস্থাপকগুণসম্পন্ন বলিয়া উহা অনেক দুঃখ ধারণ করিতে পারে, কঠিন হইলে এতক্ষণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বৎস! আমি তোমার সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম; আমারে কেন লইয়া গেলে না! তোমার মধুময় বচন অনেকক্ষণ শ্রবণ করি নাই; তুমি শীঘ্র এস; একবার মা বলিয়া ডাক; আমার ক্রোড় শূন্য রহিয়াছে; একবার উহা পূর্ণ কর। হা বৎস! হা কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন! হা জীবনসর্ব্বস্ব!

তুমি কোথায় ? আমার কথার উত্তর দেও। এই বলিয়া মহিষী মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরিজনেরা হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং তদীয় মূর্চ্ছার প্রতীকারে যত্ন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলে পর, পশ্চাত্তাপ তুষানলের ন্যায় রাজা দশরথের অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন করিলেন, এবং ক্ষণকাল ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন ; শোকানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ; অন্তর্দ্দাহ তাঁহার দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কখন হস্তপদ নিক্ষেপ, কখন বা হা রাম ! বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, কখন বা অশ্রুবারি বিসর্জ্জন, কখন বা রামের সৌম্যমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া মৃদুস্বরে রোদন, কখন বা কৈকেয়ীর ক্রূরাচরণ মনে করিয়া ক্রোধ প্রকাশ, কখন বা রামের ঔদার্য্য চিন্তা করিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মনে মনে বলিলেন, রে হতদৈব ! তুই নিরীহ নির্দ্দোষীর প্রতি নিদারুণ ব্যবহার করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকিস্ ; দুর্দ্দান্ত দুশ্চরিত্রের নিকট ভয়ে যাইতে পারিস্ না, নির্দ্দোষী রামের বনবাস সাধন করিয়া সন্তুষ্ট হইলি ; আমারে চিরকাল যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিলি, অপকারী বলিয়া লোকে দুষ্ট দৈবকে ভয় করিয়া থাকে, যত দূর অপকার করিতে হয়, তাহা করিয়াছিস্ ; আর কি করিবি ? পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে ? তাহার বিয়োগ যখন সহ্য করিতেছি, তখন আর তোরে ভয় কি ? আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আমার

নির্দ্দয়তা, নির্ম্মমতা, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রভৃতির কার্য্য দেখিয়াছে, সুতরাং আর আমারে বিশ্বাস করিবে না, অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তাহা হইলে, আর আমারে চিরদুঃখে রাখিতে পারিবি না। রে অশুভপ্রদ অদৃষ্ট! দশরথের নিধন হইলে, তুই আর কাহাকে অবলম্বন করিবি? দশরথের ন্যায় দুরাচার আর কে আছে, যে তোর আশ্রয় হইবে? রে দুঃখভাগি প্রাণ! আর কেন বিলম্ব করিতেছিস্; যে মুখ হইতে রামের বনবাসের আদেশ নির্গত হইয়াছে, সেই পরিষ্কৃত পথ দিয়া তুই নির্গত হ; এই বলিয়া অনবরত অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামের রথ ক্রমে ক্রমে অযোধ্যার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পুরবাসীরা কেহ রথের পার্শ্ব ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল; কেহ অগ্রসর হইয়া রথের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিল; কেহ বা স্বহস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া অশ্বদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া উচ্চৈস্বঃরে সারথিরে রথ রাখিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেহই সারথির নিষেধ শুনিল না, নিষেধ শোনা দূরে থাকুক, সকলেই তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। রাম সকলকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছ, ভরতের প্রতিও সেইরূপ করিও। নিবৃত্ত হও, ভরতের রাজ্যাভিষেকে উদ্‌যোগী হইয়া রাজ্যের কুশল সংস্থাপন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আমি তোমাদিগকে দেখিয়া আবার সুখী হইব। কিন্তু কেহই তাঁহার নিষেধ শুনিল না; সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে রথের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইতে লাগিল। পৌরবর্গকে সম্ভাষণ করিতে ও তাহাদিগের অধ্যবসায় নিবারণ করিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সুতরাং তিনি সে দিন অধিক দূর যাইতে পারিলেন না, তমসা নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়া, অনুগামী পৌরবর্গের সহিত তথায় অবস্থিতি করিলেন।

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। ভগবান্ সহস্র-

রশ্মি বিবস্বান্ অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে, রাম রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সায়ন্তন বিধি সমাপন করিলেন। লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সীতা শয়নমাত্র নিদ্রাভিভূতা হইলেন। রাম শয়ন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, জনকজননী আমার নানা প্রকার অপায় আশঙ্কা করিতেছেন; কৈকেয়ী জননীকে সকলে নিন্দা করিতেছে; পরিজনেরা সকলে নিরানন্দে রহিয়াছে ঃ এই প্রকার দুর্ভাবনায় তাহার সুনিদ্রা হইল না। লক্ষ্মণ জাগ্রতই রহিলেন। অশ্বগণও রশ্মিনির্মুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে শষ্প আহার করিয়া পরিশ্রমখেদ নিবারণ করিতে লাগিল। পুরবাসীরা রামের অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করিল না, সেই তমসাতটেই উত্তরীয়বসন পাতিত করিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। রাম চক্রবাকের করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন; এবং দেখিলেন, পরপারে চক্রবাকী চক্রবাকের প্রতিমুখে চিত্রলিখিতের ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছে; চক্রবাকও সামান্য নদীকে অকূল সাগর ভাবিয়া জড়প্রায় হইয়া রহিয়াছে; চন্দ্র সুনীল গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া মস্তকোপরি সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, গ্রহগণ স্ব স্ব উদয়স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রোষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে নিস্পন্দভাবে নিলীন রহিয়াছে। দুই একটী নিশাচর জীব আহারের অনুসন্ধানে বিচরণ করিতেছে, ঝিল্লীরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছে; উচ্চুঙ্গের উচ্চৈঃস্বরে কর্ণ বধির হইতেছে; রাজধানীর কোলাহল আর কিছুই শুনা

যাইতেছে না; অনুগামী পৌরবর্গ গৃহের ন্যায় অনাবৃত নদীতটে সুষুপ্ত রহিয়াছে। তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া রাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদিগের দেহত্যাগ সহজব্যাপার; আমার সঙ্গপরিত্যাগ তদপেক্ষাও কঠিন; ইহারা সঙ্গে থাকিলে বিজন অরণ্য জনতাপূর্ণ নগর হইবে, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই চিন্তার পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! আমার অনুগমনে পুরবাসিগণের যেরূপ অধ্যবসায় দেখা যাইতেছে, বোধ হয়, উহারা জাগরিত হইলে, আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবে না। অতএব উহারা নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে তপোবনে প্রস্থান করা বিধেয়। এক্ষণে সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিয়া আনিতে বল, এবং যেরূপ কৌশলে রথচালনা করিতে হইবে, বলিয়া দেও। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। সুমন্ত্র লক্ষ্মণের আদেশমাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন; রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, তিন জনে রথে আরোহণ করিলে, সুমন্ত্র প্রথমতঃ পুরাভিমুখে অনেক দূর রথ লইয়া গেলেন, পরিশেষে শষ্পপূর্ণপ্রদেশে রথ চালনা করিয়া তমসানদী উত্তীর্ণ হইলেন। রাম তমসার পরপারে প্রাভাতিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক গ্রাম, নগর, ঘোষপল্লী, উপবন, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে দক্ষিণদিকে অগস্ত্যের তপোবনাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে ক্রমে অনুবাদশ্রুতী, গোমতী, সর্পিকা, প্রভৃতি কতিপয় নদী উত্তীর্ণ হইয়া সায়ংকালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহক রামচন্দ্র প্রভৃতিকে

প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গেলেন। রাম গুহকের অসামান্য সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এবং বিনয়ভূষিত সদাচার দর্শনে প্রীত হইলেন, এবং চণ্ডালরাজকে মিত্রসম্ভাষণ করিয়া স্বীয় উদারচরিতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, এবং তদনুরোধে সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

এ দিকে পুরবাসীরা প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে রথচক্র-চিহ্ন দেখিয়া, রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া আনন্দপূর্ণ অন্তঃকরণে ভবনে প্রত্যাগমন করিল। নগরে আসিয়া শুনিল, রাম আইসেন নাই; তখন তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, আমাদিগের নগরে ও গৃহে প্রয়োজন কি? আমাদিগের নগরাধিপতি অরণ্যে গমন করিয়াছেন। তিনি যেখানে থাকিবেন, সেই আমাদিগের নগর, সেই আমাদিগের গৃহ। আমরা কি হতভাগ্য! লোকে বলিয়া থাকে; রাজার গুণে অরণ্যে বাসও ভাল; আমাদিগের রাজা অরণ্যে বাস করিতেছেন, আমরা তাঁহার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইলাম। পুরবাসীরা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। গৃহ-কর্ম্মে কেহ অনুরাগ প্রকাশ করে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক পান-ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করে না; বণিকেরা পণ্যাদি বিক্রয় করে না; জননী জ্যেষ্ঠপুত্রকে আর পূর্ব্বানুরূপ স্নেহ করেন না; স্বামী আর সামান্য বিষয়েও স্ত্রীর উপরোধ রাখিতে চাহেন না। সকলেই মহারাজ দশরথের অন্যায়াচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিল, কৈকয়ীর কথাক্রমে তিনি নির্দ্দোষপুত্রকে নির্ব্বাসন করিলেন,

কৈকয়ীর কথাক্রমে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন, বিচিত্র কি? স্ত্রৈণপুরুষ রাজা হইলে কোন কার্য্যই তাঁহার দুষ্কর নহে।

রাম ত্রিতাপহারিণী ত্রিপথগার নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনবিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুহক মন্ত্রি-পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুহক রামচন্দ্রের অতর্কনীয় শিষ্টাচার ও অমায়িকতায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আত্মকুশল নিবেদন পূর্ব্বক সবিনয়ে বলিলেন, যুবরাজ! আমাকে বন্ধুসম্ভাষণ করা অনুগ্রহমাত্র; আমি আপনার আজ্ঞাকর কিঙ্কর; আমি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম; অনুজ্ঞা করুন, যাহা প্রয়োজন সেই দ্রব্যের আনয়ন করি, নিযুজ্যেরা কার্য্যে নিয়োজিত না হইলে সন্তুষ্ট হয় না এবং প্রভুর প্রসন্নতার পরিচয়ও জানিতে পারে না।

রাম বনেচর-পতির কথা শুনিয়া বলিলেন, সখে! তোমার ভদ্রতায় ও সরলতায় পরিতৃপ্ত হইলাম! গ্রাম্য আহার পরিত্যাগ করিয়াছি; বন্য ফলমূল এক্ষণে অশনীয় হইয়াছে। গুহক শ্রবণমাত্র সুস্বাদু ফলমূল উপস্থিত করিলেন। লক্ষ্মণ সুশীতল গঙ্গাজল আনয়ন করিলেন। সকলেই পান ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অশ্বগণ নগরদুর্ল্লভ বন-সুলভ নবীন দূর্ব্বাদল ভক্ষণ করিয়া সবল হইল। অনন্তর সকলে সপ্তপর্ণতরুমূলে সুশীতল শীলাতলে সুখাসীন হইয়া কিরূপে

বনে বসতি করিতে হইবে, গুহকের মুখে শুনিতে শুনিতে সেই দিন অতিবাহন করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে লক্ষণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস! তুমি আমার পদতলের নিকট শয্যা পাতিয়া সতর্কভাবে নিদ্রা যাইও, এই বলিয়া শয়ন করিলেন; লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশানুরূপ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র উভয়ে উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! নিদ্রা যান; আমরা নিয়মক্রমে জাগরিত থাকিব, লক্ষ্মণ বলিলেন, তোমরা নিকটে থাকায় সুখে নিদ্রা যাইতে পারি বটে, কিন্তু আমাকে এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর ক্ষেপণ করিতে হইবে। বনে প্রতিদিন বিপদ্বন্ধু-সহবাস দুর্ল্লভ ভাবিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপেই হউক, চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যাইব না। আর কি সুখেই বা আমার নিদ্রা আসিবে? যে সীতা কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া অঙ্গগ্লানি অনুভব করিতেন, আজি বন্ধুর ভূমি তাঁহার শয্যা ও শুষ্কপত্র আস্তরণ হইয়াছে, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিলেন।

প্রভাত হইলে রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; এখনও আমরা জনপদের নিকটে রহিয়াছি; অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই; শীঘ্র প্রস্তুত হও। লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র বদ্ধপরিকর হইলেন এবং অসিলতা বিকোষিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সুমন্ত্র প্রাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, রাজকুমার!

এক্ষণে আমি কি করি; কি বলিয়াই বা নগরে যাই। শূন্য রথ দেখিলে সকলে হাহাকার করিবে; তাহাদিগকে কি বলিয়াই বা বুঝাইব; মহারাজ আমার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন; জিজ্ঞাসিলে কি বলিব? কি রূপেই বা তোমারে বনবাস দিয়া জ্যেষ্ঠ মহিষীকে মুখ দেখাইব? আমার রামকে কোথায় রাখিয়া এলি এই কথার কি উত্তর দিব? রামকে বনবাস দিয়া আইলাম, এই হৃদয়বিদারণ দারুণকথা কি রূপেই বা বলিব? পাপকারিণী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হইল। হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুদিগের সুহৃদ্ কেহই নাই; যাহাতে রাজা শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করেন, তাহাই করিবে; এবং কৈকেয়ী-জননীর প্রিয়কার্য্যের জন্য মহারাজ যাহা বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। বশিষ্ট প্রভৃতি গুরুজনকে ও মাতৃবর্গকে প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যেন সকলেই মহারাজের সন্তোষসাধনে সচেষ্ট থাকেন। চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে তাঁহারা আমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন; আমাদিগের জন্য কেহ দুঃখিত না হন; আমরা বনে সুখে থাকিব। তুমি ভরতকে আনয়ন করিয়া যাহাতে তিনি সত্বর রাজ্যাভিষিক্ত হন, এরূপ যত্ন করিবে, এবং তাঁহাকে কহিবে, তিনি যেরূপ মহারাজের সেবা করিয়া থাকেন, মাতৃবর্গকেও যেন তদ্রূপ শুশ্রূষা করেন। লক্ষ্মণ সক্রোধে বলিলেন, সুমন্ত্র! মহারাজাকে আমার প্রণাম

জানাইয়া বলিবে, যিনি অপকারী মহারাজের উপকারের জন্য এখন পর্য্যন্তও এত চেষ্টা পাইতেছেন, সেই মহাত্মাকে বনবাস দিতে কি তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না? স্ত্রীর বাধ্য হইয়া তিনি আমাদিগকে বনবাস দিয়াছেন; এক্ষণে আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ করিবেন। তাহাতে আর অনুতাপ কি? রাম, লক্ষ্মণকে আর বলিতে না দিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, মহারাজের নিকট লক্ষ্মণের কথা উত্থাপন করিবে না; মহারাজ শুনিলে প্রাণত্যাগ করিবেন। সকলকেই প্রিয়বাক্য বলিবে! শত্রুকেও অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। তুমি রথ লইয়া পুরে প্রতিগমন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পুনরায় আমাদিগকে লইয়া যাইও।

অনন্তর গুহককে বলিলেন, সখে! ন্যগ্রোধনির্য্যাস আনিয়া দেও, তদ্দ্বারা জটা প্রস্তুত করিয়া লইব। গুহক যে আজ্ঞা বলিয়া ন্যগ্রোধরস আনিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে জটা রচিত করিয়া মুনিবেশ ধারণ করিলেন, এবং গুহক আনীত নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিক সতর্ক হইয়া তরঙ্গাকুল গঙ্গায় নৌকা চালনা করিতে লাগিল। গুহক ও সুমন্ত্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সজল-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতা গঙ্গাদেবীর নিকট পতির মঙ্গলকামনা করিতেছিলেন; এমন সময় তরণী পরপারে সংলগ্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত অবরোহণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করিলেন; এবং সীতাকে মধ্যগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

গুহক ও সুমন্ত্র রামচন্দ্র প্রভৃতিকে দৃষ্টিপথের অতীত দেখিয়া অতিকষ্টে প্রত্যাগমন করিলেন। সীতা ঔৎসুক্য-

শতঃ কতিপয় পদ বেগে গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, নাথ! আর কতদূর চলিয়া বিশ্রাম করিবেন? সীতার কাতরোক্তি শুনিয়া, তিনি কিরূপে দীর্ঘকাল ক্লেশ সহ্য করিবেন ভাবিয়া, রামের নয়ন যুগল হইতে দর দর অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সীতার জন্য রামচন্দ্র অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, এই তাহার প্রথম সূত্রপাত হইল। রাম সীতার ক্লেশ দেখিয়া এক বটবৃক্ষমূলে বসতিস্থান নিরূপণ করিলেন। লক্ষ্মণ মৃগয়া করিয়া হরিণমাংস আহরণ করিয়া আনিলেন। সুগন্ধি উপস্করাদি ব্যতিরেকেও সেই মৃগমাংস পক্ক হইলে, তাহা লক্ষ্মণের অতিশয় রসনাপ্রিয় বোধ হইল, তিনি ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া বলিলেন, অদ্যকার পাক পাচকদিগের অপেক্ষাও উত্তম হইয়াছে। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! ক্ষুধাই সকল বস্তু সুস্বাদু করে ও তৃপ্তি জন্মাইয়া দেয়। এবং স্বয়ং আহরণ করিয়া আহার করিলে অধিক প্রীতি জন্মে। এই রূপে পরিতৃপ্তহৃদয়ে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তিন জনে কথা-বার্ত্তায় দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন।

অনন্তর তিমিরাবগুণ্ঠিতা বিভাবরী উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন; বৎস! সুমন্ত্র নিকটে নাই; অদ্য হইতে সাবধানে থাকিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দাও। অগ্নিই বনবাসীদিগের প্রধান রক্ষক। লক্ষ্মণ চারি দিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া জাগরণ করিতে লাগিলেন। রাম ও সীতা উভয়ে নিদ্রা গেলেন।

প্রভাতে সকলে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমসম্ভূত পূততীর্থে অবগাহন করিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রণাম

করিয়া স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পুর্ব্বক ঋষি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষি, সত্যব্রত প্রতিষ্ঠিত হউক, বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, আতিথ্য স্বীকারে অনুরোধ করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মুনির সৎকারে পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া সুখে দিবস অতিবাহন করিলেন।

রাম সায়ংকালে সায়ন্তন বিধির অবসানে তপোনিধির সন্নিধানে বলিলেন, মহর্ষে! আমাদিগের নিমিত্ত এরূপ বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিউন, যেখানে অবস্থিতি করিলে বন্ধুবান্ধবেরা সহসা আসিয়া অনুসন্ধান না পান। মহর্ষি বলিলেন, চিত্রকুট তোমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান। তথায় হিংস্রজন্তু নাই, এবং অনেক তপস্বী সস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছেন। নানা জাতীয় মৃগ চিত্রকুটের উপত্যকায় বিচরণ করে, এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার ফলমূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তোমরা সম্প্রতি নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, এজন্য তোমাদের সহসা গহনবনে বসতি করা বিধেয় নহে। আর চিত্রকুট নদী-সংকট বলিয়া গ্রাম্য লোকে প্রায় তথায় যাইতে ইচ্ছা করে না। তোমরা প্রাতঃকালে উড়ুপযোগে নক্রচক্রভীষণা যমুনা উত্তীর্ণ হইবে; অনন্তর শ্যামবটের নিকট অভীষ্ট কামনা করিবে; শ্যামবট সুসেবিত হইলে কল্পপাদপের ন্যায় ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন। তথা হইতে ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই চিত্রকুটের কমনীয় কানন দেখিতে পাইবে; সেই প্রদেশের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে রাজধানীতে প্রতিগমনের ইচ্ছা হইবে না। রামচন্দ্র ঋষিবরের অনুজ্ঞা লইয়া নির্দ্দিষ্ট পর্ণকুটীরে কুশ-পূত শয্যায় শয়ন করিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মুনিবরের উপদেশানুসারে তৎপ্রদর্শিত পথে গমন করিয়া চিত্রকূট-কাননের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র অরণ্যের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, কাননের কি অনির্ব্বচনীয় মনোহারিণী শোভা! দেখিবামাত্র আমার চক্ষু আর অন্য দিকে যাইতেছে না; অনুক্ষণ অবলোকন করিলে লোচনের ক্লেশ হইবে না বলিয়া উহা হরিদ্বর্ণময় হইয়াছে, প্রান্তভাগে সারবান্ বৃক্ষ সকল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবল মারুত হইতে উহাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সাল সরল প্রভৃতি মহাবৃক্ষ উন্নতস্কন্ধ হইয়া বাহকের ন্যায় বল্লীবিতানবিরচিত বিচিত্র যান বহন করিতেছে; তালতরু মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছে; লতাকুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জে শোভিত হইয়া বনদেবতার বিচিত্র চন্দ্রাতপ হইয়া রহিয়াছে; সকলজাতীয় তরু এক স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, এই বনপ্রদেশ সকল সময় পুষ্পময় বলিয়া বোধ হইতেছে; গিরিতরঙ্গিণী বক্রগামিনী হইয়া পাদপগণের আলবাল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; অনবরত বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় তরুতল সম্মার্জনীপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। গিরিনদীর জল পাষাণপ্রতিহত হওয়ায় লঘু ও আরোগ্যপ্রদ হইয়াছে; কুৎসিত পূতিগন্ধিদ্রব্যের অসদ্ভাব বশতঃ সমুদায় স্থল নিরাময় হইয়াছে; তখন সকলে বনমধ্যে প্রবেশের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গণ্ডশৈল পতিত হওয়ায়, পথ সঙ্কীর্ণ ও কুটিল হইয়াছে।

অনন্তর সকলে কান্তারপথে প্রবিষ্ট হইয়া অতিকষ্টে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিমত স্থান নির্ণয় করিয়া পর্ণশালাদ্বয় নির্ম্মাণ করিলেন। সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে আসিয়া, তাঁহারা এক্ষণে সামান্য পর্ণকুটীরে প্রীতিপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে গুহক বহুবিধ বিলাপ করিয়া স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সুমন্ত্রও রথযোজনা করিয়া নিরানন্দমনে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন। প্রজাপুঞ্জ রামবিরহিত রথ দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিল, সুমন্ত্র! তোমার মত নির্লজ্জ লোক আর দ্বিতীয় দেখি নাই, তুমি রামকে অরণ্যে রাখিয়া কি সুখে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে? অযোধ্যার সুখ রামের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে; অযোধ্যার আর কি সে শ্রী আছে? যাঁহার শ্রীতে উহা সুশ্রী দেখাইত, তাঁহাকে তুমি বনে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে! সুমন্ত্র এইরূপ করুণাপূর্ণ হৃদয়বিদারক বিলাপ শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলপূর্ণ-লোচনে বিষণ্ণবদনে রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রাম অরণ্যে প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যার মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সুমন্ত্রের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র রাম কই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে রাজাকে উত্থাপিত করিলেন। রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, সুমন্ত্র! রাম আমার কণ্টকিত পথে কিরূপে পর্য্যটন করিতেছেন? আসিবার সময়ে তোমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন? সুমন্ত্র বলিলেন রাম প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিয়াছেন, মহারাজ যেন কোন বিষয়ে আমাদিগের জন্য শোক না

করেন; আমরা বনে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছি, অদৃষ্টপূর্ব্ব বনশ্রী বিলোকন করিয়া নব নব প্রীতি অনুভব করিতেছি; মাতৃবর্গের সকলেই যেন মহারাজের শুশ্রূষা করেন; ভরত যেন নৃপার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকেন। সীতা ও লক্ষ্মণ প্রণামমাত্র জানাইয়াছেন। পরে রাম আমারে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা ও অনুগমনে নিষেধ করিয়া স্বয়ং জটাভাররচনাপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া গেলেন। আমিও একাকী শূন্য রথ লইয়া মহারাজের সমীপে প্রত্যাগত হইলাম। এই বলিয়া সুমন্ত্র রোদন করিতে লাগিলেন; রাজা বলিলেন, সুমন্ত্র! আর রোদন করিও না, আর শুনিতে চাহি না; আমি এ নিন্দিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি কি করিব, সুখদুঃখে সমভাব রামের মুখের ভাব স্মরণ করিব, না কুপিত লক্ষ্মণের মুখ ভাবিব, না সজলনয়না ম্লানবদনা জানকীর বিষয় চিন্তা করিব? একটী শোক নহে, এককালে তিন তিনটী শোক আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। হা পিতৃবৎসল রাম! হা শৌর্য্যপ্রিয় লক্ষ্মণ! হা পতিদেবতে সীতে! তোমরা কোথায়! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

কৌশল্যা যত্ন সহকারে রাজার মূর্চ্ছা অপনয়ন করিয়া সজল নয়নে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই আপনার যশোগান করিয়া থাকে, কিন্তু এই রামবিবাসন কার্য্যে আপনার যার পর নাই অপ্রতিষ্ঠা হইল। নিরপরাধে কে প্রিয় পুত্রকে বনবাস দেয় বলুন। যদি কৈকেয়ীকে বর না দিলেই নয় তবে রামকে ডাকিয়া সকলের সমক্ষে, কল্য তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব, একথা

কেন বলিয়াছিলেন? মহারাজ! আপনি যদি সত্যভঙ্গ-ভয়ে এতই ভীত, তবে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব এই সত্যটি কি রূপে ভঙ্গ করিলেন? ইক্ষ্বাকুবংশে সকলেই সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ, আপনি কেবল বৃদ্ধ-বয়সে, প্রেয়সী ভার্য্যার অনুরোধে সেই ব্রত হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইলেন। মহারাজ! সত্য হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই; স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে আমি তুলাদণ্ডে এক দিকে সহস্র অশ্বমেধের ফল ও অপর দিকে সত্য তোলিত করিয়া দেখিলাম, সত্যেরই ভার অধিক। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম কেবল অহিংসায় ও সত্যে প্রতি-ষ্ঠিত। আপনি সত্য নষ্ট করিয়া ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন। মহারাজ! বায়ু যে দিকে বহিতে থাকে, কেবল সেই দিকেই পুষ্পের সৌরভ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মের সৌরভ সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দন, অগুরু প্রভৃতির গন্ধ স্থায়ী নহে, কিন্তু পুণ্যবান্ লোকের যশঃ চিরস্থায়ী। আপনি স্ত্রীর কথায় পুত্রকে বনে দিয়া সত্য ভঙ্গ করিলেন, অধর্ম্ম সঞ্চয় করিলেন, ও চিরকালের জন্য অযশঃ রাখিলেন। ভাগ্যে কৈকেয়ী, রামকে বধ করিতে হইবে, একথা বলে নাই; আপনি যেরূপ ধার্ম্মিক, অনায়াসে তাহাও করিতে পারিতেন।

মহারাজ! পরুষ বাক্যে আপনাকে এইরূপ তিরস্কার করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। রাম বনে যাইবার সময় আপনাকে কোন কটু কথা বলিতে বারংবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমি পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়াই আপনাকে অপ্রিয় কথা বলিলাম। সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, শিষ্টাচার জানিয়া, কোন্ কুলনারী স্বামীকে

অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকে? আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে আমি ভক্তিভাজন পতিকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছি!

কৌশল্যা অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার কাঁদিতে কাঁদিতে স্ফুরিতাধারে বলিলেন, মহারাজ! আমি কিছুতেই মনকে শান্ত করিতে পারিতেছি না, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সেই অমর্ষরক্ত মুখ-কমল আমার যেন নেত্রপুরোভাগে কেহ চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। জনকরাজদুহিতা সীতা গৃহ-কুট্টিমে বিচরণ করিয়াও শ্রান্তা হইয়া পড়িতেন, আজ কি না তিনি বন্ধুর বিজন অরণ্যপথে বিচরণ করিতেছেন। মহারাজ! আমার রামের কেশ অতি মসৃণ, সেই কেশে জটা রচিত হইল! আপনি মনে করিবেন না যে রাম যদি চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য ভোগ করিবেন। পরিভুক্তোজ্‌ঝিত মালায় কেহ আদর করে না। কেশরী কখন পরাবলীঢ় মাংস ভক্ষণ করে না।

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, মহিষি! স্বয়ং অপকার করিয়া আবার কি বলিয়া তোমারে প্রবোধ দিব, এই দুঃখে আমার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি আমার অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিবে, ইহা ভিন্ন আর আমার বক্তব্য নাই। এই বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহিষীও কোন কথা না বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়ের নয়নযুগল সজল রক্তোৎপলের তুল্য হইয়া উঠিল।

দিবসের শেষ হইল, রাজা ও মহিষীর শোকের শেষ হইল না। সুমিত্রা কৌশল্যারে সম্বোধন করিয়া কহি-

লেন, ভগিনি! শোক পরিত্যাগ কর, মাতার অশ্রুপাত হইলে সন্তানের অকল্যাণ হয়। তুমি চিরকাল ক্রন্দন করিলেও তোমার রাম ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অজ্ঞান বালক নহেন যে পিতৃসত্য পালন না করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন। তুমি ক্রন্দন কর কেন? রামের মত পুত্রের জননী হওয়া শ্লাঘারই বিষয়; যিনি মনে করিলে পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, সচ্ছন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, যাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে, কৈকেয়ী সহস্র চেষ্টা করিলেও আপনার দুশ্চেষ্টিত সফল করিতে পারিতেন না, যিনি কেবল ধর্ম্মভয়েই রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন, সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রসূতি হইয়াছ বলিয়া তুমি আপনাকে ধন্যম্মন্যা জ্ঞান কর। উদারচেতা রাম পিতৃসত্য পালনার্থই লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, ব্রত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা আপনারাই প্রত্যাগত হইবেন। অলীক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অন্তঃকরণকে কেন ব্যাকুল করিতেছ? স্থির হও, স্নেহই যত অমঙ্গলের শঙ্কা জন্মাইয়া দেয়! নিরর্থক ভাবিয়া উন্মত্তা হইবে না কি?

কৌশল্যা সুমিত্রার কথা শুনিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। রাজা চক্ষু নিমীলন করিয়া রামরূপ ভাবনা করিতে লাগিলেন। স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া বারংবার নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট এতই মন্দ যে, নিদ্রাদেবী তখন তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

রাজা নিশীথ সময়ে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া কৌশল্যাকে বলিলেন; মহিষি! জাগ জাগ, কোন নিদারুণ ব্যাপার

স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আমাকে বিষম যাতনা দিতেছে, সেই শোচনীয় ব্যাপার উল্লেখ করিয়া মানসিক ব্যথার অপনয়ন করি। লোকের নিকট দোষের উদ্‌ঘোষণ করিলে এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হয়। অতএব শ্রবণ কর। আমি এক দিবস মৃগয়ার্থ সরসীতীরে পর্য্যটন করিতেছিলাম, সহসা সলিলমধ্যে গজবৃংহিতবৎ কুম্ভপূরণশব্দ প্রতীয়মান হইল। যুদ্ধব্যতীত করিবধ সর্ব্বপ্রকারে বিগর্হিত হইলেও আমি মৃগয়াসক্ত হইয়া অমোঘ শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করিলাম। অনন্তর বনমধ্যে রোদন ধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং শশব্যস্তে গমন করিয়া, কোন অপরিচিত জটাধর তপস্বিকুমার, হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া রোদন করিতেছে দেখিলাম, দেখিবামাত্র আমার অন্তঃকরণ করুণার্দ্র ও বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইল। তখন, হায়! কি করিলাম! অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মবধ করিয়া সপ্ত পুরুষ নিরয়গামী করিলাম! আমার মত দুরাচার রঘু-কুলে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। রঘুবংশোদ্ভব কেহ কখন স্বহস্তে ব্রহ্মবধ করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হন নাই! অন্য অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, নিষ্প্রতিকার্য্য ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি রূপে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইব?—এইরূপ অনুশোচনা করিতে লাগিলাম। তচ্ছ্রবণে করুণাপারাবার মুনিকুমার অস্ফুটরূপে বলিলেন, মহারাজ! আমি শূদ্রার গর্ভে বিপ্রের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনি ব্রহ্মবধের আশঙ্কা করিবেন না। আমি অন্ধমুনির পুত্র; আমারে পিতার সমীপে লইয়া গিয়া বিশল্য করুন। এই রূপ বলিয়া তিনি আমার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর হতচৈতন্য মুনিকুমার ও জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া অন্ধমুনির নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমার পদশব্দ শুনিয়া পুত্রের প্রত্যাগমন বোধে ঋষিবর বলিলেন, বৎস! এত বিলম্ব হইল কেন? পানীয় আনয়ন করিয়াছ? শীঘ্র দাও, পিপাসা বলবতী হইয়াছে। আমি কম্পিত-কলেবর হইয়া বলিলাম, মুনিবর! আমার নাম দশরথ; আমি আপনার সন্তান নহি, বরং অপকারী শত্রু; আমি অজ্ঞানতা বশতঃ, শব্দভেদী শরে আপনার নিরপরাধ কুমারের প্রাণ সংহার করিয়াছি; শীঘ্র অভিশাপ দ্বারা দণ্ড বিধান করুন; নতুবা মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব না। স্থবির মুনিবর আমার দুশ্চেষ্টিত শুনিবামাত্র শোকে অধীর হইলেন এবং অশ্রুজল হস্তে লইয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "রে দুরাত্মন্! বৃদ্ধাবস্থায় নিরপরাধ পুত্রকে বধ করিয়া যেমন আমাকে দুর্বিষহ শোক-শল্যে বিদ্ধ করিলি, তুইও সেইরূপ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-শোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবি।"

আমি তেজস্বী তপস্বীর চরণ ধারণ করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলাম, ভগবন্! অগ্নিদগ্ধ না হইলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদিত হয় না, এ কথা যথার্থ। আপনি অভিশাপ দিয়াও আমার উপকার করিলেন। আমি পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করি নাই, পুত্রের মুখ দেখিয়া পরি-তৃপ্ত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিব, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এক্ষণে এই উপকৃত দাস আপনার কি কার্য্য করিবে, অনুজ্ঞা করুন। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, তাহাতে শয়ন করিয়া তাপিততনু শীতল করি। মহারাজ! আর কাল বিলম্ব করিও না;

শোকানল তুষানলের ন্যায় সজীব শরীর দগ্ধ করিতেছ। যষ্টিবিহীন অন্ধকে আর কেন যন্ত্রণা দাও। আমি এরূপ গতঘৃণ যে, তাঁহার নিদারুণ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। মহর্ষি সস্ত্রীক চিতারোহণ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করিলেন।

মহিষি! মহর্ষির ন্যায় রাম-বিবাসন সময়ে যদি আমি চিতারোহণ করিতে পারিতাম, তবে আজি এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। আমার সেই অভিশাপ ফলিবার সময় উপস্থিত। দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। সমুদায় সংসার ঘূর্ণিত বোধ করিতেছি। ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িতেছে। অন্তঃকরণে মহান্ ভয়ের সঞ্চার হইতেছে; দুঃখ আর সহ্য হয় না। এই বলিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। কৌশল্যা অনেক সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিলেন, এবং রাজা নিদ্রা গেলেন ভাবিয়া, আপনিও নিদ্রিতা হইলেন।

রাজা সংসারের অসারতা, জন্ত্য বস্তুর বিনশ্বরতা, এবং অভিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা চিন্তা করিয়া সনির্ব্বেদ-চিত্তে কহিলেন, হা পরমেশ্বর! বলিতে পারি না, আমি তোমার কত সুনিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি; তোমার কত আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি, কত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুত্র হইতে বিযোজিত করিয়াছি; কত শত জনের মনে অকারণে তীব্র যাতনা দিয়াছি, কত শত লোকের মনোরথ পূর্ণ করিতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছি, কত শত মনুষ্যকে নির্দ্দোষে হীনবেশে বহিষ্কৃত করিয়াছি, নতুবা উৎসব সময়ে আমার এত বিষাদ ও

এত বিপদ্ ঘটিবে কেন? কেনই বা আমাকে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে এরূপ ব্যাকুল হইতে হইবে?

হে জগদীশ্বর! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র এ নরাধমকে মুক্ত কর! এ নৃশংসকে দীর্ঘজীবী করিও না, করিলে লোকের আরও সর্ব্বনাশ হইবে। আমি অপরাধের একশেষ করিয়াছি; তাহার অনুরূপ শাস্তিও পাইয়াছি। আমি জগতে অনেক দিন আসিয়াছি। এপর্য্যন্ত এরূপ যন্ত্রণা কখনও অনুভব করি নাই, বোধ হয়, ইহারই নাম মৃত্যু-যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। হে সর্ব্বশক্তিমন্! তুমি জীবের সমুদায় ক্লেশশান্তির নিমিত্ত যে উপকারী মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে শীঘ্র পাঠাইয়া ক্লেশের অবসান কর। হে সর্ব্ব-যন্ত্রণানাশক অন্তক! তোমার সময় উপস্থিত! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? অসহ্য যাতনার সময় তুমিই পরম বন্ধু, এক্ষণে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া সমুদায় প্রাণবায়ু নিঃশেষ করিবার জন্যই যেন ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত করিতে লাগিলেন; চক্ষুর আর পলক পড়িতে দিলেন না; হৃদয় মধ্যে রামরূপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য মনকে সংযত করিলেন; অন্য অন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার জন্য স্বয়ং নিস্তব্ধ ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন।

রাজাকে মরণ ব্যবসায়ে কৃতনিশ্চয় জানিয়া কৃতান্ত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃসাধ্য প্রাণান্ত-প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্পিত হইয়াছে বলিয়া যমের ভয়াবহ মূর্ত্তিও রাজার প্রিয়দর্শন বোধ হইল। রাজা মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখে! তুমি শোকের সময় উপস্থিত হইয়া আমার সমুদায় দুঃখ দূর করিলে, আমার আর জীবিত

থাকিতে ইচ্ছা নাই; ক্ষণকাল বিলম্ব কর, অপুনর্দর্শনীয় রমণীয় রামের নবজলধর রূপ একবার হৃদয় মধ্যে ধ্যান করি; অমৃতাক্ষর রাম নাম রসনায় আস্বাদন করি; তুমি সম্মুখে রাম নাম কীর্ত্তন কর; আমি শুনিতে শুনিতে সুখে বিনশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করি। এই বলিয়া রাজা রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

প্রভাতে স্তুতিপাঠকেরা রাজাকে জাগাইবার জন্য যথানিয়মে মঙ্গলগীত পাঠ করিল। মহারাজের চৈতন্য-সম্পাদন না হওয়াতে কৌশল্যা করপল্লবে রাজার চরণো-পান্ত মৃদু মৃদু সংবাহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার চরণ তাঁহার কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি আবরণাস্তরণ উৎক্ষেপণ করিয়া দেখিলেন, রাজার শরীর বিবর্ণ, ইন্দ্রিয়সকল স্থির ও ক্রিয়ারহিত; দেখিবামাত্র কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাজার চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, এ অভাগিনীরে কাহার কাছে রাখিয়া গেলেন? আমি ত কখনও কোন অপরাধ করি নাই; তবে কেন অকারণে আমারে বঞ্চনা করিয়া অদর্শন হইলেন? স্বামি-সৌভাগ্য ভিন্ন জীবিত থাকা প্রমদার বিড়ম্বনা; এত বিড়ম্বনা আমার অদৃষ্টে ছিল, কখন ভাবি নাই। সপত্নী-দুশ্চেষ্টিতজনিত যত প্রকার দুঃখ, এতদিন সৌভাগ্য ভাবিয়া সহ্য করিয়াছি। অন্য প্রকার দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, এবং সহ্য করাও যায়। বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী ও যাবজ্জীবন ক্লেশকারিণী; এ অসহ্য বেদনা, সহ্য করা যায় না।

বৈধব্যদশা ঘটিলে সমুদায় সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এবং জগৎ হইতে এক প্রকার পৃথক্ থাকিতে হয়। মহারাজ! আপনার অভাবে আমরা এত অলক্ষণা ও এত অমঙ্গলের আশ্রয় হইলাম যে, কোনও মঙ্গল কর্ম্মের নিকটেও আর যাইতে পারিব না। আমাদের দর্শনেই মঙ্গল-সংবিধান দূষিত হইয়া যাইবে। ভাগ্যবতী স্ত্রীরা স্বামি-সৌভাগ্যে সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকে; আমার যদি তাহারই অন্যথা হইল, তবে আর জীবনের প্রয়োজন কি? স্বামীর আশ্রয় লইয়া নারীজন্ম যাপন করিব ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, সহসা যদি সে আশ্রয় বিনষ্ট হইয়া গেল, তবে নিরাশ্রয় অবলা আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে? হা নাথ! অনপায়ী ভাবিয়া মহাতরুর আশ্রয় লইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহাই বজ্রাহত হইল, তবে তদাশ্রিতা লতা অবশ্যই ভূতলে পতিত হইবে? এই বলিয়া গৃহতলে পতিত হইয়া অঙ্গলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, এবং তারস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! তুমি সপত্নী হইলে যে বৈধব্যদশা ভোগ করিতে হয়, স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অন্য অন্য রাজবনিতারা ভয়বিগ্না কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় বশিষ্ঠদেব নরদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে নিক্ষেপ করাইয়া রক্ষিগণ নিয়োগ-পূর্ব্বক রাজগৃহের" দ্বার তালকবদ্ধ করিয়া দিলেন. তদীয় অনুমতিক্রমে পরিচারিকারা রোদনপরায়ণা রাজা-ঙ্গনাদিগকে গৃহান্তরে লইয়া অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে বামদেব, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য জাবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভামণ্ডপে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে মহর্ষি জাবালি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া মৌল মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ স্বকর্ম্মার্জ্জিত সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্য অরাজক হইল। রাজ্যে শাস্তা না থাকিলে যে কত অমঙ্গল ঘটে, তাহা বলা যায় না। অরাজকতা অশেষ অনর্থের কারণ। অরাজক রাজ্যে স্ব স্ব দ্রব্যে স্বামীর স্বত্ব থাকে না। ঐ সকল দ্রব্য দস্যুদল ও তস্করকুল বলক্রমে অনায়াসে আত্মসাৎ করে। তাহারা এত প্রবল হয় যে, যথেচ্ছাচারী রাজার ক্ষমতা ধারণ করিয়া রাষ্ট্র উৎসন্ন করিয়া ফেলে। তাহাদিগের ভয়ে বণিকেরা বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করে; কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অরাজক রাজ্যে সন্তানেরা বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিতে তাদৃশ যত্ন করে না, পত্নী নির্ধন রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ পতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে না, ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন; অন্যান্য জাতি পৈতৃক ব্যবসায়ে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করে; বৈবাহিক বিধি যথাবিধি প্রতিপালিত হয় না; দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ অন্তর্হিত হইয়া যায়; সজ্জনেরা সশঙ্ক মনে বাস করেন; দুর্ব্বলেরা সংশয়িত জীবনে দিনপাত করে; সকলেই প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়; কেহ কাহারও অধীনতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না; সকলেই শাসন করিতে উদ্যত, সকলেই আজ্ঞা

দিতে প্রবৃত্ত, কেহই শাসনে থাকিতে, বা আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছুক নহে।

দুষ্টের দমন জন্যই রাজার আবশ্যকতা; দুরাত্মার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইলে অমঙ্গলের সীমা থাকে না; খলের মনোরথ সম্পন্ন হইলে পৃথিবীতে প্রায় মনুষ্য থাকে না, অরাজক দেশে কর্ম্মদোষে দুর্নিবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; তদীয় সহচর মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবকুল নির্মূল করে; রাজা না থাকিলে তাহার করাল কবল হইতে কে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবে? ফলতঃ রাজ্যমধ্যে যত প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অরাজকতা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অরাজক দেশে মনুষ্যের ধন, মান, জাতি, প্রাণ কিছুই নিরাপদ্ থাকে না। কখন্ কি আপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কাই সর্ব্বদা সকলের মনে জাগরূক থাকে। আর, শীঘ্রই অরাজক রাজ্য রন্ধ্রান্বেষী অপর রাজার হস্তগত হয়। অতএব যাবৎ অযোধ্যা অন্য অন্য রাজার অন্বেষণের বিষয় না হয়, তাবৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন কর, এবং স্বর্গীয় রাজার আদেশক্রমে ভরতকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক কর। ভরত রাজ্যশাসনের উপযুক্ত পাত্র। সূর্য্যবংশের স্তনন্ধয়ী বালকেও শাস্তার ক্ষমতা আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সিংহশিশু বিনা সাহায্যে পশুরাজ হইয়া উঠে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাহ্য পাইলেই প্রবল হয়। অতএব শীঘ্র শীঘ্র কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজার মনে আশ্বাস জন্মাইয়া দাও।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব জাবালির মত অনুমোদন করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, সকলেই মহর্ষির মত অবগত হইলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর;

বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। রাজপুরোহিতের কথা শুনিয়া একজন মন্ত্রিপ্রবর বলিলেন, আমি কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিবার জন্য অবিলম্বে কেকয়-রাজধানী গমন করিতেছি। আপনি সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি লিপি প্রদানের প্রয়োজন হয়, লিখিয়া দিন। বশিষ্ঠ-দেব বলিলেন পরিচিত বিজ্ঞ ব্যক্তি গমন করিলে সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে পারে। পত্রিকা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এক্ষণে অমঙ্গল সংবাদ তথায় প্রচার করিয়া সকলকে ক্লেশিত করিবার আবশ্যকতা নাই; তুমি সাবধানে তাঁহাদিগকে লইয়া আইস। এই বলিয়া মন্ত্রি-পুঙ্গবকে বিদায় করিয়া দিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
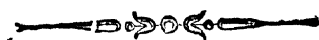
মন্ত্রিপ্রবর কতিপয় দিনে যুধাজিতের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং নরপতি কর্ত্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া কৌশলক্রমে সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলেন। ভরত অমাত্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সানন্দমনে তাঁহাকে গৃহান্তরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ উপস্থিত হইলে, সমাদরে রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্য স্তম্ভিতাশ্রু হইয়া রাজ্যের কুশল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! আপনি অনেক দিন আসিয়াছেন; মহিষী আপনাকে দেখিবার জন্য পর্য্যাকুল হইয়াছেন; কালবিলম্ব হইলে তাঁহার সবিশেষ কষ্ট হইবে; রাজধানী প্রতিগমনে সত্বর হউন। ভরত অমাত্যের কথা মাতামহের নিকট নিবেদন করিয়া অযোধ্যাগমনে অনুমতি লইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগের চরণবন্দনাপূর্ব্বক বয়স্যদিগকে প্রিয়সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া চতুরঙ্গ বলে বেষ্টিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভরত ভ্রাতার সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজধানীর আর পূর্ব্ব শ্রী নাই; লোক সকল নিরানন্দ; আপণশ্রেণী পণ্যশূন্য; রাজভবন পলায়িতগৃহের ন্যায় হতশ্রী ও ভয়াবহ; পরিজনবর্গ হর্ষশূন্য ও বিমর্ষপূর্ণ; তাহাদের মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয় যেন উহারা কোন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রাজধানীর

অভাবনীয় দুরবস্থা দেখিয়া ভরতের মনে অমঙ্গলের শঙ্কা উপস্থিত হইল। ভরত রাজদর্শনের নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া প্রথমতঃ রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, প্রাসাদ শূন্য, সিংহাসন শ্রীহীন, এবং রক্ষিপুরুষ কেহই উপস্থিত নাই। দেখিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বচিন্তা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিষণ্নমনে মাতৃভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন গৃহের আর সে শ্রী নাই। অনন্তর জননীর চরণ বন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৈকেয়ী প্রোষিত পুত্রকে সমাগত দেখিয়া শশব্যস্তে মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎস! মাতামহ আলয় হইতে কত দিন বহির্গত হইয়াছ? রথক্ষোভে তোমার ত ক্লেশ বোধ হয় নাই? তোমার মাতামহের কুশল ত? তোমার মাতুল ত ভাল আছেন? মা আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? আসিবার সময় তোমায় কি বলিয়া দিলেন, এবং তোমাকে কি রূপ স্নেহ করিলেন? সমুদায় বিবরণ বিশেষ করিয়া বল।

ভরত বলিলেন, সকলেই কুশলে আছেন। আমি সাত দিনে বাটী আসিয়াছি। রাজধানীর অবস্থা দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে। মহারাজের হৈমভূষিত পর্য্যঙ্ক অপরিষ্কৃত রহিয়াছে কেন? পরিজনদিগের কাহাকেও হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি না কেন? মহারাজ সর্ব্বদা এখানে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন? কৈকেয়ী বিমনা হইয়া বলিলেন, সত্যশীল মহারাজ কালধর্ম্মের অনুগত হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন।

ভরত শুনিবামাত্র, হা তাত! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, এবং বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শোকার্ত্ত পুত্রকে উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, বৎস! রোদন সংবরণ কর; রাজা প্রাচীন হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এত শোকের প্রয়োজন কি? আর, চিরকাল জনক কর্ত্তৃক লালিত হইলে, আপনার পৌরুষ প্রকাশ পায় না।

ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, জননী! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পিতাকে আর দেখিতে পাইব না, তাঁহার সেই সুখস্পর্শ পাণি আর আমারে স্পর্শ করিবে না। আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন, ক্লেশের সময় পিতার শুশ্রূষা করিয়াছেন, সলিলক্রিয়া প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া চরিতার্থম্মন্য হইয়াছেন। আমি কি নরাধম! কি অকৃতপুণ্য! পুণ্যাত্মা পিতার কোন কর্ম্মে লাগিলাম না। আমি না তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম; না তাঁহার যাতনা প্রশমনার্থে যত্ন পাইলাম। মাতঃ! পিতা আমায় কিছু বলিয়া গিয়াছেন কি? তাঁহার শেষ বাক্যই বা কি? আর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বা এক্ষণে কোথায়? তিনি আমার রোদন শুনিয়া এখনও উপস্থিত হইতেছেন না কেন? কৈকেয়ী বলিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! এই মহারাজের শেষ কথা। এই বাক্য বলিয়া রাজা গন্তব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ব্রতপালনে কৃতকার্য্য হইয়া পুনরাগত হইবেন, দেখিতে পাইবে; কিন্তু জনকের সহিত আর তোমার সাক্ষাৎকার হইবে না।

ভরত এই অপ্রিয়তর কথা শুনিয়া বিষণ্ণবদনে সজল-

নয়নে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই মহাত্মা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন ভ্রাতৃবৎসল রাম কোথায়? তিনি কি কার্য্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার আসিবেন?" কৈকেয়ী বলিলেন, রাম রাজার আজ্ঞা পালন করিতে বনে বিবাসিত হইয়াছেন। ভরত একে ত পিতৃবিয়োগে অধীর হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার অতর্কনীয় অসম্ভাবনীয় রামবিবাসনবৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনেক ক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন এবং শুদ্ধাত্মা রামের বনগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! রামের চরিত্র অতি পবিত্র, পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের সৎশিক্ষার আদর্শ স্বরূপ; তবে কি অপরাধে তাদৃশ মহানুভবের অরণ্য-নির্ব্বাসনরূপ দণ্ড বিহিত হইল? কৈকেয়ী অম্লানবদনে বলিলেন, আমি রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া মহারাজের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করি। রাজা অনেক বাগ্বিতণ্ডার পর অগত্যা আমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনে নির্ব্বাসন, ও তোমার রাজ্যাভিষেক স্বীকার করেন। রাম তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া সন্তুষ্টমনে পিতৃসত্য পালন করিতে বনে গমন করিয়াছেন; তুমি এক্ষণে নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে রাজার আদেশ পালন করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও। রাজ্যভার লাভ করিয়া শোকাকুল হইয়া থাকিলে কার্য্য চলিবে না।

ভরত, পিতার মৃত্যু অপেক্ষা ভ্রাতার বনবাসে অধিকতর শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন, জননি! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? সকল সুখ পিতার এবং পূজনীয় ভ্রাতার

সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে। পিতৃবিয়োগ স্বভাবতই অসহ্য; অগ্রজের হস্তাবলম্ব পাইলে উহা কথঞ্চিৎ সহ্য করা যায়! আমার সে আশা তুমি নিরাস করিয়াছ। আমার দুঃখের পর দুঃখ, ক্ষতে ক্ষারক্ষেপের ন্যায় দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইয়াছে। আমি কাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিব? কে আমার দুঃখে দুঃখিত হইবে? কেইবা আমার বিপদে সহায়তা করিবে? কাহার বলেই বা বিপদুত্তীর্ণ হইব? তুমি কি দোষে গুণসিন্ধুরে বনবাস দিলে? আমা অপেক্ষাও অগ্রজ তোমাকে অধিক ভক্তি করিতেন; জ্যায়সী জননী অপেক্ষা তোমাকে সমধিক সম্মান করিতেন। তুমি আমা হইতে যেরূপ সুখী হইবে ভাবিয়াছ, অগ্রজ হইতে তদপেক্ষাও অধিকতর সুখে থাকিতে, সন্দেহ নাই। তুমি অদৃষ্টের দোষে আপনার দুঃখ আপনিই ডাকিয়া আনিলে; এবং পরমধার্ম্মিক অজাতশত্রু রামের বনবাস সাধন করিয়া চিরস্থায়ী অপযশঃ সংগ্রহ করিলে।

জ্যেষ্ঠা জননী তোমাকে কনীয়সী ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন; নিরপরাধে তাঁহার পুত্রকে বনবাস দিয়া, ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিলে। সুমিত্রা-প্রভৃতি মাতৃবর্গ তোমারে সখীর ন্যায় বিশ্বাস করেন; তুমি রাজার মৃত্যু সাধন করিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিলে ও আপন কর্ম্মদোষে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের ঘৃণার ভাজন হইলে। কখনই তুমি ধর্ম্মপরায়ণ অশ্বকপতির কন্যা নও; তাহা হইলে এত অধর্ম্মাচরণ করিতে না। আত্মম্ভরি রাক্ষসী হইয়া পতিকুল বিনাশ করিলে! আমি বুঝিলাম তোমার দুষ্ট প্রার্থনায় পিতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অগ্রজ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; বিমাতৃবর্গ দুর্ব্বিষহ

বৈধব্যদশা ভোগ করিতেছেন; রাজ্য অরাজক হইয়াছে; প্রজারা অনাথ হইয়াছে। এতগুলি দুঃখস্রোত তোমা-হইতেই নির্গত হইয়াছে।

তুমি এখনও জীবিত আছ। লোকের নিকট মুখ দেখাইতেছ! রাজ্যশাসন করিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছ! তোমার ত লজ্জা নাই! যে রাজ্যের এতদূর দুরবস্থা উপস্থিত করিয়াছ, সেই রাজ্যের জন্য আবার আমারে প্রলোভিত করিতেছ! এ কুলে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, অনুজেরা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে; তুমি তাহার পরিবর্ত্ত ঘটাইলে? রাজ্য পালনে আমার ক্ষমতা কি? কেবল এই মাত্র আমার ক্ষমতা আছে, তোমার দুষ্ট বাসনা পূর্ণ হইতে দিব না; কিছুতেই রাজ্যভার গ্রহণ করিব না। যে রূপেই হউক, অগ্রজকে আনয়ন করিয়া রাজা করিব এবং চিরকাল কিঙ্কর হইয়া তাঁহার সেবা করিব। তুমি যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা হইতে কোনমতে নিষ্কৃতি পাইবে না। তোমার পাপে অবশ্যই আমার অকাল মৃত্যু অথবা অপমৃত্যু ঘটিবে। দেহান্ত না হইলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে না; তুমিও স্বকৃত দুষ্কৃতের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সুতশোকতুষানলে যাবজ্জীবন দগ্ধ হইয়া মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ হইবে; নতুবা তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই।

শত্রুঘ্ন ভরতকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, এমত সময়ে মন্থরা বেশ ভূষা করিয়া গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রতিহারী কুব্জাকে কুমার সমীপে আনয়ন করিয়া বলিল, কুমার! এই বর্ষীয়সী কুব্জা সকল অনর্থের মূল; ইহারই কুমন্ত্রণায় মহিষী বর প্রার্থনা করিয়া অনর্থক অমঙ্গল

ঘটাইয়াছেন। আজ্ঞা করুন, এখনই পাপীয়সীরে প্রেত-পতির প্রাঙ্গণে প্রেরণ করি। শত্রুঘ্ন দেখিবা মাত্র কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া মন্থরার গলদেশে হস্ত দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।" মন্থরা মুখব্যাদান করিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুমার তাহার আস্যবিবর পাংশুরাশি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন; এবং কেশাকর্ষণ করিয়া তর্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন, এই অনর্থোৎপাদিনী সর্ব্বনাশিনীরে বিনাশ করিয়া সর্ব্বাপদের শান্তি করি; এই বলিয়া মন্থরাকে আছাড় দিয়া পুনরায় ভূতলে পাতিত করিলেন। মন্থরা গতাসুপ্রায় হইয়া নিষ্পন্দভাবে রহিল; অন্য পরিচারিকারা ভয়বিহ্বলা হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

অনন্তর কৈকেয়ী কুব্জার দুর্গতি দেখিয়া ক্রোধপরবশা হইয়া বিবক্ষু হইয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুঘ্নের কোপকম্পিত রক্তাধর বিলোকন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে ভরতের পার্শ্বে পলায়ন করিলেন। ভরত জননীর অবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! স্ত্রীজাতি অবধ্যা; অতএব ক্রোধ পরিহার করিয়া মন্থরারে ছাড়িয়া দাও। শত্রুঘ্ন অগ্রজের আদেশ অগ্রাহ্য করা অবৈধ ভাবিয়া অনিচ্ছা-পূর্ব্বক মন্থরাকে পরিত্যাগ করিলেন। মন্থরা ধূলি-ধূসরিত-কলেবরা হইয়া অবরোধ মধ্যে পলায়ন করিল।

ভরত শোকবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরহৃদয়া অপকারিণী জননীর সন্তান। শোকাতুরা সরলস্বভাবা জ্যায়সী জননীকে কি বলিব? কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব? মাতার ব্যবহারে সকলের নিকট বিষম অপরাধী হইয়াছি।

প্রজাপুঞ্জ আমাকে দেখিয়া মাতৃদোষের উল্লেখ পূর্ব্বক অশ্রদ্ধা করিবে। আমি আর পৃথিবীতে থাকিবার যোগ্য নহি। এখনই আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে এরূপ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বিধির কি বিপরীত ঘটনা! আমি বনে না যাইয়া অগ্রজ মহাশয় যাইলেন! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা ভরতের রোদনধ্বনি শুনিয়া বলিলেন, সুমিত্রে! ঐ দেখ ক্রূরমতি কৈকেয়ীর কুমার আসিয়াছে। আমার রাম যে সিংহাসনে বসিতেন, ও সেই সিংহাসন অধিকার করিবে, আমি কি সুখেই বা উহার অভিষেকে আমোদ করিব; না করিয়াই বা কি করিব। উহারে যদি স্নেহসম্ভাষণ না করি, তাহা হইলে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইবে। সর্ব্বথা বিষম বিপদে পড়িলাম।

সুমিত্রা বলিলেন, ভগিনি! স্থির হও। বৎস ভরত কৈকেয়ীর ক্রূরাচরণ ও রামের গুণগ্রামের উদ্‌ঘোষণ করিয়া বিলাপ করিতেছে। তোমার নিকট আসিতে উহার কতই লজ্জা বোধ হইতেছে। উহার কোনও দোষ নাই, এবং পাপ রাজ্যে লালসা নাই, যেমন লক্ষ্মণ, ভরতও সেইরূপ রামের অনুগত। চল, আমরা স্বয়ং যাইয়া উহার লজ্জা ভঞ্জন করিয়া দিই। এই বলিয়া সুমিত্রা কৌশল্যারে সঙ্গে লইয়া ভরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যারে দেখিবামাত্র ভরতের শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভরত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইলেন। কৌশল্যা ভরতের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে

করিতে বলিলেন, বৎস! তুমি আমাদের সন্তান, আমি রামকে বনে দিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি; এক্ষণে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে, অনন্যগতি এ দুর্ভাগাদিগের গতি কি হইবে? কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিব? আমরা রাজাধিরাজের মহিষী ও উপযুক্ত পুত্রের জননী; এক্ষণে কাহার অধীন হইয়া থাকিব? তুমি এ দুর্ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন কর; এবং সাহস বৃদ্ধি করিয়া সুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন কর। সকলে তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে; তুমি অধীর হইলে সকলেই অসুখী হইবে, ও সমুদায় রাজ্য বিশৃঙ্খল হইবে।

ভরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, পিতা অযোগ্যের উপর দুর্ব্বহ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ মহাশয় উপযুক্ত হইয়াও বনবাসী হইলেন; আমি প্রতিপালনের উপযুক্ত; প্রতিপালক হইয়া সকল কার্য্য সমাধান করিব, আমার সে ক্ষমতা নাই। হা! এই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে কি মাতুলালয় হইতে আনীত হইলাম? জননী যে আমার এত অপকারিণী হইবেন, ও এত অমঙ্গল ঘটাইবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। আমি রাজা হইব, ইহা একবার মনেও ভাবি নাই। চিরকাল অগ্রজের দাস হইয়া তদীয় আজ্ঞা অপ্রতিহত রাখিব, এই আমার স্থিরসংকল্প ও চিরমনোরথ। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা শোকবিহ্বল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলের রোদন দেখিয়া কৈকেয়ীও অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বশিষ্ঠদেব ভরতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন সকলেই শোকাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন; সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক একটীও তথায় উপস্থিত নাই। তখন তিনি স্বয়ং সকলকে সান্ত্বনা করিয়া ভরতকে সমভিব্যাহারে লইয়া নির্জ্জনভবনে গমন করিলেন; এবং তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন, রাজকুমার! সম্পদের পর বিপদ্, বিপদের পর সম্পদ্, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখাবসানে পুনর্ব্বার সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। জগতের এই অখণ্ডনীয় নিয়ম মার্ত্তণ্ডরথচক্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিয়া আসিতেছে। কোন জীব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা সুখ ভোগ করিতে পারে না। সকলেই ঐ নিয়মের অধীন; বিশেষতঃ দুঃখ ভোগ ব্যতিরেকে সম্যক্ রূপে সুখের অনুভব হয় না। পরিশ্রান্ত না হইলে বিশ্রাম সুখ অনুভব করা যায় না। যেমন গ্রীষ্মের উদ্রেক ব্যতীত শীতল সমীরণ প্রীতিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ বিয়োগ ভিন্ন অমৃতময় বান্ধবস্নেহের উৎকর্ষ অবগত হওয়া যায় না।

আরও দেখ, তোমার পিতা চিরকাল পিতৃমান্ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই, স্বয়ং সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তুমিই যে চিরদিন পিতৃস্নেহে পালিত হইবে, ইহারই বা প্রত্যাশা কি? জাতজীব কখনই চিরজীব হয় না। জন্মমাত্রই নশ্বর, সকলেই কালের অধীন; প্রাপ্তকাল হইলে কেহই বিলম্ব করিতে পারে না। মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন স্নেহপথে বদ্ধ হইয়া সকল বস্তুতে মমতাভিমান প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হয়; বিগতজীবন হইলে তৎসঙ্গে সকল

সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে দেহের স্বাস্থ্য সম্পাদনে ও রক্ষণাবেক্ষণে সতত সচেষ্ট থাকে, সেই দেহ বিগলিত, নিষ্কুশিত, বা ভস্মীভুত হইয়া যায়; তাহাতে জীবীর ক্ষতি বোধ হয় না। তখন উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় না; প্রিয়তমের করুণ রোদন সে শুনিতে পায় না; সে নিজে কোথায় যায়, তাহারও অবধারণ হয় না। সুতরাং গতাসু জীবের অনুশোচনা করিয়া উপকার কি?

তোমাদিগকে শিক্ষিত ও কর্ম্মঠ দেখিয়া তোমার পিতা কালধর্ম্মের অনুগত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যু শ্লাঘনীয় গণ্য করিতে হয়; স্বয়ং সকল প্রকার সুখসম্ভোগ করিয়া, সংসার সকল প্রকার সুখে পরিপুর্ণ রাখিয়া, পুত্রদিগকে শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ দেখিয়া, বৃদ্ধাবস্থায় জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। পিতা পরকালে সদ্গতি লাভের জন্য পুত্রের কামনা করেন। তুমি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, অতএব যাহাতে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যে পুত্র পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ার সাধন করে, সেই সার্থক পুত্র; যে পিতৃকার্য্যে অধিকারী না হয়, সে তাঁহার ধনক্ষয়কারী পরম রিপু। অতএব রাজকুমার! শোকাবেগ পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হও। রাম বনে গমন করিয়াছেন, তুমিও উপস্থিত ছিলে না, এই কারণে রাজার দাহনক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তদীয় দেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রক্ষিত করা হইয়াছে। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর তাঁহার নির্হরণ কার্য্য নির্ব্বাহ কর, এবং নিবাপাঞ্জলি দ্বারা মহারাজের দীর্ঘ তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত কর।

ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! শোক করা কর্ত্তব্য নহে, এবং শোকতাপের বশীভূত হইলে কষ্ট পাইতে হয়, ইহা অবগত আছি; কিন্তু কি করি, পিতৃস্নেহ আমারে এরূপ অভিভূত করিয়াছে যে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মেও উৎসাহ জন্মিতেছে না। পিতার আসন্নকালে সেবা করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ আমার যাবজ্জীবন থাকিবে। আমরা যদি তাঁহার শেষ সময়ে উপকারে না আসিলাম, তবে আমাদের জন্মগ্রহণ করা নিরর্থক হইল। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাজকুমার! এ সকল অদৃষ্টের লিখন, তজ্জন্য পরিতাপ করিও না; কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর ভরত পরিজনপরিবৃত হইয়া রাজার পরেতদেহ দর্শনে গমন করিলেন; দেখিবামাত্র শোকে অধীর হইয়া, হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! উঠুন, শয়নে রহিয়াছেন কেন? ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন; মাতুল ও মাতামহের কুশল বার্ত্তা শ্রবণ করুন। মহারাজ! মাতৃদোষে আমিই আপনার অনালাপ্য; সৌমিত্রেয় শত্রুঘ্ন সজলনয়নে পিতৃসম্বোধনে বারংবার আহ্বান করিতেছে; উহারে উত্তর দিন। মহারাজ! অগ্রজকে রাজা করিবেন, ইহাই নিশ্চিত ছিল; রাজ্যগ্রহণে ভরতের অভিলাষ নাই; আমি রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি। আপনি জানিয়া শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন কেন? বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে ক্রোড়ে লউন। ভরতের ক্রন্দন শুনিয়া সকলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব শান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; রাজকুমার! একবার শোকের কার্য্যকারণভাব বিবেচনা করিয়া দেখ। ইষ্ট বস্তুর বিনাশ হইতে শোকের উৎপত্তি হয়; সুতরাং বিনাশমূল বলিয়া শোকও অমূলক; যাহার মূল থাকে, সে অবশ্যই বর্দ্ধিষ্ণু হয়; কিন্তু শোকের পর পর বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়; যদি উহার মূল থাকিত, তবে কখনই এরূপ হইত না। অতএব অমূলক শোকের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। আর, কারণগুণ কার্য্য সমাগত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত বিনাশোৎপন্ন শোকের বিনাশকতাশক্তি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং শোক যে শরীর বিনাশ করে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। অতএব রাজকুমার! শোকের বশীভূত হইয়া কেন শরীর নষ্ট কর? শোক যখন প্রথম উদ্ভুত হয়, তখনই উহার বেগ অনিবার্য্য বোধ হয়; আবার ক্ষণকাল পরেই সেই বেগের হ্রাস হইয়া যায়। শোক তৃণক্ষেত্রে লগ্ন হুতাশনের তুল্য অনুমীয়মান হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন পরিশুষ্ক তৃণরাশি সংযোগে একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ শোকও প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র অসহ্য বোধ হয়; আবার কিয়ৎকাল পরে তিরোহিত হইয়া যায়। ফলতঃ কালসহকারে শোক আপনিই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া এত দীর্ঘ সময় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ। কি আশ্চর্য্য! শোকের আশ্রয় মন; সে যদি আপন আশ্রয়কে অস্থির করিল, তবে তাহাকে স্থান না দেওয়াই ভাল। ইষ্টবস্তু বিনষ্ট হইবে বলিয়া মনোমধ্যে শোকের সঞ্চার হয়, এবং ইষ্টবিয়োগাশঙ্কাই ইষ্ট বস্তুর রক্ষণবিষয়ে যত্নশীল

করিয়া দেয়। যখন ইষ্ট বস্তুর রক্ষণের উপায়ান্তর না দেখা যায়, তখন যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তেমনি শোকও পরিহার করা কর্ত্তব্য। যদি শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পার, তবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও শোচনীয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া, হৃদয় হইতে শোকাবেগ বহির্গত করিয়া দেও। বিলাপ, পরিতাপ ও রোদন করিলে প্রিয়পদার্থের দর্শন পাওয়া যায় না ; উহা কেবল শোক সংবরণের উপায় মাত্র। রোদন কি, প্রাণান্ত করিলেও, তুমি উপরতের অনুসন্ধান পাইবে না।

শরীরীর সহিত শরীরের সম্বন্ধ কতক্ষণ স্থায়ী, তাহাও একবার পর্য্যালোচনা কর। শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগের নাম জীবন, বিয়োগের নাম মৃত্যু। পঞ্চভূত-নির্ম্মিত ক্ষণবিনশ্বর শরীরে সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া, ভোগী জীব কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করে ; সেই অল্পকালের মধ্যেও আবার দুঃসাধ্য ব্যাধি উহার বিয়োগ সাধন করিতে এবং অপরিহার্য্য জরা দেহের জীর্ণত্ব উৎপাদন করিতে চেষ্টা পায়। যেরূপ ভগ্ন গৃহ ও জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নুতন গৃহ ও নূতন বসন গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শরীরও জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে, গতানুশোচনা করে না। জীবন যদি এত অধিক নিকটসম্বন্ধী শরীরকে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, ও তদ্বিরহ জন্য পরিতাপের কোন চিহ্ন প্রদর্শন না করে, তবে বিভিন্নকায় পিত্রাদির মরণ জন্য তাদৃশ শোকাকুলিত হওয়া অজ্ঞানতার কার্য্য অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব হৃদয় হইতে শোক অপসারিত করিয়া তথায় সাহসকে আশ্রয় প্রদান কর ;

সংসারের অসারতা আলোচনা করিয়া চঞ্চলচিত্ত স্থির কর; পৃথিবীর অবস্থা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া, চৈতন্য সংস্থাপন কর, শোকতাপের বশীভূত না হইবার জন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন ও জ্ঞান উপার্জ্জন কর; এবং রাজ্য শাসনে অনন্যমনা হও, তাহা হইলে স্বতই শোকের শান্তি হইয়া যাইবে। যদি ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ লোকে শোকাকুল হয়েন, তবে মূর্খ ও পণ্ডিতে প্রভেদ কি? যেমন বায়ুবেগ ব্যতিরেকে, বৃক্ষ ও পর্ব্বতের মধ্যে কে চল, কে অচল, জানা যায় না, তদ্রূপ শোকাবেগ ব্যতীত কে পণ্ডিত কে মূর্খ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি শোক তরঙ্গে অভিভূত হইবে, তবে বিদ্যারূপ তরণী আশ্রয় করিবার উপযোগিতা কি? প্রস্তর যদি জলপ্রবাহে ভাসমান হয়, তবে কি তাহার সারবত্তা থাকে? অতএব শোকাবেগ সংবরণ করিয়া লোকের দৃষ্টান্তস্থানীয় হও। পারত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পুত্র প্রয়োজন পূর্ণ কর।

পারত্রিক কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, উহার কতকগুলি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে হয়; এবং কতকগুলি পুত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে যে পারত্রিক শুভাবহ কর্ম্ম স্বয়ং করিতে হয়, মহারাজ তৎ সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে পুত্রের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অপেক্ষা করিতেছেন। পারত্রিক উপকারই প্রকৃত উপকার, অন্য অন্য উপকার ক্ষণবিনশ্বর, অথবা যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ উহার ফল ভোগ করা যায়, ক্ষণবিনশ্বর শরীর নষ্ট হইলে, উপকারও নষ্ট হইয়া যায়; পারত্রিক উপকার সেরূপ নয়, উহা দেহান্তে সঙ্গে সঙ্গে যায় এবং পরলোকে ফলদায়ক হয়। সন্তানেরা এইরূপ উপকার করিতে পারে বলিয়া,

পৈতৃক ধনে অধিকারী হয়। পিতার অকৃত্রিম স্নেহ-সম্বলিত উপকার আর কাহারও নিকট পাইবে না। এক্ষণে মহারাজ পারত্রিক প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিতেছেন। অতএব বিভবের অনুরূপ, পিতৃকৃত উপকারের অনুরূপ এবং পিতৃভক্তির অনুরূপ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিলেন, এবং উদ্রিক্ত পিতৃভক্তি সহকারে পিতার পরেত-দেহ দাহ করিতে সরযূতীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অগুরুচন্দনবিরচিত চিতায় চন্দনচর্চ্চিত মাল্যভূষিত রাজ-তনু আরোহিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। চিতানল উপযুক্ত দাহ্য পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিল। ভরত দেখিয়া সখেদে বলিলেন, মহারাজ! আপনার যে শরীর তুলাস্তৃত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিত, সেই শরীর আজ কঠোর কাষ্ঠময় শয্যায় স্থাপিত হইয়া চিতাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে, এবং ভরত তাহা স্থিরভাবে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে। হা আর্য্য! আপনি বনে গমন করিয়াছেন, সুখে আছেন! রাজ-শরীরের ঈদৃশী দশা দেখিলেন না। দাহকার্য্যে সমাহিত হইলে ভরত বাষ্পবিমিশ্র হেমকুম্ভ-সলিলে চিতা ধৌত করিয়া সরযূতে অবগাহনপূর্ব্বক নির্ম্মল সলিলে তিন বার তর্পণ করিলেন। পরে নিশাগমে পরিজনপরিবৃত হইয়া নিরানন্দময় রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং অকূল চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সেই বিষম রাত্রি যাপন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে শোকের সহিত অশৌচকাল অতীত হইল। রাজকুমার দ্বাদশাহে দ্বাদশাহবিধি, ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ-

বিধান সমাধান করিলেন। পর দিন প্রভাতে স্তুতি-পাঠকেরা প্রবোধ জন্য মধুরস্বরে মঙ্গলগীত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। প্রবুদ্ধ ভরত অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্তুতিগীত শ্রবণ করিয়া, "বিরত হও, মঙ্গল গানে প্রয়োজন নাই" বলিয়া, তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিলেন। অমাত্যেরা সমুচিত-সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজ্যাঙ্গবিষয়ক প্রস্তাব করিলেন। তাহাতেও অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি রাজ-কার্য্যের অযোগ্য; আপনারা স্বয়ং সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন। পরিশেষে অশেষ উপদেশ দিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাজকুমার! রামচন্দ্র পিতার বাক্য রক্ষা করিতে বনে গমন করিলেন, তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজার শাসন প্রতিপালন করিতেও অক্ষম হইবে?

ভরত গুরুবাক্যে তার্কিকতা প্রকাশ করা অপরি-পক্কতার পরিচায়ক জানিয়া অতিবিনীতভাবে বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের কুলগুরু; কুলাচার অবগত আছেন। আপনি উপদেশক বলিয়া, সূর্য্যবংশের এত গৌরব। এ বংশে জ্যেষ্ঠই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাকে কি কুলাচার-বিরুদ্ধ নিন্দিত কার্য্য করিয়া নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিতে উপদেশ দেন? রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলে অযথাভূত রাজশব্দে আহূত হইতে হয়। আমি যত সতর্ক হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি না কেন, কোনরূপেই প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জন করিতে পারিব না। আমার রাজ্যলাভ উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে নহে, জননীর কুৎসিত উপায়ে ঘটিয়াছে। এরূপে রাজ্য-লাভ কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধ, আমার অনীপ্সিত এবং প্রজাবর্গের অননুমোদিত। সুতরাং তাদৃশ অসদুপায়লব্ধ রাজ্য শাসন

করিয়া যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিব, ইহার সম্ভাবনা কি? সামান্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, ছললব্ধ ইন্দ্রত্ব-পদেও ভরতের প্রবৃত্তি জন্মে না। যাহার মূলে দোষ থাকে, তাহা হইতে কখনই বিশুদ্ধ ফল ফলিত হয় না; আমার রাজ্যলাভের মূলই অবিশুদ্ধ, সুতরাং তাহা হইতে বিশুদ্ধ ফলের সম্ভাবনা কি? যাহার প্রতি লোকের ভক্তি না থাকে, সে পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিলেও সুখ্যাতি লাভ ও লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারে না। কর্ম্মবিপাকে আমার প্রতি লোকের তাদৃশী ভক্তি নাই, সুতরাং ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যপদ গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। যাহার অখ্যাতি একবার উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, সে একাকী অশ্রদ্ধার পাত্র হয় এরূপ নহে, তাহার সন্তানেরাও অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকে! তস্করীর সন্তান সচ্চরিত্র হইলেও কি সে লোকের বিশ্বাসভাজন হয়?

সুখ্যাতি অপেক্ষা লোকের অখ্যাতি সত্বর বিস্ফারিত হইয়া উঠে; উহা আর অপসারিত হয় না। জনকের সত্যব্রতপালন অপেক্ষা জননীর অবৈধ প্রার্থনা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমি যত প্রকার যত্ন করি না কেন, কিছুতেই দুরপনেয় কলঙ্কের দূরীকরণ করিতে পারিব না। যদি রাজ্য গ্রহণ না করি, তাহা হইলে স্বতঃই কলঙ্কের অপনয়ন হইয়া যাইবে। যদি পাপপঙ্ক স্পর্শ করা না যায়, তবে কি তাহা শরীর মলিন করিতে পারে? রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে জনকের বাক্যের অন্যথাচরণ জন্য পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে না।' আমার রাজ্যাভিষেক পিতার আন্তরিক ইচ্ছার বিষয়ীভূত ছিল না; উহা কেবল জননীর অবৈধ উপরোধেই ঘটিয়াছে; সুতরাং তাহার

অনুষ্ঠানে পিতা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইবেন; তাহা হইলে জনকের বাক্য অন্যথা করিয়াও পাপাচারী হইতে হইল না। অতএব আমারে আর অনুরোধ করিবেন না। এক্ষণে যাহাতে অগ্রজ মহাশয়কে আনয়ন করিতে পারি, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন। তদীয় উপদেশ ভিন্ন আমার অস্থির চিত্ত কিছুতেই সুস্থির হইবে না। যেরূপেই হউক, তাঁহাকে আনিতে হইবে। সকলে গিয়া অনুরোধ করিলে, তিনি প্রত্যাবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। মহারাজের স্বর্গারোহণসংবাদ শ্রবণ করিলে, তিনি কাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবেন!

বশিষ্ঠদেব ভরতের বিবেচকতা ও ভ্রাতৃপরায়ণতার অশেষ প্রশংসা করিয়া তদীয় মত অনুমোদন করিলেন, এবং সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্র আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনিলেন। ভরত রথারোহণ পূর্ব্বক সৈন্য, সামন্ত, পাত্র, মিত্র ও অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের উদ্দেশে বনপ্রদেশে চলিলেন। সুমন্ত্র পূর্ব্বপরিচিত পথে রথচালনা করিতে লাগিলেন। ভরতের মনোরথের ন্যায় রথ অবিলম্বে গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের-পুরে প্রবিষ্ট হইল। ভরত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গুহকমুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণ-পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্তচিত্তে শ্রবণ করিয়া, এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া সুমনীভূত হইলেন; এবং গুহকের অনুরোধক্রমে সে দিন তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া

গুহকসহ গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজমুনির তপোবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তপোধনমুখে শ্রীরামের প্রস্থানপদবীর পরিচয় পাইয়া চিত্রকূটগিরি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সঙ্গিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামদর্শনলালসায় অনুযায়ী লোকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে উপস্থিত হইলে পশ্চাৎ ভাগ রাজধানীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে নির্জনবন জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু সকল ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।
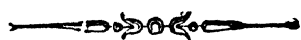
এদিকে রামচন্দ্র, গজবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত এবং সৈন্য-ঘোষিত শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমুল কোলাহল শুনা যাইতেছে; হরিণ সকল ত্রাসিত হইয়া দ্রুতগতিতে গমন করিতেছে; বিহঙ্গশ্রেণী গগনমণ্ডলে গোলাকার হইয়া বিচরণ করিতেছে। বোধ হয়, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে অটবীতে আসিতেছেন। এত-এব দেখ ইহারা কোন্ দিকে আইসে। লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র বিশাল শালতরু আরোহণ করিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সেনা বায়ুচালিত কাদম্বিনীর ন্যায় মহাবেগে দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে। দেখিবা-মাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া, শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অরণ্যপরিসরে অগ্রসর হউন। বোধ হয়, কৈকেয়ীকুমার ভরত, রাজ্যাভিষেকে মত্ত হইয়া সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে হনন করিতে আসিতেছে। তাহারই সেনাকোলাহল শুনা যাইতেছে; অপকারী দুরাচারী ভরতকে রণশায়ী করিয়া কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব। আততায়ী দুরাত্মাকে বধ করিলে অধর্ম্ম হইবে না। এই বলিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর বেপমানা জনক-তনয়াকে বনান্তরালে লুক্কায়িত রাখিতে ধাবমান হইলেন।

রামচন্দ্র কোপোন্মুখ লক্ষ্মণের মুখবিকার বিলোকন

করিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন, বৎস! ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, যে তুমি তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ? অসিবর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণাধিক ভরত উপস্থিত হইলে তাহার উপর কি অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে অরণ্যে আসিয়াছি; আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিনাশিত করিয়া রাজ্যসুখ কাহাকে ভোগ করাইব? সৈন্যেরা ত বলবিন্যাস বা ব্যূহরচনা করিয়া আসিতেছে না যে, তাহাদিগকে আক্রমণকারী বোধ করিতেছ। ভরতও খড়্গহস্ত হইয়া জিঘাংসায় প্রবৃত্ত নহে যে, তাহাকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়া হিংসার উপক্রম করিতেছ। আততায়ী হইলেই কি কেহ ভ্রাতাকে বধ করিয়া থাকে? আপনার প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে পারা যায়? আমার বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে আগত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই; সেই কারণে আকুলচিত্তে সুহৃৎ-সমবেত হইয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করাইবার জন্য আসিতেছে। যদি রাজ্যে অভিলাষ হয়, তবে ভরতকে বলিয়া দিব, সে তোমাকে রাজ্য অর্পণ করিবে। যদি বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে না পার, তবে এই সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাইও। আমি সীতাসহচর হইয়া স্বচ্ছন্দে কানন পর্য্যটন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ ভ্রাতার কথা শুনিয়া লজ্জাবনতমুখে একদিকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত সেনাপতিদিগকে শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন; এবং স্বয়ং কতিপয়-

মাত্র সহচর লইয়া গুহক সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র-প্রভৃতির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস শত্রুঘ্ন! যাবৎ অগ্রজের কমললোচন ও লক্ষ্মণের সৌম্য বদন বিলোকন করিতে না পারিব, যাবৎ রাজলক্ষণলাঞ্ছিত অগ্রজের চারু চরণ মস্তকে ধারণ করিতে না পারিব, যাবৎ আর্য্যকে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া চামরগ্রাহী হইতে না পারিব, যাবৎ জনকনন্দিনীকে স্বীয় প্রভুর রত্নাসনশোভিনী না দেখিতে পাইব, তাবৎ আমার হৃদয়ের মর্ম্মবেদনার লাঘব ও শান্তি হইবে না।

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পরি-শেষে চিত্রকুট পর্ব্বতের এক পার্শ্বে রামচন্দ্রের আশ্রম হইতে সমুত্থিত ধূমশিখা অবলোকন করিলেন! অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হইলে, এবং ঘনান্ধকারে দীপশিখা দর্শন করিলে যে রূপ আনন্দোদয় হয়, রামচন্দ্রের পবিত্র পাবকের ঊর্দ্ধোত্থিত ধূমরাশি দর্শন করিয়া ভরতের চিরদুঃখিতান্তঃ-করণে সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দুর্গম পথ পরিষ্কৃত হইল বোধ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পর্ণকুটীরের পর্য্যন্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, শীতত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে মৃগ-মহিষের করীষরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, কুশ ও কুসুম ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং পূর্ব্বোত্তরপ্রবণা বেদি ও প্রদীপ্ত পাবক শুভ্রসৈকততটস্থ পর্ণশালাদ্বয়ের পাবকতা বিধান করিতেছে। দক্ষিণে মন্দাকিনীপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কৈলাসগিরিতটে জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময়

বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সতত প্রকৃতি-পুঞ্জে এবং সজ্জন সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসিত হইতেন, তিনি আজ মৃগকুলপরিবৃত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তিনিই আজ হরিণাজিনে কথঞ্চিৎ লজ্জাসংবরণ করিয়া অনাস্তৃত ভূমিতে নিষণ্ণ আছেন। যিনি উত্তমাঙ্গে মনোজ্ঞ মন্দার-কুসুমমালা ধারণ করিতেন, তিনিই আজ কদাকার জটাভার বহন করিতেছেন। যাঁহার দূর্ব্বাদলশ্যামল নির্ম্মল কলেবর অগুরু চন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাঁহার সেই শরীর আজ ধূলিধূসর ও মলীমস হইয়া রহিয়াছে। অগ্রজ আমার জন্য এত দুঃখ পাইতেছেন, ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ জননীর প্রার্থনায়! এই বলিয়া ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত বাষ্পাকুললোচনে রামচন্দ্রের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিবাদন করিয়া, আর্য্য! এই মাত্র বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা কখনও নগরের বাহির হও নাই, এই দুর্গম অরণ্যে কেন আসিলে? ভরত বদ্ধাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন, আর্য্য! জননীর প্রার্থনা কুলাচার-বিরুদ্ধ হইয়াছে; আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মাতার সেই কলঙ্ক অপনয়ন করুন। নতুবা আমি জীবন পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া অশ্রু-জলে রামের চরণযুগল ধৌত করিয়া ফেলিলেন।

রামচন্দ্র সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, বৎস! অকারণে জননীর প্রতি দোষারোপ করিও না। মাতৃনিন্দা করিলে নিরয়গমন হয়; উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে; তুমি ও

কথা আর মুখেও আনিও না। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারিব না; পিতৃসত্য পালন না করিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমনও করিতে পারিব না। আর, তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছে, তদনুসারে তুমি যুবরাজ হইয়া রাজ্যশাসন কর, পিতার কথার অন্যথাচরণ করিলে অধর্ম্ম হইবে। রাজধানীতে যাইয়া মহারাজের আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া তদীয় শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাক।

পিতার নামোল্লেখমাত্রেই পিতৃ-স্নেহ স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়ায়, ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, আর্য্য! আর আমরা পিতার শুশ্রূষা করিতে পাইব না; আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যে আগমন করিলে পর, মহারাজ দুঃসহ পুত্রবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছি। আপনি পিতার প্রিয়পুত্র, প্রিয়পুত্রপ্রদত্ত সলিলাদি পিতৃলোকের সমধিক তৃপ্তিকর। আপনি তাঁহাকে সলিলাদি প্রদান করুন। রামচন্দ্র ভরতের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই শোকাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের স্কন্ধদেশে বাহু স্থাপন করিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বাঙ্গ বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সীতাও পর্ণকুটীরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিয়া শুনিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নেরও শোকাবেগ নবীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও অবিশ্রান্তধারে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

যেরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হইলে কুঞ্জরযূথের আর্ত্তনাদে কানন প্রতিধ্বনিত হয়, তদ্রূপ রাজকুমারদিগের রোদনে অরণ্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনুযায়িবর্গ যে যেখানে ছিল, ক্রন্দনের শব্দানুসারে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, সীতে! মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন; বৎস লক্ষ্মণ! আমরা পিতৃহীন হইলাম; আর আমি ব্রতান্তে নরেন্দ্রবিয়োজিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব না। যে পিতা লোচনের অন্তরালে অবস্থিত জীবিত পুত্রদিগের বিরহ দুঃসহ ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জীবনান্তজনিত চিরবিরহ সহ্য করিতেছি। আমাদিগের হৃদয় কি নির্ম্মম! আমরা কি মন্দভাগ্য! পিতার অন্তিমসময়ে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোনও যত্ন করিতে পারি নাই। সে বিষম সময়ে তিনি কতই আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সমুদায় নিশা অতিবাহিত করিলেন।

প্রাতঃকালে সকলে নিরানন্দমনে অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময় বশিষ্ঠদেব উপস্থিত হইয়া অশেষ উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন করাইতে গেলেন। সকলে স্নানতর্পণ সমাপন করিয়া পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধব, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি সকলে বেদির চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে ভরত গাত্রোত্থান করিয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে কাতরস্বরে বলিলেন, আর্য্য! আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, এই আমাদের কুলধর্ম্ম। আপনি কুলক্রমাগত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হউন;

আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া কার্য্য করি। রাজ্য পালন করিতে প্রভূত বিদ্যাবত্তা ও যথেষ্ট ক্ষমতার আবশ্যকতা, আপনি কিরূপে সেই দুর্ব্বহ ভার অযোগ্যের উপর অর্পণ করিতেছেন? যে যে-কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহার উপর সেই কর্ম্মের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনি সর্ব্ব-প্রকারে উপযুক্ত, স্বয়ং সকল বিষয়ের সমাধান করিতে সমর্থ; অতএব আপনিই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করুন। আমি কুলগুরু প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, রাজ্য-পালন অপেক্ষা বনবাস আমার স্পৃহনীয় ও সুসাধ্য; আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া মাতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

রামচন্দ্র ভরতকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন বালকের মত কথা কহিতেছ? সন্তান হইয়া পিতাকে পতিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ? পিতার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও। মন্ত্রীদিগের সুমন্ত্রণা এবং কুলগুরুর সদুপদেশ অবলম্বন করিয়া সুবিচার বিতরণ কর; সাহসকে প্রধান সহায় করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন কর; হৃষ্টচিত্তে রাজধানী প্রতিগমন করিয়া জননীবর্গের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হও। কালবিলম্ব করিও না, এক দিন রাজকার্য্য না দেখিলে অনেক অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি পিতৃসত্য পালন না করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রতিগমন করিব না, বারংবার অনুরোধ করিলে অসন্তুষ্টই হইব।

ভরত রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া

অধোমুখে রহিলেন। তাঁহার অশ্রুজলে ধরাতল প্লাবিত হইয়া গেল। মন্ত্রিবর্গও রামচন্দ্রের অপরিহার্য্য অধ্যবসায় দর্শনে কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। বশিষ্ঠদেব ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপদেশ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া অনুরোধ করিতে পারিলেন না।

সকলেই বিরসবদনে অপ্রফুল্লমনে অকূল চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ন্যায়শাস্ত্র-বিশারদ মহাবাচাল জাবালি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক শিরঃকম্পনসহকারে মহা আড়ম্বরে বলিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে বনে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। উপবনে বাস করিয়া মহারাজের বাক্য পালন করিতে পারেন। বন উপবনে কিছু প্রভেদ বোধ হয় না। তরুসমষ্টির নাম বন; উপবনে বৃক্ষসমষ্টির অসদ্ভাব নাই। অতএব তথায় বাস করিয়া মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন। যদি বলেন, অরণ্য হিংস্রজন্তু পূর্ণ, উপবনে তাদৃশ জন্তুর বিরলভাব, সুতরাং উপবনে বাস করিলে, বনে বসতি করা হয় না। কিন্তু মহারাজের উদ্যান সেরূপ নহে, উহাতে নানাজাতি বন্য পশু পালিত হইয়া থাকে। বন্য [illegible] দেখা যায় না। যদি বলেন, অরণ্যে মনুষ্যের চলাচল থাকে না, উদ্যানে সতত মানবেরা বিচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং বন ও উপবনের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। সে বিষয়ের মীমাংসা এই যে, আপনারা যে যে স্থানে বিচরণ করিতেছেন, সেই সেই স্থান জনসমাগম শূন্য হইতেছে না; সুতরাং বন-বিচরণ ও উপবনবিহারে প্রভেদ থাকিতেছে না। বিশেষতঃ মহারাজ প্রথমে আপনাকে

রাজ্যভার দিয়াছিলেন, পরে মহিষীর প্রার্থনায় বনে যাইতে বলেন। প্রথম আদেশ প্রথমে, দ্বিতীয় আদেশ তৎপরে পালনীয়। আদেশের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে লোকে কার্য্য করিয়া থাকে। আপনি মহারাজের প্রথম আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া দ্বিতীয় আজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া সেই রীতির ব্যতিক্রম করিতেছেন; ইহা ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব মহারাজের প্রথম আদেশ অনুসারে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করুন। পরে দ্বিতীয় নিদেশের অনুষ্ঠান করিবেন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করা রঘুবংশের কুলধর্ম্ম, আপনিও শেষবয়সে মহারাজের শেষ নিদেশ পালন করিবার জন্য বনে বাস করিবেন। ইহা হইলে উভয় পক্ষই রক্ষা পাইবে এবং আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে রাজধানীতে চলুন। মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাজ্য শাসন করুন।

রাম জাবালির প্রতিকূল তর্ক শ্রবণে বলিলেন, ভগবন্! বুঝিলাম আপনার অসামান্য তর্কশক্তি আছে। আপনি জানেন মীমাংসা ব্যতিরেকে তর্কশক্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিশোধিত হয় না; তবে অকারণ বিরোধী তর্কের অবতারণা করিয়া মীমাংসাবাক্যের অপলাপ করিতেছেন কেন? আমি আপনার নিরর্থক হেতুবাদে ধর্ম্ম বিলোপ করিতে পারিব না; ভরত বালক, উহারে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে গমন করুন; যাহাতে রাজ্য নিরাপদে থাকে, উহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিবেন।

অনন্তর ভরত বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! অগ্রজ রাজশ্রী পরিগ্রহ করিলেন না। আমি

কি রাজলক্ষ্মী পরিগ্রহ করিয়া পরিবেদনদোষে দূষিত হইব? কিরূপে ঈদৃশ লোকবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব? সর্ব্বথা বিষম বিপদে পড়িলাম; রাজ্যভার স্বীকার করিলে পরিবেত্তা হইতে হয়; না করিলে, পিতার কথার অন্যথাচরণ এবং অগ্রজের অনুমতির অপালন হয়। কি করি, উপদেশ দিন।

বশিষ্ঠদেব ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন পরম ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য। অতএব অগ্রজের অনুমতি লইয়া রাজধানীতে গমন কর। অনন্তর ভরত রামচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, আর্য্য! কিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, উপদেশ দিন। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র বলিলেন বৎস! রাজব্যবহার নির্ব্বাহ করা দুরূহ ব্যাপার; উহার প্রকৃত পদ্ধতি সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং অনালোড়িত বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে; তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া দিতেছি যে, যত দূর পার প্রজানুরাগ-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে; প্রজারঞ্জনই রাজব্যবহার। বিভিন্নপ্রকৃতি প্রকৃতি-পুঞ্জের অনুরঞ্জন কার্য্য দুঃসাধ্য সাধনার দৃষ্টান্ত; উহার সাধনে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়; সর্ব্বদা সাবধান ও সতর্ক ভাবে কার্য্য দেখিতে হয়। অনেক অন্বেষণে কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে হয়; যতক্ষণ প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যবেক্ষণে নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। অসাধারণ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মহামূল্য রত্নের ন্যায় শরীরে ধারণ করিতে হয়; অপকারী শত্রুর ন্যায় রাগদ্বেষ দূরীভুত করিতে হয়; পক্ষপাত মৃতদেহবৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়; সত্যের তুলাদণ্ডে সকল কার্য্যের তুলন করিতে হয়; বিচার স্থলে বন্ধুতা, মমতা, দয়াবত্তা, বিসর্জ্জন করিতে হয়; সৎকার্য্য ও সদ্‌গুণের সমাদর ও প্রশংসা করিতে হয়; অপব্যয়ে কৃপণতা, সদ্ব্যয়ে বদান্যতা, নিত্যব্যয়ে মিতব্যয়িতা, অবলম্বন করিতে হয়। সত্বগুণের অনুশীলনে অন্তঃকরণ প্রশান্ত রাখিতে হয়। যেরূপ শরৎকালীন নির্ম্মল নভস্তলে রজোযোগ সম্ভবে না, তদ্রূপ অন্তঃকরণ প্রশান্ত থাকিলে তাহাতে রজোগুণ স্থান লাভ করিতে পারে না।

রাজধর্ম্ম পালন করা যে কত কঠিন ব্যাপার, অন্য কোন বিষয়ের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তির বিচারের উপর সমুদায় সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করে, তাঁহাকে যে কতদূর বিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং চারিত্রগুণভূয়িষ্ঠ হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। স্বয়ং বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে বিদ্যাবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোককে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যাঁহার নিকট বিদ্বান্ ও ধীমান্ লোক না থাকে, তিনি অসার বলিয়া গণনীয় হয়েন। স্বয়ং চারিত্রগুণসম্পন্ন না হইতে পারিলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করিতে পারা যায় না। রাজা কোনও অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে অনেক অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। যে ভূপতির অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী, লোকশোষণ দ্বারা স্বীয় কোষাগার পূরণ করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি প্রজার হিতাহিত চিন্তা না করিয়া যে রূপেই হউক, অর্জ্জনস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। যাঁহার আত্মম্ভরিতাবৃত্তি সাতিশয় তেজস্বিনী, তিনি অন্য লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া সতত আত্মসুখে নিরত থাকেন। যখন সামান্য ব্যক্তির নিকৃষ্ট বৃত্তি বলবতী হইলে অমঙ্গলের সীমা থাকে না, তখন নিরঙ্কুশ নরপতির নিকৃষ্ট বৃত্তি প্রবল হইলে জনসমাজের কত যে অমঙ্গল ঘটে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সাবধান, কোন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিও না।

রাজা স্বয়ং সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিতে হয়। কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যিনি যেরূপ লোক নিযুক্ত

করেন, তাঁহার কার্য্য সেই নিয়োজ্যের গুণাগুণ অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্মচারী নিয়োজিত করা আবশ্যক। প্রবল অর্জ্জনস্পৃহাবিশিষ্ট এবং ন্যায়পরতাশূন্য নিযুক্ত ভৃত্য অবসর পাইলেই আপনার অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রভূত অযশঃ ও অশেষ অনুতাপ জন্মাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে কার্য্য চালাইবার ভার অর্পণ করিলে সে ইন্দ্রিয়সুখ পরিতৃপ্ত করিতে নিয়ত যত্নবান্ থাকে, প্রভুর ক্ষতি হইলেও তাহাতে নিরস্ত হয় না। যে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, স্থিরতর বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ স্বভাব আবশ্যক, সেই কার্য্যে কোন অধ্যবসায়হীন অনিপুণ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নিয়োজিত হইলে তাহা কোন ক্রমেই সুসম্পন্ন হয় না। মিত্রই হউক, বা ভৃত্যই হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত হইলে অবশ্যই অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ভূপালদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মন্ত্রিনিয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচনাসাপেক্ষ। অসংশয়িতরূপে যাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়, তাঁহাকেই মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মন্ত্রণাই রাজ্যের জীবনৌষধি এবং রাজার জীবন। মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক হইলে রাজার রাজ্যনাশ ও প্রাণনাশের সম্ভাবনা। মন্ত্রীর সহিত রাজাকে সতর্ক হইয়া পরামর্শ করিতে হয়। কোন কার্য্য সাধন করিবার জন্য পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে কেহ যেন এরূপ জানিতে না পারে যে, উহা সচিবের মন্ত্রণাক্রমে সম্পন্ন হইল। মহীপাল গোপনে অমাত্যের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক প্রকাশ্যে দেখাইবেন,

যে তিনি অন্যের পরামর্শনিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন। মন্ত্রিত বিষয় গোপনে না রাখিলে ফলের ও গৌরবের হানি হয়।

অবিনয়ের অপনয়ন জন্য দণ্ডবিধির আবশ্যকতা। যাহাতে অবিনয় না জন্মে পূর্ব্ব হইতে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিলে পশ্চাৎ দণ্ডবিধান করিতে হয় না। যেরূপ রোগোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে ভিষক্পতি সুপথ্য সেবন করাইয়া ভাবী রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তদ্রূপ বিচক্ষণ রাজা প্রজার কুপ্রবৃত্তি বলবতী হইবার পূর্ব্বে শিক্ষা দান দ্বারা সচ্চরিত্রতা সম্পাদন করিতে পারেন। প্রত্যহ ব্যবহার-দর্শনে যে প্রয়াস পাইতে হয়, প্রজার চরিত্রদোষ সংশোধনে তত কষ্ট পাইতে হয় না।

রামের এইরূপ উপদেশবচন শুনিয়া ভরত জ্যেষ্ঠ-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তদীয় পাদুকাদ্বয় হেমপীঠে অধিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিবার প্রার্থনা করিলেন। রামচন্দ্র ভরতের কথা শুনিয়া কুলগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এ অবস্থায় পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহ করিয়া ভরতের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারা যায় কি-না? বশিষ্ঠদেব বলিলেন, বৎস রাম! কুশ-নির্ম্মিত সমুদায় বস্তুই সকল অবস্থায় ব্যবহার্য্য ও প্রশস্ত। অতএব দর্ভময় পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহ করিয়া উহা ভরতকে প্রদান কর। উহাতে ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা নাই। অনন্তর রামচন্দ্র চরণ দ্বারা কুশ-বিরচিত পাদুকা স্পর্শ করিয়া ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত সেই পবিত্র পাদুকা উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়া অগ্রজের চরণারবিন্দ বন্দনা করিলেন।